WIN EXAM

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস সাজেশন ২০২২

পর্ষদের latest সংক্ষিপ্ত syllabus অনুযায়ী

MCQ, অতি সংক্ষিপ্ত, রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর

HS Suggestion+

2022

History

CLASS-XII

Edited by

Kamal Kr Roy

(MA in History, BEd)

Powered By WiN EXAM Institute and BhugolShiksha.com

WIN EXAM

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস সাজেশন ২০২২

HS History Suggestion 2022 PDF Download

Powered by : WiN EXAM Institute and BhugolShiksha.com
Edited by : Expect Teachers
Website : https://www.winexam.in
Website 2 : https://www.bhugolshiksha.com

অতীত স্মরণ (প্রথম অধ্যায়) ইতিহাস

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | অতীত স্মরণ (প্রথম অধ্যায়) ইতিহাস - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | **HS Class 12 History Suggestion :**

১. ' ইতিহাসমালা ' রচনা করেছিলেন - (A) হেরোডোটাস (B) সন্ধ্যাকর নন্দী (C) উইলিয়াম কেরি (D) কলহন ।
উত্তরঃ (C) উইলিয়াম কেরি

২. একজন মানবতাবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হলেন— (A) উইলিয়াম হান্টার (B) উইলিয়ম জোন্স (C) জেমস মিল (D) ম্যাক্সমুলার
উত্তরঃ (C) জেমস মিল

৩. ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটি (A) ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে (B) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে (C) ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে (D) ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (B) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে

৪. কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়— (A) ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে (B) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে (C) ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে (D) ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (B) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে

৫. ভারতের বৃহত্তম মিউজিয়ামটি হলো— (A) দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (B) দিল্লি মিউজিয়াম (C) ন্যাশনাল মিউজিয়াম মুম্বই (D) বিড়লা মিউজিয়াম ।
উত্তরঃ (A) দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম

৬. স্মৃতিকথা হলো— (A) লোককথা (B) জনশ্রুতি (C) মৌখিক উপাদান (D) কল্পকাহিনি ।
উত্তরঃ (C) মৌখিক উপাদান

৭. ইতিহাসের জনক ' বলা হয়— (A) থুকিডিডিসকে (B) রুশোকে (C) প্লিনিকে (D) হেরোডোটাসকে ।
উত্তরঃ (D) হেরোডোটাসকে ।

৮. কোন লোককথার মূল চরিত্র মানুষ ? (A) রূপকথার (B) পরিকথার (C) কিংবদন্তির (D) নীতিকথা ।

উত্তরঃ (C) কিংবদন্তির

9. ভারত হলো বিশ্ব সভ্যতার লীলাভূমি — এই উক্তিটি কার ? (A) এলটন (B) কার (C) ব্রদেল (D) ভলতেয়ার।
উত্তরঃ (D) ভলতেয়ার ।

10. পুরাণ বিষয়ক তত্ত্বকে বলা হয়— (A) জাদুবিদ্যা (B) প্রেততত্ত্ব (C) পুরাণতত্ত্ব (D) কোনোটিই নয় ।
উত্তরঃ (C) পুরাণতত্ত্ব

11. গ্রিসের একটি অন্যতম কিংবদন্তি চরিত্র ছিল— (A) রবিন হুড (B) নোয়া (C) হারকিউলিস
(D) রাবণ ।
উত্তরঃ (C) হারকিউলিস

12. জাদুঘরের প্রথম উৎপত্তি হয়— (A) ইংল্যান্ডে (B) জার্মানিতে (C) ফ্রান্সে (D) গ্রিসে ।
উত্তরঃ (D) গ্রিসে ।

13. ‘ ইলিয়ড ’ ও ‘ ওডিসি ' মহাকাব্য রচনা করেছিলেন— (A) ব্যাস (B) হোমার(C) বাল্মিকী (D) হেরোডোটাস ।
উত্তরঃ (B) হোমার

14. একটি প্রাচীন জাদুঘরের উদাহরণ হলো— (A) এননিগালডি নান্না (B) ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম (C) ভ্যাটিকান মিউজিয়াম (D) লুভর মিউজিয়াম ।
উত্তরঃ (A) এননিগালডি নান্না

15. জাতীয় প্রতিকৃতি প্রদর্শশালা অবস্থিত – (A) লন্ডনে (B) প্যারিসে (C) শিকাগো (D) ফ্লোরেন্সে ।
উত্তরঃ (A) লন্ডনে

16. ' অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ' গ্রন্থটি রচনা করেন— (A) ভিনসেন্ট স্মিথ (B) ই . এইচ কার (C) জন স্টুয়ার্ট মিল (D) কেউ নন ।
উত্তরঃ (A) ভিনসেন্ট স্মিথ

17. আলবেরুনির লেখা গ্রন্থটির নাম— (A) রাজতরঙ্গিণী (B) হর্ষচরিত (C) তহকিক - ই - হিন্দ (D) কোনোটিই নয় ।
উত্তরঃ (C) তহকিক - ই - হিন্দ

18. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' জীবনস্মৃতি ' হলো একটি— (A) লোককথা (B) কিংবদন্তি (C) স্মৃতিকথা (D) কাব্যগ্রন্থ ।
উত্তরঃ (C) স্মৃতিকথা

19. হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ' গ্রন্থটি রচনা করেন— (A) সুমিত সরকার (B) জেমস মিল (C) জন স্টুয়ার্ট মিল (D) জ্যাকব গ্রিম ।
উত্তরঃ (B) জেমস মিল

20. তহকিক - ই হিন্দ প্রশ্ন : লুভর মিউজিয়াম ' অবস্থিত ছিল— (A) লন্ডনে (B) প্যারিসে (C) ফ্লোরেন্সে (D) কলকাতায়
উত্তরঃ (B) প্যারিসে

21. কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন - (A) এলফিনস্টোন (B) জন ম্যালকম (C) ডডওয়েল (D) ম্যালেসন ।

উত্তরঃ (C) ডডওয়েল

22. দক্ষিণারঞ্জন বসুর ' ছেড়ে আসা গ্রাম ' হলো একটি - (A) লোককথা (B) কিংবদন্তি (C) স্মৃতিকথা (D) পৌরাণিক কাহিনি ।
উত্তরঃ (C) স্মৃতিকথা

23. " সব ইতিহাস হলো সমকালীন ইতিহাস " —এই উক্তিটি কার ? (A) ক্লোচের (B) র্যাঙ্কের (C) র্যালের (D) ই.এইচ . কার - এর ।
উত্তরঃ (A) ক্লোচের

24. ' What is History- এর লেখক হলেন— (A) ই.এইচ . কার (B) স্যামুয়েল (C) উইলিয়াম কেরি (D) ঐতিহাসিক রিড ।
উত্তরঃ (A) ই.এইচ . কার

25. ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকার হলেন— (A) রমেশচন্দ্র মজুমদার (B) জেমস মিল (C) রামশরণ শর্মা (D) রণজিৎ গুহ ।
উত্তরঃ (A) রমেশচন্দ্র মজুমদার

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | অতীত স্মরণ (প্রথম অধ্যায়) ইতিহাস - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

1. মিথ **(** পুরাকাহিনি **)** ও লিজেন্ড **(** কিংবদন্তি **)** বলতে কী বোঝো **?** অতীত বিষয়ে মানুষের ধারণাকে এরা কীভাবে রূপদান করে **?**
উত্তরঃ মিথ **:** সৃষ্টির আদিলমের নানা কাহিনির বিবরণ যে ঐতিহাসিক উপাদানগুলিতে পাওয়া যায় তাকে পৌরাণিক কাহিনি বা পুরাকাহিনি (মিথ) বলে । মিথ সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ বা মৌখিক ইতিহাস । অপরিণত বুদ্ধির মানুষ এই ধরনের ধর্মীয় অলৌকিক কল্পকাহিনি রচনা ও প্রচার করেছে ।

লিজেন্ড **:** কোনো অঞ্চলের কোনো ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে কাহিনি যা সেখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় মনে রাখে , বিশ্বাস করে ও প্রচার করে চলে তাকে কিংবদন্তি বলে । ইংরেজিতে একেই বলা হয় লিজেন্ড । আসলে এই ধরনের বীরগাথা বা কিংবদন্তি হলো সত্য , মিথ্যা ও সম্ভাবনার মিলিত রূপ । ফলে যা ঘটেছে তার পরিবর্তে অনেক সময় কিংবদন্তিতে যা ঘটা উচিত ছিল তার বর্ণনা থাকে বেশ মনোগ্রাহী ভাষায় ।

মানুষের ধারণা রূপায়ণে মিথ ও কিংবদন্তি **:**

মিথ **:** পুরাকাহিনিগুলির বিষয়বস্তু কতটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য বা মিথ্যা তা যাচাই করা খুব কঠিন । ইদানীং এগুলিকে ভিত্তিহীন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন । তবুও মানবধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মিথগুলির বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করেন অনেকেই ।

সত্য ঐতিহাসিক উপাদান **:** পুরাকাহিনিতে ইতিহাসের বহু সত্য ও যথার্থ উপাদান লুকিয়ে রয়েছে । গ্রিসের পুরাকাহিনিতে তাদের দেবতা , বীরপুরুষ ও পূর্বপুরুষের কথা ব্যক্ত হয়েছে । এই সূত্রেই ট্রয় নগরী ও ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্র নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে ।

সময়কাল নির্ণয় : পুরাকাহিনির সঙ্গে তুলনামূলক পদ্ধতিতে যাচাই করে ইতিহাসের অনেক সাল , তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে ।

বংশলতিকা : পুরাণ থেকে প্রাচীন রাজবংশের বংশলতিকা জানা যায় । ভারতীয় পুরাণেও অনেক রাজবংশের নাম ও পরিচয় রয়েছে । এ নিয়ে বিতর্ক সত্ত্বেও ড . রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন — পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশগুলির অস্তিত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বীকৃত সত্য ।

ধারাবাহিকতা : পুরাকাহিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে । পুরাকাহিনিতে বর্ণিত মানবসংস্কৃতি - সংক্রান্ত বহু গল্প বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আজও প্রচলিত । আধুনিক সংস্কৃতির ভিত্তি সেই প্রাচীন সংস্কৃতি । ফলে পুরাকাহিনিতে বর্ণিত কাহিনিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় ।

কিংবদন্তি : মূলত মৌখিক ঐতিহাসিক উপাদান কিংবদন্তির গুরুত্ব নিম্নরূপ — :

আনন্দদান : কিংবদন্তি আজও লোকসমাজকে আনন্দ দিয়ে চলেছে । আনন্দদায়ক বলেই বংশপরম্পরায় বর্তমান সময়েও প্রচলিত এবং ঐতিহাসিক সূত্র জানতে সহায়ক হয় কিংবদন্তিগুলি ।

শিক্ষাদান : অতীতের নৈতিকতা , বীরত্ব , কিংবদন্তি থেকে জানা যায় । আধুনিক মানুষও নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করে কিংবদন্তি থেকে ।

ঐতিহাসিক ভিত্তি : রূপকথার ন্যায় কিংবদন্তি পুরোপুরি কাল্পনিক নয় । কিংবদন্তির বাস্তবতা রয়েছে । প্রসঙ্গত , বাংলার কিংবদন্তি চরিত্র রঘু ডাকাতের কালী পুজোর সূত্র ধরে একটি কালী মন্দিরকে শনাক্ত করা হয়েছে । তাই কিংবদন্তির কাহিনি অনেক বেশি ঐতিহাসিক উপাদান সমৃদ্ধ একথা বলা যায় ।

2. কিংবদন্তি বা বীরগাথা কাকে বলে **?** এর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব লেখো ।
উত্তরঃ কিংবদন্তি / লেজেন্টের সংজ্ঞা : কিংবদন্তি বা লেজেন্টের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে বলা হয়েছে , পূর্বকালে বিশেষ কোনো ভোজে - উৎসবে যখন কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মগুরুর জীবনবৃত্তান্ত কথিত বা গীত হতো তখন তার নাম ইতো কিংবদন্তি । সাধারণভাবে বলা যায় ইতিহাস বা কল্পনার মিশ্রণে লৌকিক । কথাসাহিত্যের রূপ - বৈশিষ্ট্য থেকে আগত কাহিনি হলো কিংবদন্তি ।

কিংবদন্তির বৈশিষ্ট্য :
উৎসগত : বহু পণ্ডিতের মতে , সামাজিক বিবর্তনের পথেই কিংবদন্তির উদ্ভব মূলত পুরাকাহিনিই পরবর্তীকালে কিংবদন্তির রূপ নিয়ে থাকে ।

বীরত্বমূলক কাহিনির নায়ক : কিংবদন্তির মাধ্যমে মূলত অতীতের কোনো বীর | নায়কের বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডকেই তুলে ধরা হয় । তারা ঈশ্বরের মতো সীমাহীন শক্তির অধিকারী থাকতেন বলে কিংবদন্তি কোনো প্রামাণ্য চরিত্র নয় ।

লোক ও মনুষ্যজাত গল্প : কিংবদন্তি আসলে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত । জনগণের মুখে প্রচলিত বিভিন্ন গল্পের দ্বারা কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ে । আসলে কিংবদন্তি হলো | মানুষের জীবনের যথার্থ প্রতিফলন ।

অতিরঞ্জন : কিংবদন্তিতে ছোটো - বড়ো ঘটনাগুলিকেই অতিরঞ্জিত করা যায় । বলা যায় , কিংবদন্তি বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার সংমিশ্রণে গঠিত টুকরো টুকরো কথা , যেখানে সত্য মিথ্যা যা - ই থাকুক না কেন মানুষ তা বিশ্বাস করে ।

বিস্ময় ও কল্পনা : কিংবদন্তির প্রেক্ষাপট রচনায় সাহায্য করে থাকে বিস্ময় ও কল্পনা। আসলে কিংবদন্তির বিস্ময়কর কাহিনি আমাদের কল্পণার জগতে নিয়ে যায়। কারণ কিংবদন্তির ঘটনায় সময়ের সাথে সাথে কল্পনার রং মিশিয়ে তাকে কাল্পনিক করে তোলে।

কিংবদন্তির গুরুত্ব : কিংবদন্তির যথার্থতা ও ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও তা একেবারে গুরুত্বহীন নয়।

ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস : লোকমুখে পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন কাহিনি প্রচারিত হলেও প্রাথমিকভাবে সেগুলির মধ্যে ইতিহাসের তথ্যসূত্র লুকিয়ে থাকে। আমরা বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্রও এর থেকে পেয়ে থাকি।

আনন্দদান : কিংবদন্তির বিভিন্ন অলৌকিক ও কাল্পনিক ঘটনা পাঠ করে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি।

প্রবহমাণ ঐতিহ্য : একটি দেশ বা জাতির নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না থেকে কিংবদন্তি দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক অঞ্চলের ঐতিহ্যের মধ্যে কিংবদন্তি গড়ে উঠলেও তা পরবর্তীকালে প্রবহমাণ ঐতিহ্যে পরিণত হয়।

শিক্ষাদানে : কিংবদন্তি চরিত্রগুলির কর্মকাণ্ড আমাদেরকে নৈতিক শিক্ষাদান করে একথা বলা যেতেই পারে।

3. লোককথা কাকে বলে **?** অতীত সময়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে লোককথার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
উত্তরঃ অতীতসময়েরঘটনাবলির পূর্ণরূপ তুলে ধরার ক্ষেত্রে লোককথাতাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। লোকমুখে প্রচলিত কথাই সাধারণত লোককথা নামে পরিচিত। কার্ল টমলিনসন - এর মতে " মানুষের জীবন ও কল্পনার সংমিশ্রণে যেসকল গল্পগাথা গড়ে ওঠে তা - ই হলো লোককথা। "

অতীত সময়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে লোককথার ভূমিকা :

- 1. ছোটোবেলা থেকেই মানুষ বিভিন্ন পৌরাণিক গল্পগাথা বড়োদের মুখে শুনে থাকে। কিছু কিছু ঘটনা বা গল্প মানুষের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। আর এইভাবেই লোককথা অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরতে সাহায্য করে।
- 2. লোককথা কল্পজগৎ সৃষ্টি করে অতীতের প্রতি আগ্রহী করে। নিত্যদিন এই লোককথা কথিত হয় কিন্তু পুরনো হয় না , নতুনত্ব বজায় থাকে।
- 3. কোনো দেশের কোনো সমাজে সৃষ্টি হওয়া লোককথাগুলির সেই সমাজের সামাজিক - সাংস্কৃতিক - ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ফলে সেই সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য কেমন ছিল তা লোককথা থেকে জানা যায়।
- 4. লোককথার মাধ্যমে মানুষ অতীতের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে শুনে আনন্দ পেয়ে থাকে। এই আনন্দ যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়।
- 5. লোককথা থেকে অতীত সমাজের বিভিন্ন ঘটনার ছবি বর্তমান সমাজে লক্ষ করা যায়। কারণ লোককথা বিভিন্ন সামাজিক , ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণ করে থাকে।
- 6. প্রতিটি মানুষের জীবনে চলার পথে লোককথা যথেষ্ট শিক্ষাদান করে যা অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- 7. লোককথার কাহিনিতে মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন ভৌতিক চরিত্র যেমন- পরি , দৈত্য , ডাইনি প্রভৃতি থাকে। মানুষের সামনে লোককথা এই সকল ভৌতিক চরিত্রকে তুলে ধরতে সাহায্য করে।

4. অতীতকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কিংবদন্তি বা মিথ এবং স্মৃতিকথার ভূমিকা আলোচনা করো।
উত্তরঃ মিথ : মিথ শব্দটির নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিথের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে মিথ জনশ্রুতির একটি প্রধান অংশ। গ্রিক শব্দ Muthos থেকে Myth (মিথ) শব্দটি এসেছে। প্রাচীন কাল থেকে সমাজবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন কাল্পনিক ও অলৌকিক গল্প রচনা করে। সেগুলি দীর্ঘ শতকব্যাপী প্রচারিত হতে থাকে যা সাধারণভাবে মিথ নামে পরিচিত।

অতীত স্মরণ করার ক্ষেত্রে মিথের ভূমিকা :
ইতিহাসভিত্তিক উপাদান সংগ্রহ :
মিথের মাধ্যমে উঠে আসা কাহিনিগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদানের সূত্র হিসাবে ধরা হয় । যেমন- মিথের কাহিনির সূত্র ধরেই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ট্রয় নগরী বা ট্রয় যুদ্ধের স্থান নির্ণয় করেছেন । আবার ভারতে প্রচলিত মৌর্য সম্রাট অশোক , রানি দুর্গাবতী , মীরাবাঈ - এর বীরত্বের কাহিনি জাতীয় বীরের মর্যাদায় তাঁদের উন্নীত করে । এসব জানা যায় মিথ থেকে ।

সময়কাল নির্ণয় : তুলনামূলক যাচাই পদ্ধতি প্রয়োগ করে মিথের কাহিনিগুলি থেকে ইতিহাসের বহু সন , তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে ।

বংশতালিকা প্রস্তুতিতে : মিথের ছোটো - বড়ো কাহিনিগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বংশতালিকা পাওয়া যায় ।

বিশ্বজনীনতা : কিংবদন্তি বা মিথের বিবরণ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায় । বিশ্ব সৃষ্টি , প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি ঘটনার আভাসও এই কাহিনিগুলি প্রদান করে ।

স্মৃতিকথা : বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী কোনো ব্যক্তির অতীত স্মৃতি থেকে ঘটনাটির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাকে স্মৃতিকথা বলা হয় ।

অতীত স্মরণ করার ক্ষেত্রে স্মৃতিকথার ভূমিকা :
নির্দিষ্ট স্থান ও সময়কালের ধারণা : বেশিরভাগ স্মৃতিকথা থেকে স্থান কাল - পাত্র সম্পর্কে অনেক ধারণা পাওয়া যায় । কোনো ব্যক্তির স্মৃতিচারণায় তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন বিষয় প্রতিফলিত হতে দেখা যায় ।

বাস্তবভিত্তিক ধারণা : স্মৃতিকথা কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয় , এর বাস্তব ভিত্তি অনেক বেশি । ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার সময়ে উদ্বাস্তু জীবনযন্ত্রণার মর্মস্পর্শী সত্য বহু মানুষের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ।

নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনী : স্মৃতিকথা থেকে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বা সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সত্যতা প্রকাশ পায় । স্মৃতিকথায় কোনো ঘটনার অতিরঞ্জন করে দেখানো হয় না ।

ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ : ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান হলো স্মৃতিকথা , কোনো আঞ্চলিক ইতিহাস বা তথ্যের অভাব দেখা দিলে স্মৃতিকথাগুলি সহায়ক উপাদানের ভূমিকা পালন করে ।

5. মিউজিয়ামের **(** জাদুঘরের প্রকারভেদ আলোচনা করো
অথবা **,** জাদুঘরের শ্রেণিবিভাগ করো ।
উত্তরঃ সূচনা জাদুঘর হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের সংগ্রহ থাকে । অর্থাৎ যে ভবনে বা গৃহে অতীত দিনের বা অদ্ভূত রকমের বা সহজে দৃষ্টি হয় । না এমন পদার্থের সংরক্ষণ আছে সেটিই জাদুঘর । জাদুঘরকে ইংরেজিতে ' Museum ' বলে । পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জাদুঘর আছে । জাদুঘরে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক , বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ পদার্থ সমূহের সংগ্রহ করে সংরক্ষিত করা হয় ।

জাদুঘরের প্রকারভেদ : জাদুঘরগুলিতে যেমন- ঐতিহাসিক , শৈল্পিক বৈজ্ঞানিক , প্রাকৃতিক , সামুদ্রিক , স্মৃতিমূলক , যুদ্ধাস্ত্র , শিশুভিত্তিক , বৃক্ষ , প্রাণী প্রভৃতি বিষয়ক নানারকম বস্তু । সমূহ থাকে , সেই কারণবশত এগুলির ওপর ভিত্তি করে এক একটি জাদুঘর গঠিত হয়েছে

প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর : প্রাচীনকালে আদিম মানুষের ব্যবহারকারী নানা রকম জিনিস তাদের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র , তাদের ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ , তাদের অলংকার , এছাড়াও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন কার্যের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন সেগুলি খুবই যত্নসহকারে জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রাখে । একেই প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বলে । আবার প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর দু - ধরনের হয় । প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের বস্তুসামগ্রী অর্থাৎ জনবসতির ধ্বংসাবশেষ , ভাস্কর্য এবং নানারকম চিত্র প্রভৃতি প্রাচীনকালের মানুষেরা যেসব জায়গায় বসবাস করত অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচে বা খোলা জায়গায় লক্ষ্য করা যায় ।

ইতিহাসভিত্তিক জাদুঘর : প্রাচীন বা অতীত কালে বসবাসকারী মানুষের বিভিন্ন নিদর্শনগুলি প্রত্নতাত্ত্বিকরা খনন কার্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখে , যে জাদুঘরে তা ইতিহাস ভিত্তিক জাদুঘর বলে । এই ইতিহাসভিত্তিক জাদুঘরের উদাহরণ- ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ আফ্রিকান আমেরিকান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার ।

ঐতিহাসিককেন্দ্রিক জাদুঘর : ঐতিহাসিক জাদুঘর হলো ইতিহাসকে ভিত্তি করে অর্থাৎ এটি ইতিহাসেরই একটি ভাগ । প্রাচীনকালের বিভিন্ন সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক পদার্থ সমূহ , বিভিন্ন নথিপত্র , বিভিন্ন নিদর্শন , সেই সময়কার রাজা মহারাজার ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রত্ন সামগ্রী তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র , পোশাক - পরিচ্ছদ , তাদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নানা নথিপত্র ইত্যাদি যে প্রতিষ্ঠানে সংগ্রহ করে সংরক্ষিত থাকে সেটিই হলো ঐতিহাসিক জাদুঘর । ঐতিহাসিক জাদুঘরের উদাহরণ হলো- পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার হাজার দুয়ারি ।

শৈল্পিক জাদুঘর : জাদুঘর মানেই অতীত বা বর্তমানের নানা দুরূহ পদার্থের প্রদর্শন । শৈল্পিক অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক মানুষের তৈরী নানা কারুকার্যময় চিত্র , ভাস্কর্য , মূর্তি এবং মাটির তৈরি নানারকম সৌন্দর্য জিনিস । এছাড়া প্রাচীনকালে রাজা মহারাজারা তাদের ব্যবহৃত মুদ্রায় নানারকম ছবি এঁকে রাখতেন , এরফলে সেই মুদ্রা থেকে রাজাদের নানা কাহিনির পরিচয় পাওয়া যেত । অর্থাৎ প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি যে ভবনের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে সংরক্ষিত করা হয় সেই ভবনকেই শৈল্পিক জাদুঘর বলে । এই জাদুঘরের উদাহরণ হলো- ১৬৮৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাশমোলিয়ান জাদুঘর নামে এই শৈল্পিক জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত করেন ।

যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক জাদুঘর : প্রাচীন থেকে বর্তমান সকল রকম যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের নানারকম পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি নিদর্শন যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে । এই জাদুঘরের উদাহরণ হলো – কানাডিয়ান ওয়ার মিউজিয়াম , ইন্টারন্যাশনাল স্পাই মিউজিয়াম ' ইত্যাদি ।

পরিশেষে বলা যায় , বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের জাদুঘর গড়ে উঠেছে যেমন – কলকাতার চিড়িয়াখানা যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সংরক্ষণ আছে । এছাড়া স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন ধরনের বিশালাকায় মূর্তির নিদর্শন নিয়েও প্রদর্শনের জন্য মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে । আবার ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউইয়ার্ক এর ন্যাশনাল সেপ্টেম্বর ১১ মেমোরিয়াল অ্যান্ড মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে । আবার শিশুদেরকে মডেল বা বিভিন্ন প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছে । যেমন- ব্রুকলিন চিলড্রেনস মিউজিয়াম ।

6. জাদুঘর কাকে বলে **?** অতীত পুনর্গঠনে জাদুঘরের ভূমিকা আলোচনা করো ।

উত্তরঃ সাধারণ অর্থে জাদুঘর হলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহশালা , যেখানে ঐতিহাসিক , সাংস্কৃতিক , বৈজ্ঞানিক , শিল্প বিষয়ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংরক্ষণ করে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় । এককথায় , বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করে সেগুলি যেসব প্রতিষ্ঠান বা ভবনে সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেসব প্রতিষ্ঠান বা ভবনকে জাদুঘর বা মিউজিয়াম বলে ।

জাদুঘর বা মিউজিয়ামের ভূমিকা : বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মিউজিয়ামগুলি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো বহু বিষয়ে উদ্দেশ্যসাধন করে । বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিউজিয়ামগুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ভূমিকা পালন করছে ।

মিউজিয়ামের কাজ দুষ্প্রাপ্য পুরাতত্ত্ব থেকে মানবসভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুসামগ্রী এখন পরিবেশে দেখা যায় না সেগুলি এবং অদ্যাবধি পারিপার্শ্বিক পরিবেশে দেখা যায় এমন বস্তুসামগ্রী গুরুত্ব সহকারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ । এই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ইতিহাসের সংগ্রহশালা হিসাবে মিউজিয়াম ভূমিকা পালন করে । ওই বস্তুসামগ্রীর ওপর গবেষণা , ব্যাখ্যা দ্বারা শিক্ষা ও চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে মিউজিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।

জাতীয় ও নাগরিক জীবনের গর্বগুলি সংরক্ষণ ছাড়াও শিক্ষা ও গবেষণার অনুপ্রেরণা মিউজিয়ামগুলি । মিউজিয়ামগুলির সংগ্রহের বৈচিত্র্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে । নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে । পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের বিষয় ছাড়াও বিশেষ কাজ , ব্যক্তিজীবন , ধর্ম , জীববৈচিত্র্য , খনি , জাহাজ , পরিবহণ ইত্যাদি মিউজিয়ামের সংগ্রহে স্থান পেয়েছে । কোনো সময়ের সমগ্র জীবনকে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

সমাজ তার অতীতকে জানতে চায় । তার ঐতিহ্যকে জানতে চায় । তার অতীত জেনে পুলকিত ও শিহরিত হয় । কিন্তু অতীত সম্পর্কে অনেক বিষয়ে নীরবতা , বিচ্ছিন্নতা বা অনেক কিছুর অনুপস্থিতি মানুষকে অসুবিধায় ফেলে । এই অসুবিধা দূর করতে সাহায্য করে মিউজিয়াম । শুধু অতীতকে ধরে রাখাই নয় , ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভাবতে ও অতীতকে বুঝতে সাহায্য করে মিউজিয়াম ।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার (দ্বিতীয় অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | উনবিংশ ও বিংশ শতকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার (দ্বিতীয় অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

1. ' ওয়েল্থ অব নেশন্স ' কার লেখা ?
উত্তরঃ ' ওয়েল্থ অব নেশন্স ' রচনা করেন অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ।

2. ক্যাপ্টেন কুক কোন কোন দেশ আবিষ্কার করেন **?**
উত্তরঃ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ , নিউজিল্যান্ড , অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ আবিষ্কার করেন ক্যাপ্টেন কুক ।

3. সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব কোথায় শুরু হয়েছিল **?**
উত্তরঃ ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় ।

10. কার নেতৃত্বে , কবে বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় **?**
উত্তরঃ জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

4. আমেরিকা ছিল কাদের উপনিবেশ **?**
উত্তরঃ আমেরিকা ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ ।

5. ' নীলজল নীতি ' কী ?
উত্তরঃ পোর্তুগিজ শাসনকর্তা আলবুকার্কের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ' নীলজল নীতি ' নামে পরিচিত ।

6. মুক্ত বাণিজ্য নীতির প্রবক্তাদের কী বলা হতো **?** এই নীতির অন্যতম সমর্থক কে ছিলেন **?**
উত্তরঃ ফিজিওক্র্যাটস বলা হতো । এই নীতির অন্যতম সমর্থক হলেন অ্যাডাম স্মিথ ।

7. বাণিজ্যিক পুঁজি কাকে বলে **?**
উত্তরঃ উৎপাদনের জন্য নয় , কেবলমাত্র ব্যাবসাবাণিজ্য পরিচালনার জন্য যে পুঁজি কাজে লাগানো হয় সেটাই বাণিজ্যিক পুঁজি । ব্যবসায় বাড়তি লাভ হলে এধরনের পুঁজি বাড়ানো সম্ভব ।

8. উপনিবেশবাদ **-**এর অর্থ কী **?**
উত্তরঃ Colonialism বা উপনিবেশবাদ শব্দের উৎস লাতিন শব্দ Colonia । এর অর্থ হলো বিশাল সম্পত্তি বা এস্টেট ।

9. আফ্রিকাকে কেন বলা হয় ' অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ ' ?
উত্তরঃ উনিশ শতকের মধ্যভাগের আগে পর্যন্ত আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলই ইউরোপের মানুষের কাছে অচেনা ও অনাবিষ্কৃত ছিল । তাই একে বলা হতো অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ ।

10. কোন সময়কাল ' নব সাম্রাজ্যবাদের যুগ ' বলে পরিচিত ?
উত্তরঃ ১৮৭০–১৯১৪ খ্রিঃ মধ্যবর্তী পর্যায় ' নব সাম্রাজ্যবাদের যুগ ' হিসেবে পরিচিত ।

11. কোন কোন অঞ্চল নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া বা ইস্ট ইন্ডিজ গঠিত হয় ?
উত্তরঃ জাভা , সুমাত্রা , বালি ও বোর্নিও দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত হয় ।

12. হবসনের মতে কী কারণে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে ?
উত্তরঃ হবসনের মতে , পুঁজিবাদের বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় ।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | উনবিংশ ও বিংশ শতকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার (দ্বিতীয় অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

1. ' নয়া সাম্রাজ্যবাদ ' কথাটি কে ব্যবহার করেন ? (A) ডেভিড টমসন (B) কার্ল মার্কস (C) আর্নল্ড টয়েনবি ও (D) লেনিন ।
উত্তরঃ (A) ডেভিড টমসন

2. আমেরিকা মহাদেশকে ' নতুন বিশ্ব ' নামকরণ করেন— (A) কলম্বাস (B) ভাস্কো - দা - গামা (C) আমেরিগো ভেসপুচি (D) কোল ।
উত্তরঃ (C) আমেরিগো ভেসপুচি

3. Colonia যে শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা হলো – (A) ফরাসি (B) লাতিন (C) জার্মান (D) ইংরেজি ।
উত্তরঃ (B) লাতিন

4. Realpolitik- নীতির প্রবক্তা হলেন— (A) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম (B) বিসমার্ক (C) টুম্যান (D) হিটলার।
উত্তরঃ (B) বিসমার্ক

5. কোন দেশের বর্তমান নাম মায়ানমার ? (A) সিংহল (B) ব্রহ্মদেশ (C) বোর্নিও (D) সুমাত্রা ।
উত্তরঃ (B) ব্রহ্মদেশ

6. শিল্পবিপ্লব সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়— (A) ইংল্যান্ডে (B) ফ্রান্সে (C) জার্মানিতে (D) ইতালিতে ।
উত্তরঃ (A) ইংল্যান্ডে

7. উদিয়মান সূর্যের দেশ কোনটি ? (A) আমেরিকা (B) চিন (C) জাপান (D) ইংল্যান্ড ।
উত্তরঃ (C) জাপান

8. অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হয় - (A) এশিয়াকে (B) ইউরোপকে (C) আফ্রিকাকে (D) অস্ট্রেলিয়াকে ।

উত্তরঃ (C) আফ্রিকাকে

9. ' Imperialism : A Study ' গ্রন্থটি রচনা করেন— (A) লেনিন (B) হবসন (C) অ্যাডাম স্মিথ (D) ডেভিড টমসন ।
উত্তরঃ (B) হবসন

10. ইয়ান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়— (A) ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে (B) ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে (C) ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে (D) ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (A) ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে

11. সগৌলির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়— (A) ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে (C) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে (B) ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে (D) ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (A) ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে

12. ‘ মার্কেন্টাইলবাদ ' কথাটি ব্যবহার করেন— (A) অ্যাডাম স্মিথ (B) কার্ল মার্কস (C) ভি . আই . লেনিন (D) ডেভিড হরোউইজ ।
উত্তরঃ (A) অ্যাডাম স্মিথ

13. নানকিং - এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল— (A) ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে (B) ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে (C) ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে (D) ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (B) ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে

14. ভারতের কোন রাজ্যে প্রথম ইংরেজরা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ? (A) বম্বে (B) গুজরাট (C) মাদ্রাজ (D) বাংলা ।
উত্তরঃ (D) বাংলা ।

15. ' Wealth of Nations ' গ্রন্থটির লেখক হলেন— (A) হাসন (B) অ্যাডাম স্মিথ (C) মেকলে (D) লেনিন ।
উত্তরঃ (B) অ্যাডাম স্মিথ

16. আফ্রিকাতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল (A) ইংরেজরা (B) ফরাসিরা (C) পোর্তুগিজরা (D) ওলন্দাজরা ।
উত্তরঃ (B) ফরাসিরা

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | উনবিংশ ও বিংশ শতকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার (দ্বিতীয় অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

1. ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতিগত ব্যবধানের প্রভাবগুলি লেখো ।
উত্তরঃ জাতিত্বের কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই । জাতিত্ব হলো বিশেষ ধরনের বিশ্বাস , প্রচলিত চর্চা , এক ধরনের ব্যবস্থাদি যা সময়ে সময়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে থাকে । জাতিগত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে মানুষকে গুণ , কর্ম , সক্ষমতা , গায়ের রং , নৈতিকতা , সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ইত্যাদির তফাতের ভিত্তিতে আলাদা জাতিতে ভাগ করা হয় ।
জাতিত্ব প্রশ্নটি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় । শ্বেতাঙ্গদের কিছু পূর্ব ধারণা এবং অনুমান জাতিগত ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্দেশ করে । জাতিগত দিক দিয়ে বংশ , ধর্ম , জাতি , সম্প্রদায় , সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদির ভিত্তিতে এক বিভেদের আচরণ ও বিশ্বাসের পরম্পরা তৈরি হয় ।

ইতিহাসের সময় বিচারে , দাস শাসনের আমলে জাতিত্ব বিষয়টি ভূমিকা নিয়েছিল । উনিশ - বিশের দশকে আমেরিকায় জাতিভেদ ইস্যু জ্বলন্ত আকার নেয় । দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে কৃয়াঙ্গদের লড়াই ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে । জার্মানিতে জাতিগত কারণে নিকৃষ্ট হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল । আফ্রিকা , এশিয়া বা অস্ট্রেলিয়াতে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপনের কালে জাতিভেদ প্রশ্নটি মাথাচাড়া দেয় । ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ মানেই নিকৃষ্টতর এবং উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের জাতি শ্রেষ্ঠতর — এই জাতিগত ধারণা উপনিবেশবাদ এবং বিদেশি শাসকদের অবনতির প্রধান কারণ ।

ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রচার করত । কোনো রেস্তরাঁতে খাওয়া , রেলে উচ্চতর শ্রেণিতে ভ্রমণ , সিনেমা হলে প্রবেশ , স্কুলে ভর্তি – সর্বক্ষেত্রেই কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার ছিল না । চামড়ার রং - এর ভিত্তিতেও উপনিবেশের মানুষের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গরা বিভেদমূলক আচরণ করত । সরকারি চাকরিতে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়কে নিয়োগ করা হতো । কালো , বাদামি রঙের দেশীয় অধিবাসীদের তারা নীচু চোখে দেখত । শাসন - বিচার - সংস্কৃতি সব স্থানে বিভেদমূলক আচরণ চোখে পড়ত । জাতিগত বিভেদের ইস্যুতে উপনিবেশবাদীদের অবজ্ঞার মনোভাব উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ দেয় ।

2. মার্কেন্টাইল অর্থনীতি বলতে কী বোঝো **?** শিল্পপুজির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো ।
অথবা **,** মার্কেন্টাইল মূলধন বলতে কী বোঝো **?**
এই মতবাদের প্রধান বক্তব্যগুলি কী **?**
উত্তরঃ সূচনা **:** ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশের দুর্বল রাষ্ট্রগুলির দখলকে কেন্দ্র করে বিশ্ববাসী সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির সাথে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে । ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র পরিবর্তিত হয় , যা ন সাম্রাজ্যবাদ নামে পরিচিত । এই সাম্রাজ্যবাদের সময়েই মার্কেন্টাইল মূলধনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ।

মার্কেন্টাইল মূলধন **:** ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ f পর্যন্ত বহির্দেশের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্য পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক হলো মার্কেন্টাইলবাদ ।

- **1.** সম্পদ অর্জন **:** রাষ্ট্রের ভৌগোলিক - রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় হলো সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বৃদ্ধি । তাই উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন এবং অর্থসম্পদ আহরণ ও শোষণ হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রনীতির মূল অঙ্গ । এই কারণেই উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক একাধিপত্য স্থাপন ও উপনিবেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন জরুরি হয়ে উঠেছিল ।
- **2.** নেভিগেশন অ্যাক্ট **:** ইংল্যান্ডের নেভিগেশন অ্যাক্টে বলা হয়েছিল , ইংল্যান্ডের বণিক সম্প্রদায়কে ওলন্দাজ জাহাজের মাধ্যমে পণ্য আমদানির পরিবর্তে নিজ নিজ জাহাজ ব্যবহার করতে হবে । এরই সূত্র ধরে ১৬৯০ - এর দশকে ইংল্যান্ডের আমদানি বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় ।
- **3.** কোম্পানি গঠন **:** সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে একচেটিয়া অধিকারযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় । বহির্দেশে সরকারের প্রতিনিধি রূপেই কোম্পানিগুলি ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকারী হয় । এই নীতি অনুসারে ইউরোপের স্পেন , পোর্তুগাল , ইংল্যান্ড , ফ্রান্স , নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে যে ধরনের মূলধন সৃষ্টি হয় তা মার্কেন্টাইল মূলধন নামে পরিচিত ।

প্রধান বক্তব্য **:**

- **1.** ফিজিওক্র্যাটস **:** মার্কেন্টাইল মূলধনকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে উত্থান হয় কিছু অর্থনীতিবিদের যারা ফিজিওক্র্যাটস নামে পরিচিত । তাঁদের মতে , বাণিজ্য হয় সম্পদের উৎস এবং ভৌগোলিক ও সামরিক ক্ষমতার ভিত্তি । তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পরিবর্তে তাঁরা মুক্ত বাণিজ্যের তত্ত্বে বিশ্বাসী ।
- **2.** মুক্ত বাণিজ্য **:** মার্কেন্টাইল মতবাদের মূল বিষয় হলো মুক্ত বাণিজ্য অর্থাৎ ইংল্যান্ড যেমন নেভিগেশন অ্যাক্টের দ্বারা ব্রিটিশ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বন্দরগুলিকে সকলের জন্য বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল , এখানে সেই বিষয়কেই তুলে ধরা হয়েছে ।
- **3.** নতুন বাণিজ্যনীতি **:** মার্কেন্টাইলবাদী মনোভাবকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন বাণিজ্যরীতি যেখানে বিভিন্ন দেশের বণিক সংগঠনগুলি নিজেদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল এবং যা বিশ্ব অর্থনীতিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে । বিশেষ করে ইংল্যান্ড , ফ্রান্স , স্পেন , পোর্তুগাল সহ বিশ্বের

বিভিন্ন বাণিজ্য রাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যের দ্বারা যে মূলধন সঞ্চয় করেছিল তা - ই মার্কেন্টাইল মূলধন নামে পরিচিত ।

মন্তব্য : এভাবেই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উপনিবেশ দখল ও সম্প্রসারণের পরিবর্তে সামরিক ও কূটনৈতিক পথে বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের নীতি গৃহীত হয় এবং মুক্ত বাণিজ্যভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয় ।

3. ঔপনিবেশিক সমাজে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও তার প্রভাব আলোচনা করো । অথবা , জাতিবৈষম্য বলতে কী বোঝো ? ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতিবৈষম্যের প্রভাবগুলি লেখো ।

উত্তরঃ জাতিবৈষম্যের ধারণা : জাতি ও জাতিবৈষম্যের ধারণাটি মূলত পশ্চিমি উন্নত রাষ্ট্র থেকেই প্রকট হয়েছে । পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলিতে জাতি , বংশ , ধর্ম , সম্প্রদায় , সামাজিক স্তরবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে জাতিবৈষম্যের সূত্রপাত । প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে । ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনে শাসিত জাতিগুলি নানান ধরনের বঞ্চনার শিকার হয় । এই সকল শ্বেতাঙ্গ শক্তিশালী জাতিগুলি নিজেদের প্রয়োজনে জাতিগত বৈষম্যের সূত্রপাত করেছিল ।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতিগত ব্যবধানের প্রভাব :
ইতিবাচক প্রভাব :

(i) সাংস্কৃতিক অগ্রগতি : ইউরোপীয় শিক্ষা - সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে সংস্কৃতিতে বিশেষ করে শিল্প স্থাপত্য , ও ভাস্কর্যে নবযুগের সূচনা হয় এবং সামাজিক কুসংস্কারের অবসান ঘটে ।

(ii) জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতি : প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হয় । শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক উপনিবেশের সভ্যতা , সংস্কৃতি ও জীবন সম্পর্কে চর্চা এবং গবেষণা । ফলে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণা বৃদ্ধি পায় এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আত্মপ্রকাশ ঘটে ।

(iii) যুক্তিবাদের বিকাশ ও নবজাগরণের সূচনা : পাশ্চাত্যের দেশগুলি তাদের বিজ্ঞান , প্রযুক্তি , ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সাথে উপনিবেশগুলিতে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটায় । ভৌগোলিক আবিষ্কারের এবং সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে প্রাচ্য - পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটে যা যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটিয়ে নবজাগরণের পটভূমি তৈরি করে ।

নেতিবাচক প্রভাব :

- **1.** শোষণ ও অত্যাচার : জাতিগত ব্যবধানের ফলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে শুরু হয় সীমহীন শোষণ ও অত্যাচার , শ্বেতাঙ্গ শাসকরা কৃষ্ণাঙ্গ শাসিতের ওপর বিপুল পরিমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দেয় নিজেদের আর্থিক মুনাফা লাভের আশায় । এতে দেশীয় শিল্প ও কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের পথে বা বাড়ায় , দেখা যায় বিপুল সংখ্যক বেকার ।
- **2.** জাতিগত দ্বন্দু : ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মানুষদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চেখে দেখত । তারা নিজেদের শ্বেতাঙ্গ জাতিতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করত । এতে শুরু হয় শ্বেতাঙ্গ শাসক ও কৃষ্ণাঙ্গ শাসিতের মধ্যে যুক্তি সংগ্রামের পরিবেশ ।
- **3.** শ্রমিক রপ্তানি : জাতিগত বৈষম্যের অপর একটি বিভেদমূলক দিক ছিলঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি থেকে শ্রমিকদের রপ্তানি , উপনিবেশগুলি থেকে ক্রীতদাসদের অন্যত্র রপ্তানি করা হতো । এরপর তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো ।

4. উপনিবেশবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করো ।

উত্তরঃ ' কলোনি ' শব্দ থেকে উপনিবেশ শব্দের উৎপত্তি । জনসমাজের সেই স্থানান্তরিত অংশ যারা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য কোনো দেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে ও শোষণ করে সেটাই হলো উপনিবেশবাদ । একটি

রাষ্ট্র যখন নিজের স্বার্থে অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে সেই দেশ বা জাতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সেটাই হলো সাম্রাজ্যবাদ।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ **:** একটি দেশ যখন অন্য কোনো দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা , বসতি গড়ে তোলা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাকে বলে উপনিবেশবাদ। সাম্রাজ্যবাদেও প্রায় একই ঘটনা ঘটে। সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রেও শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল কোনো দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যেরই অংশ হলো উপনিবেশ। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ পরস্পর নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ। উপনিবেশবাদেই ঘটে সাম্রাজ্যবাদের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ , সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া উপনিবেশবাদের অস্তিত্ব নেই। এ বিষয়ে রবার্ট ইয়ং বলেছেন , সাম্রাজ্যবাদ হলো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রনীতি , অর্থনৈতিক কারণে আদর্শগতভাবে যার বিস্তার। অন্যদিকে , উপনিবেশবাদ হলো বসতি স্থাপন , এর উদ্দেশ্য বাণিজ্যপ্রণোদিত। ইয়ং আরো বলেছেন , সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি নীতি বা ধারণা , উপনিবেশবাদ তার বাস্তবায়ন। সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরেই উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা পায় এবং ধনতন্ত্র প্রসারিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি সাম্রাজ্যের শক্তি বাড়ায়। উপনিবেশবাদের ভিত রচনা করে বলে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। লেনিন বলেন , উপনিবেশবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ। কারণ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের | হাত ধরে ধনতান্ত্রিক একাধিপত্য অর্জন করতে চায়। উপনিবেশবাদ শব্দটি সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক হলেও সাম্রাজ্যবাদ বলতে প্রথাগত বা অপ্রথাগত নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। এককথায় , অন্য দেশে বসতি গড়ে তোলা , দেশের অংশ বিশেষ দখলের নাম উপনিবেশবাদ | দেশের রাজনীতি অর্থনীতির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন হলো সাম্রাজ্যবাদ।

5. সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝায় **?** সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ লেখো।
উত্তরঃ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা **:** যদিও সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই তা সত্ত্বেও বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ বলতে প্রকৃতপক্ষে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনকে বোঝানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদ বলতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র দ্বারা দুর্বল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিনাশকে বোঝানো হয়ে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ **:** সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণটি এক বিতর্কিত বিষয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের একাধিক কারণের মধ্যে বলা যায় –

অর্থনৈতিক কারণ **:** উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণগুলি হলো—

- 1. কাঁচামাল সংগ্রহ : ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব ও শিল্প উন্নতির ফলে ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলিতে বৃহৎ আয়তন কলকারখানা স্থাপন এবং দ্রুত উন্নতি বৃদ্ধির ফলে কাঁচামালের প্রয়োজন দেখা দেয় , এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে এই কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী লড়াই।
- 2. বাজার দখল : অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করার জন্য ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ দেশের শিল্প বৃদ্ধিকল্পে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এইসমস্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বৃহত্তর বাজার প্রয়োজন হয়।
- 3. বেকারত্ব : কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্প বিনষ্ট হয় এবং কৃষিকার্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা , খাদ্য সংকট ও বেকারত্বের চাপ বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

রাজনৈতিক কারণ **:**

- **1.** জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা **:** জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকেও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য দায়ী করা যেতে পারে।
- **2.** রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা **:** অনেক সময় বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপনকে জাতীয় দম্ভ বা জাতিগত গৌরব বলে মনে করত। আসলে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা জাহির করার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণে লিপ্ত থাকত।

সামাজিক কারণ **:**

- **1.** উদবৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন **:** ঊনিশ শতক থেকে ইউরোপে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামলানো ও বাড়তি জনগণের পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের জন্য অনেক সময় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন ভূখণ্ড দখলে লিপ্ত হতে শুরু করেছিল যা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানে সহায়ক ছিল ।
- **2.** জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা **:** অনেক সময় জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার দোহাই দিয়ে বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্র দখলে ব্যস্ত থাকত যা সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটাতে সাহায্য করেছিল ।

অন্যান্য কারণ **:**
সাংস্কৃতিক কারণ **:** অনেক সময় পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া অংশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 1 আলো পৌঁছে দেওয়ার বাণী শুনিয়ে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটায় ।

6. নব সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝো **? "** নব সাম্রাজ্যবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল **" –** লেনিনের উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো ।
উত্তরঃ নব সাম্রাজ্যবাদ **:** ১৮৭০ সালের পর থেকে ইউরোপের বৃহৎ বা শিল্পোন্নত জাতিগুলি ইউরোপের বাইরে বিশেষ করে আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ দখলের জন্য মারাত্মক প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে । ফলে অনাবিষ্কৃত , কাঁচামালে পরিপূর্ণ এবং সম্ভাব্য বিশাল বাজারসমৃদ্ধ দেশগুলি ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশে পরিণত হয় । এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াই নব সাম্রাজ্যবাদ বলে পরিচিত ।

লেনিনের মতে নব সাম্রাজ্যবাদ **:** রুশ কমিউনিস্ট নেতা ভ্লাদিমির ইরিচ লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই নব সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করেছেন । তিনি তাঁর রচিত ' সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর ' গ্রন্থে বলেন , পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । লেনিন ধনতন্ত্রকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে তা এইরূপ :

- 1. মূলধনি উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং লভ্যাংশ অর্জনের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না ।
- 2. মুনাফা অর্জনের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি চাহিদার অতিরিক্ত শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে ।
- 3. এর পরিণতিতে বাজার দখলের লোভে পুঁজিবাদীরা নিজ দেশের সরকারকে | উপনিবেশ দখলে চাপ দেয় ।

মূল্যায়ন **:** ডেভিড টমসন লেনিনের তত্ত্বকে দু'ভাবে সমালোচনা করেন । প্রথমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন— 1. কেবল অর্থনৈতিক কারণে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়নি । 2. এর মূল কারণ রাজনৈতিক । কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সকলে যুদ্ধে যোগ দেয়নি । 3. ঔপনিবেশিক বিরোধিতার জন্যই ইউরোপ ত্রিশক্তি জোট বনাম ত্রিশর্ষি আঁতাত— এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায় ।

ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি : নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য (তৃতীয় অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি : নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য (তৃতীয় অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | **HS Class 12 History Suggestion :**

১. কবে স্বাক্ষরিত হয় পুরন্দরের সন্ধি **?**
উত্তরঃ ১৭৭৬ সালে মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ও হেস্টিংসের মধ্যে হয়েছিল পুরন্দরের সন্ধি ।

২. কবে হয় বেসিনের সন্ধি **?** এর দু'টি শর্ত লেখো ।

উত্তরঃ দ্বিতীয় বাজিরাও ও ইংরেজদের মধ্যে ১৮০২ সালে হয় বেসিনের সন্ধি। দু'টি শর্ত : 1. পেশোয়া অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি মেনে নেন। 2. পুণায় ইংরেজ সেনাবাহিনী নিয়োজিত হয়।

৩. ব্রিটিশ ভারতে ' সম্পদের বহির্গমন ' কাকে বলা হতো ?
উত্তরঃ ব্রিটিশ শাসকরা প্রচুর ভারতীয় সম্পদ শোষণ করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান। এটাই ' সম্পদের বহির্গমন ' বলে চিহ্নিত।

৪. গ্যারান্টি ব্যবস্থা কী ?
উত্তরঃ এদেশে রেলপথ নির্মাণে ইংরেজ কোম্পানিকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাদের নিখরচায় জমি , বাৎসরিক বিনিয়োগে নির্দিষ্ট সুদ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আশ্বাস দেয়। এটাই গ্যারান্টি ব্যবস্থা।

৫. কে , কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন ?
উত্তরঃ ১৭৯৩ - এর ২২ মার্চ বাংলা , বিহার , ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন লর্ড কর্নওয়ালিশ।

৬. ইংরেজরা কার কাছ থেকে , কবে দেওয়ানি লাভ করে ?
উত্তরঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে।

৭. দস্তক বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানিকে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ভারতে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার দেন তা দস্তক নামে পরিচিত।

৮. কাও - তাও প্রথা কী ?
উত্তরঃ কোন বিদেশি চিন সম্রাটের দর্শন পেলে তাকে সম্রাটের সামনে ভূমি পর্যন্ত নত | হয়ে যাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম জানাতে হতো এই প্রথাই কাও - তাও প্রথা নামে পরিচিত।

৯. কে , কবে , কী উদ্দেশ্যে আমিনি কমিশন গঠন করেন ?
উত্তরঃ ওয়ারেন হেস্টিংস - এর উদ্যোগে রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্যের জন্য ১৮৭৬ সালে গঠিত হয়।

১০. বিদরার যুদ্ধ কবে , কাদের মধ্যে হয় ?
উত্তরঃ ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজদের সাথে ইংরেজদের। ওলন্দাজরা পরাজিত হয়।

১১. কবে , কাদের মধ্যে বন্দিবাসের যুদ্ধ হয় ?
উত্তরঃ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ইংরেজ ও ফরাসি কর্তৃপক্ষের মধ্যে হয়।

১২. দ্বৈত শাসন বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর আইনগত দিক বাংলার নবাবের হাতে থাকলেও শাসনক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। তা দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

১৩. কবে , কার দ্বারা দ্বৈত শাসনের অবসান হয় ?
উত্তরঃ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস - এর দ্বারা।

১৪. সলবাইয়ের সন্ধি কবে , কাদের মধ্যে হয় ?
উত্তরঃ ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সাথে মারাঠা পেশোয়াদের।

১৫. স্যার টমাস রো কবে ভারতে আসেন ?

উত্তরঃ ব্রিটিশরাজ প্রথম জেমসের দূত টমাস রো ১৬১৫ খ্রিঃ জাহাঙ্গিরের রাজদরবারে আসেন। মোগল সম্রাটের থেকে বাণিজ্যিক সুযোগ লাভই ছিল তার উদ্দেশ্য।

১৬. অব - শিল্পায়ন বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতের বাজারে প্রভূত পরিমাণে ব্রিটিশ শিল্পপণ্য চলে আসায় প্রতিযোগিতার জেরে বাংলার কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়। এটাই অব - শিল্পায়ন।

১৭. এদেশে কোথায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ?
উত্তরঃ ১৮৫৫ খ্রিঃ ব্রিটিশ কর্মচারী জর্জ অকল্যান্ড রিষড়ায় দেশের প্রথম পাটকল গড়ে তোলেন।

১৮. এজেন্সি ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৭৫৩– ৭৫ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধীনস্থ কর্মচারীদের এজেন্ট বানিয়ে | তাদের থেকেই পণ্যসামগ্রী কিনত। এটাই এজেন্সি ব্যবস্থা।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি : নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য (তৃতীয় অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট কবে পাশ হয় ? (ক) ১৭৮৪ সালে (খ) ১৭৮২ সালে (গ) ১৭৮০ সালে (ঘ) ১৭৭৮ সালে।
উত্তরঃ (ঘ) ১৭৭৮ সালে।

২. পাঁচসালা বন্দোবস্ত কবে চালু হয় ? (ক) ১৭৭২ (খ) ১৭৭৩ (গ) ১৭৭৭ (ঘ) ১৭৮০ খ্রি .।
উত্তরঃ (ক) ১৭৭২

৩. ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়— (ক) মহারাষ্ট্রে (খ) পাঞ্জাবে (গ) মাদ্রাজে (ঘ) বাংলায়।
উত্তরঃ (ক) মহারাষ্ট্রে

৪. কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন– (ক) ক্লেভারিং (খ) হেস্টিংস (গ) ফ্রান্সিস (ঘ) এলিজা ইম্পে
উত্তরঃ (ঘ) এলিজা ইম্পে।

৫. বাংলায় স্বাধীন নবাবির সূচনা করেন— (ক) মুর্শিদকুলি খাঁ (খ) আলিবর্দি খাঁ
ল (গ) সিরাজউদদৌলা (ঘ) মিরকাশিম।
উত্তরঃ (ক) মুর্শিদকুলি খাঁ

৬. ব্রিটিশ ভারতে কোন বিষয়কে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ইস্পাত কাঠামো বলা হতো ? (ক) পুলিশি ব্যবস্থাকে (খ) আমলাতন্ত্রকে (গ) সেনাবাহিনীকে (ঘ) বিচার ব্যবস্থাকে।
উত্তরঃ (খ) আমলাতন্ত্রকে

৭. চিনে আফিম যুদ্ধ হয়েছিল— (ক) ১ টি (খ) ৪ টি (গ) ৩ টি (ঘ) ২ টি
উত্তরঃ (ঘ) ২ টি

৮. তাইপিং কথাটির অর্থ হলো - (ক) মহাশান্তি (খ) চরম শান্তি (গ) অতি শান্তি (ঘ) অশান্তি।

উত্তরঃ (ক) মহাশান্তি

৯. চিনে বক্সার বিদ্রোহ ঘটেছিল— (ক) ১৭০০ (খ) ১৮০০ (গ) ১৯০০ (ঘ) ২০০০
উত্তরঃ (গ) ১৯০০

১০. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন— (ক) ওয়ারেন হেস্টিংস (খ) উইলিয়াম পিট (গ) উইলিয়াম বেন্টিং (ঘ) লর্ড ডালহৌসি ।
উত্তরঃ (খ) উইলিয়াম পিট

১১. ভাস্কো - দা - গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন ? (ক) পোর্তুগালের (খ) স্পেনের (গ) জাপানের (ঘ) ফ্রান্সের ।
উত্তরঃ (ক) পোর্তুগালের

১২. স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়— (ক) ১৭২১ (খ) ১৭২৪ (গ) ১৭২৬ খ্রি : (ঘ) ১৭২৮ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (খ) ১৭২৪

১৩. সর্বশেষ সনদ আইন বা চার্টার অ্যাক্ট কবে পাশ হয় ? (ক) ১৭৯৩ খ্রি . (খ) ১৮১৫ (গ) ১৮৩৩ (ঘ) ১৮৫৩
উত্তরঃ (ঘ) ১৮৫৩

১৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রি .) কার উদ্যোগে পাশ হয় ? (ক) রিপনের (খ) ক্লাইভের (গ) পিটের (ঘ) কর্নওয়ালিশের ।
উত্তরঃ (গ) পিটের

১৫. কে বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান ? (ক) ক্লাইভ (খ) ভেরেলেস্ট (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস (ঘ) কর্নওয়ালিশ ।
উত্তরঃ (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস

১৬. পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন— (ক) ক্লাইভ (খ) ভেরেলেস্ট (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস (ঘ) কর্নওয়ালিশ ।
উত্তরঃ (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭. মিরকাশিম বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন— (ক) মুঙ্গেরে (খ) দৌলতাবাদে (গ) দেবগিরিতে (ঘ) পলাশিতে ।
উত্তরঃ (ক) মুঙ্গেরে

১৮. অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল— (ক) ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (গ) ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে

১৯. পোর্তুগিজ নাবিকরা প্রথম চিনের কোন বন্দরে তাদের বাণিজ্যঘাটি নির্মাণের অনুমতি পায় ? (ক) ম্যাকাও (খ) ক্যান্টন (গ) পোর্ট আর্থার (ঘ) হংকং ।
উত্তরঃ (ক) ম্যাকাও

২০. দ্বিতীয় আফিমের যুদ্ধ শুরু হয়— (ক) ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (ক) ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে

২১. শিমনোসকির সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল ? (ক) রুশ - চিন (খ) রুশ - জাপান (গ) জার্মান - রুশ (ঘ) চিন - জাপান ।
উত্তরঃ (ঘ) চিন - জাপান ।

২২. ক্যান্টন বাণিজ্যের অবসান ঘটে- (ক) ১৭৫৭ . (খ) ১৭৫৯ খ্র . (গ) ১৮৪১ খ্রি . (ঘ) ১৮৪২ খ্রি .
উত্তরঃ (ঘ) ১৮৪২ খ্রি .

২৩. ভারতে সিভিল সার্ভিসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন— (ক) লর্ড কর্নওয়ালিশ (খ) ডালহৌসি (গ) হেস্টিংস (ঘ) লর্ড ক্লাইভ ।
উত্তরঃ (ক) লর্ড কর্নওয়ালিশ

২৪. চিন ও ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়— (ক) ম্যাকাও (খ) সাংহাই (গ) ক্যান্টন (ঘ) নানকিং বন্দরের মধ্য দিয়ে ।
উত্তরঃ (গ) ক্যান্টন

২৫. পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল— (ক) ১৭৫৭ (খ) ১৭৬৫ (গ) ১৭৭২ (ঘ) ১৭৭৫ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ক) ১৭৫৭

২৬. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে - (ক) ১৭৬০ (খ) ১৭৬৩ (গ) ১৭৬৫ (ঘ) ১৭৭০
উত্তরঃ (গ) ১৭৬৫

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি : নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য (তৃতীয় অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. পলাশি ও বক্সার যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা করো ।
উত্তরঃ পলাশি যুদ্ধের ফলাফল : ঐতিহাসিক ম্যালেসন বলেছেন , " পলাশির যুদ্ধের মতো আর কোনো যুদ্ধের ফলাফল এত ব্যাপক ও স্থায়ী হয়নি । " এই যুদ্ধের ফলে -

- **1.** কোম্পানির সার্বভৌমত্ব : পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি । ভারতে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে ।
- **2.** রাজনীতিতে প্রাধান্য : এই যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক পুতুলে পরিণত হন । ক্ষেত্রে প্রকৃত নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয় কোম্পানি ।
- **3.** প্রশাসনিক শূন্যতা : পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজয়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয় । বাংলায় দেখা দেয় প্রশাসনিক শূন্যতা । কোম্পানি ইচ্ছামতো ব্যক্তিকে নবাব পদে বসায় ।
- **4.** একচেটিয়া বাণিজ্য : পলাশির যুদ্ধে জিতে কোম্পানি দস্তক বা বিনাশুল্কে বাণিজ্যিক অধিকার প্রয়োগ করে বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপন করে । ধ্বংস হয় দেশীয় ব্যাবসাবাণিজ্য ।
- **5.** বাংলার পরাধীনতা : পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ - উদ - দৌলার পতনের ফলে বাংলা পরাধীন হয়ে পড়ে । ইংরেজরা মিরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরা সিংহাসনের পশ্চাৎ শক্তিতে পরিণত হয় ।

বক্সার যুদ্ধের ফলাফল : বক্সার যুদ্ধ (১৭৬৪) প্রসঙ্গে জেমস স্টিফেন বলেছেন , " ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উৎস হিসেবে বক্সারকে গণ্য করা হয় । " এর ফলে—

- **1.** ভাগ্য নির্ণায়ক যুদ্ধ : বক্সারের যুদ্ধ ছিল ভারত ইতিহাসের ভাগ্য নির্ণায়ক যুদ্ধ । যে কারণে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বলেছেন , " এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক নিষ্পত্তিমূলক নির্ণায়ক । "
- **2.** বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা : বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির পথ থেকে সব বাধা দূর হলো । বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ হলো সহজ ।

- **3.** উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা **:** বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর কোম্পানি উত্তর ভারতে নজর দেয় । অযোধ্যার নবাব কোম্পানির অনুগত হন । উত্তর ভারতে কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় ।
- **4.** আর্থিক লুণ্ঠন **:** বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলার বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে কোম্পানির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় । এই সুযোগে শুরু হয় আর্থিক লুণ্ঠন । মিরকাশিমের কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা উপঢৌকন আদায় করা হয় ।
- **5.** দেওয়ানি লাভ **:** বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা , বিহার , উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি । এতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পাশাপাশি কোম্পানির আর্থিক লাভ হয়েছিল ।

মূল্যায়ন **:** ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে , পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয় । অবশ্য বক্সার যুদ্ধে জয়লাভের পরই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয় । এ প্রসঙ্গে র্যামসে মুর বলেছেন , " বঙ্গার বাংলার উপর কোম্পানির শাসন - শৃঙ্খলা চূড়ান্তভাবে স্থাপন করেছিল ।

২. ভারতে রেলপথ স্থাপনের ঘটনা এদেশের অর্থনীতিতে কী ফেলেছিল **?**
উত্তরঃ সূচনা **:** আধুনিক রেলপথ স্থাপন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থারই যে উন্নতিসাধন করেছিল তা নয় , তৎকালীন ভারতীয় অর্থনীতিতেও এর সুদুরপ্রসারী ফলাফল লক্ষ করা যায় । ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রের মতে— " The construction of railway had a revolutionary impact on the life , culture and economy of the Indian people . "

ভারতের অর্থনীতিতে রেলপথের সুফল **:**

- **1.** বিদেশের বাজারে ভারতের পণ্যে সাফল্য **:** রেলপথের জন্য পরিবহণ খরচ | কমে যাওয়ায় ভারতের পণ্যগুলি বিদেশের বাজারে সাফল্যের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় । রপ্তানির সাথে আমদানির পরিমাণও বেড়ে যায় ।
- **2.** অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি **:** রেলপথ স্থাপনের ফলে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায় । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে ।
- **3.** ব্রিটেন **-** ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিন্যাস **:** ১৮৮০ খ্রি : মধ্যে ব্রিটেন ভারতের সবচেয়ে বড়ো ক্রেতা ও বিক্রেতার স্থান দখল করে যা ব্রিটেন ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিন্যাস ঘটায় ।
- **4.** নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির ব্যাপকতা **:** রেলপথ প্রসারের ফলে বন্দর নগরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় । নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । এভাবেই গড়ে ওঠে নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি।
- **5.** কর্মসংস্থানের সুযোগ **:** ভারতীয় রেলপথের দ্রুত প্রসার কর্মবিনিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল । ১৮৬৫ খ্রি : রেলে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৪০০০ কিন্তু ১৯৮৫ খ্রি : এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৩০০০ - এ ।

ভারতীয় অর্থনীতিতে রেলপথের কুফল **:**

- **1.** গ্যারান্টি প্রথার কুফল **:** গ্যারান্টি প্রথা অনুসারে রেল কোম্পানিগুলিকে প্রভুর ভরতুকি এবং পুঁজির লগ্নির ওপর পাঁচ শতাংশ হারে সুদও দেওয়া হচ্ছিল ।
- **2.** ধন নিষ্কাশন বৃদ্ধি **:** ব্যয়বহুল রেলপথ নির্মাণের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে । এককথায় বলতে গেলে গ্যারান্টি প্রথার দ্বারা ভারতীয় অর্থনীতির এক বিরাট অংশ বিদেশে চলে যায় ।
- **3.** জলপথ ও সড়কপথ অবহেলিত **:** রেলপথ চালু হওয়ায় তা যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে পড়ে । ফলে জলপথ ও সড়কপথ অনেকটাই অবহেলিত হয়ে পড়ে ।

মন্তব্য **:** রেলপথ স্থাপনের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে গতিশীলতার সঞ্চার হয় । এবং ভারত শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয় । তবে এর ক্ষতিকারক দিকগুলিকে অস্বীকার করা যায় না ।

৩. কে , কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন **?** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল লেখো ।

উত্তরঃ সূচনা : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রি : দেওয়ানি লাভের পর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন । এই পরীক্ষানিরীক্ষার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । ১৭৯৩ খ্রি : মার্চ মাসে লর্ড কর্নওয়ালিশ এই ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন । এই ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী যা সমকালীন আর্থ - সামাজিক অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কোম্পানি , জমিদার ও কৃষক এই তিনটি শ্রেণিরই কিছু লাভ ও ক্ষতি হয়েছিল । যেমন—
সুফল : মার্শম্যানের মতে , চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল একটি দৃঢ় সাহসিকতাপূর্ণ ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ । এর সুফলগুলি ছিল—

- **1.** বাজেট প্রস্তুতে সহায়ক : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বার্ষিক আয় সুনির্দিষ্ট হওয়ায় কোম্পানির বাজেট প্রস্তুতে তা সহায়ক হয়েছিল ।
- **2.** উৎখাতের সম্ভাবনা হ্রাস : কৃষকদের রাজস্বের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হওয়ায় কৃষকদের সুবিধা হয়েছিল । কারণ তারা ইজারাদারদের শোষণ ও জমি থেকে ঘন ঘন উৎখাতের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পায় । তবে সকল কৃষকেরই যে এমন হয়েছিল একথা বলা যায় না ।
- **3.** জমি ও প্রজাবর্গের উন্নতিসাধন : জমিদারদের চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিকানার অধিকারদানের ফলে জমি এবং প্রজাসাধারণের উন্নতিসাধনের প্রেরণা পেয়েছিল ।
- **4.** আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে কৃষিযোগ্য আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যার ফলে ফসলের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ।
- **5.** ব্রিটিশদের অনুগত গোষ্ঠী : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদাররা সরকারের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্ব রক্ষার চেষ্টা করে । ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয় ।

কুফল : ১৭৯৩ খ্রি : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলগুলি ছিল অধিক প্রকট । যেমন — ঐতিহাসিক হোস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ' একটি দুঃখজনক ভুল ' বলে অভিহিত করেছেন । এডওয়ার্ড থর্নটন বলেন— " চরম অজ্ঞতা থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি । " এই ভূমিবন্দোবস্তের কুফলগুলি ছিল এইরকম—

- **1.** কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জমির মালিক ছিল প্রজারা কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই মালিকানা থেকে তারা বঞ্চিত হয় এবং কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে জমিদারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । ফলে কৃষকদের জীবন হয়ে ওঠে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ।
- **2.** চড়া হারে খাজনা আদায় : চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার পূর্বে জমি প্রকৃতপক্ষে জরিপ করা হয়নি । ফলে অনেক ক্ষেত্রে সেইসময়ের পক্ষে খাজনা অধিক হারে স্থির হয়েছিল ।
- **3.** মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব : অনেক জমিদার রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়ে জমি ইজারা দেয় । ফলে ইজারাদার , দর ইজারাদার , পাওনাদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয় ।

৪. ক্যান্টন বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল ? এই বাণিজ্যের অবসান কেনো হয় ?
উত্তরঃ সূচনা : এশিয়া মহাদেশে আয়তনে এবং জনসংখ্যায় বৃহত্তম একটি রাষ্ট্র চিন যেখানে বাণিজ্যের অন্যতম দিক ছিল ক্যান্টন বাণিজ্য । চিনে বিদেশি বণিকের জন্য উন্মুক্ত একমাত্র বন্দর ক্যান্টনকে কেন্দ্র করে এক পৃথক বাণিজ্যপ্রথা গড়ে উঠেছিল যা ক্যান্টন বাণিজ্য নামে পরিচিত ।

বৈশিষ্ট্য : ক্যান্টন বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এইরকম—

- **1.** রুদ্ধদ্বার নীতি : রুদ্ধদ্বার নীতি অনুযায়ী বিদেশি বণিকরা চিনা ভাষা ও আদবকায়দা শিখতে পারত না । চিনের ফৌজদারি আইন ও বাণিজ্যিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য ছিল বিদেশি বণিকরা । এছাড়া কুঠিতে যে কোনো মহিলা ও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ।
- **2.** মূল শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ : শহরের মূল প্রবেশদ্বারের বাইরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বণিকরা বসবাস করত । তারা শহরে প্রবেশ করতে পারত না । ক্যান্টন বন্দরে বিদেশি বণিকরা স্ত্রী ও সন্তানদের রাখতে পারত না ।

- **3.** কো - হং প্রথা : বিদেশি বণিকরা ক্যান্টন বন্দরে স্বাধীনভাবে বা সরাসরি বাণিজ্যে অংশ নিতে পারত না। চিনা সরকার ' কো - হং ' নামক বণিক সংঘকে ক্যান্টন বন্দরে একচেটিয়া বাণিজ্য করতে দিত। বিদেশি বণিকদেরও কো - হং বণিকদের থেকেই পণ্য কিনতে হতো।
- **4.** কো - হংদের দুর্নীতি : কো - হং বণিকদের দুর্নীতির অন্ত ছিল না। তারা চিনা রাজ দরবার , আদালত এবং শুল্ক অধিকর্তাকে উৎকোচ দিত। বাণিজ্যের বেশিরভাগ মুনাফা তারাই আত্মসাৎ করত। বিদেশিদের বাণিজ্যের শর্তও কো - হং বণিকরা নির্ধারণ করত।
- **5.** ব্যক্তিগত বাণিজ্য : চিনের ক্যান্টন বন্দরে ব্রিটিশ সহ ইউরোপীয়রা নানা ধরনের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে জড়িত ছিল। এর জন্য চিন সরকারের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়তে হতো না।
- **6.** ইংরেজ বণিকদের প্রাধান্য : ক্যান্টন বন্দরে ব্রিটিশ বণিকদের প্রাধান্য ছিল। এর মধ্যে চা - এর বাণিজ্য ছিল উল্লেখযোগ্য। চিনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এই বাণিজ্যকে বলা হতো ' দেশীয় বাণিজ্য ' ।

ক্যান্টন বাণিজ্য অবসানের কারণ : কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণে নয় একাধিক কারণের সমন্বয়ে ক্যান্টন বাণিজ্য ধীরে ধীরে অবসানের দিকে এগিয়ে যায়। একারণ ছিল এইরূপ —

- **1.** বাণিজ্যিক কার্যকলাপ : ক্যান্টনে ইউরোপীয় দেশগুলির উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বিদেশি শক্তিসমূহ সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু চিন বিদেশিদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন তো দূরের কথা উপরন্তু সবরকম বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার কথা f জানিয়ে দেয়।
- **2.** আফিম যুদ্ধ : উনিশ শতকের প্রথম দিকে চোরাপথে ব্রিটিশ বণিকরা চিনে আফিম পাঠাতে থাকে। আফিম ব্যাবসাকে কেন্দ্র করে চিন ও ব্রিটেনের মধ্যে হয় প্রথম আফি যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ক্যান্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।
- **3.** অন্যান্য বন্দরের উত্থান : ১৯৪২ - এর নানকিং চুক্তির মাধ্যমে সাংহাই , নানকিং বন্দরে বিদেশিদের প্রবেশ উন্মুক্ত হয়। ফলে বিদেশি বাণিজ্যে ক্যান্টন একাধিপত্য হারায়। ১৮৫৯ সালে ক্যান্টন বাণিজ্য শপিং দ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৬ - এর মধ্যে সব বিদেশি শক্তি ক্যান্টন থেকে ব্যাবসা সরিয়ে নেয়। ক্রমে ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথার অবসান ঘটে।

৫. ভারতে রেলপথ বিস্তারের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।
অথবা , ভারতে কে , কবে রেলপথ স্থাপন করেন ? রেলপথ স্থাপনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তরঃ রেলপথের স্থাপনা : ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব ওঠে , যার শেষ পরিণতি অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়।

রেলপথ স্থাপনের উদ্দেশ্য : নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানি ভারতে রেলপথ স্থাপন করে। উদ্দেশ্যগুলি হলো—

ডালহৌসির উদ্দেশ্য : ডালহৌসির মতে , ভারতের দূরবর্তী অঞ্চলে দ্রুত সেনাবাহিনী পাঠানো , যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণে রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পুঁজি বিনিয়োগ : শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা বিপুল পরিমাণ পুঁজির মালিক হয়ে ওঠে। তারা ভারতে রেলপথ নির্মাণে মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকে। কারণ এই বিনিয়োগ তাদের কাছে ছিল প্রচুর মুনাফা লাভের মাধ্যম।

কাঁচামাল রপ্তানি : ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের দরুন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দ্রুত সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজন ছিল রেলপথের ন্যায় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ড . সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেছেন— " এই সব লাভের লোভই ছিল আসল কথা , এদেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ মোটেই নয়। "

বিলেতি পণ্যের সরবরাহ : ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদিত বিপুল পণ্যসামগ্রীর বিক্রির জন্য প্রয়োজন ছিল ভারতের মতো বৃহত্তর বাজার । ভারতের অভ্যন্তরে দূর দুরান্তে এই পণ্যসামগ্রী পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত রেল যোগাযোগের ।

রাজনৈতিক প্রয়োজন : বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক তদারকির জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার । আর রেলপথ সেসব অভাব পূরণে সক্ষম ছিল ।

সামরিক উদ্দেশ্য : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে দ্রুত সৈন্যবাহিনী পাঠানোর জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত রেল যোগাযোগ ।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য : শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত দ্রব্য দ্রুত ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার জন্য অন্যতম মাধ্যম ছিল রেলপথ ।

ভারতে রেলপথ স্থাপনের ফলাফল / প্রভাব : ভারতীয় উপনিবেশিক অর্থনীতিতে রেলপথ নির্মাণে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল এইরকম -

প্রশাসনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা : ভারতে রেলপথ বিস্তারের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় । ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রশাসনিক ঐক্য গড়ে ওঠে ও এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভীত আরও শক্ত হয় ।

পরিবহণ বৃদ্ধি : রেল ব্যবস্থা প্রসারের ফলে ভারতে মানুষ ও পণ্য উভয় পরিবহণের কাজে যোগযোগের মাধ্যম বৃদ্ধি পায় ।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধি : রেলপথের মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং এক অঞ্চলের পণ্য অন্য অঞ্চলে সহজেই সরবরাহ করা সম্ভব হয় ।
ভাষা , ধর্ম ও গোষ্ঠীগত বিভেদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে রেলপথের প্রসারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও মতামতের আদানপ্রদান দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায় ।

৬. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
উত্তরঃ সূচনা : কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের অর্থনীতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই কৃষিনির্ভর । রাষ্ট্রীয় আয়ের সিংহভাগ আদায় হয় ভূমিরাজস্ব থেকে । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে কৃষককুলের স্বার্থ এদেশে চিরকালই অবহেলিত । কোম্পানির আমলে কৃষক সম্প্রদায় আরও শোষিত হয় ভূমিরাজস্বের মাধ্যমে ।

হেস্টিংস - এর পদক্ষেপ : লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস - এর শাসনকালকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরীক্ষা - নিরীক্ষার যুগ বলা হয়ে থাকে । ১৭৭২ খ্রি : তিনি জমি ইজারাদারদের নিলামে দেবার জন্য ' ভ্রাম্যমাণ ' কমিটি গঠন করেন । :

- **1.** পাঁচসালা বন্দোবস্ত : ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোম্পানির আমলে প্রথম তাই এই ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তকে বলা হয় পাঁচসালা বন্দোবস্ত বা ইজারাদারি বন্দোবস্ত ।
- পাঁচসালা বন্দোবস্ত । এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমি পাঁচ বছরের জন্য বন্দোবস্ত করা হতো ।
- **2.** একসালা বন্দোবস্ত : পাঁচসালা বন্দোবস্তের বিভিন্ন ত্রুটি দেখা দিলে তার অবসানে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত - এর প্রবর্তন করেন । হেস্টিংস আমিনি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৭ খ্রি .
- **3.** দশসালা বন্দোবস্ত : লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস - এর পরবর্তীতে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব নেবার পর কৃষির উন্নতি , প্রজাপীড়ন বন্ধ করার জন্য এবং কোম্পানির বাৎসরিক আয়ের নিশ্চয়তা দান করতে ১৭৮৯ খ্রি : বাংলায় , ১৭৯০ খ্রি : উড়িষ্যায় দশ বছরের জন্য যে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত করেন তা দশসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ।

- **4.** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত **:** ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ - এর পর পাকাপাকি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ১৭৯০ খ্রি :। এইসময় লর্ড কর্নওয়ালিশ জমিদারদের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে এক ভূমিবন্দোবস্ত করেন। এই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হয় জমিদারগণ নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে ভূমিরাজস্ব প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তা না করতে পারলে তাদের জমিদারি স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হবে। এছাড়া স্থির হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় - এর সময়েও রাজস্ব মকুব হবে না , জমিদাররা ইচ্ছামতো জমিদান বা বিক্রয় ও বন্ধক রাখতে পারবে।
- **5.** রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত **:** ১৮২০ খ্রি : ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রিড ও টমাস মনরোর উদ্যোগে ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পশ্চিম অঞ্চলে যে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তু প্রবর্তন করা হয় তা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই বন্দোবস্ত ৩০-৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতো। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোম্পানি সরাসরি জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।
- **6.** মহলওয়ারি বন্দোবস্ত **:** ১৮২২ খ্রি : এলফিনস্টোন ভারতবর্ষের উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত ও গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে কিছু কিছু গ্রাম নিয়ে একটি মহল বা তালুক সৃষ্টি করে ইজারা দেওয়ার যে রীতির প্রচলন ঘটান তা মহলওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (চতুর্থ অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (চতুর্থ অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | **HS Class 12 History Suggestion :**

১. সান ইয়াৎ সেন ঘোষিত তিনটি নীতি কী **?**
উত্তরঃ ১৮৯৮ সালে সান ইয়াৎ - সেন চিনা জনগণের জন্য তিনটি নীতি ঘোষণা করেন। এগুলি হলো – (ক) জনজাতীয়তাবাদ (খ) জনগণতন্ত্রবাদ (গ) জনসমাজবাদ।

২. কবে গড়ে ওঠে কলকাতা স্কুল সোসাইটি **?**
উত্তরঃ ১৮১৮ সালে ডেভিড হেয়ার এটি গড়ে তোলেন।

৩. কে , কবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন **?**
উত্তরঃ লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।

৪. কে , কবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন **?**
উত্তরঃ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়।

৫. উডের ডেসপ্যাচ কী **?**
উত্তরঃ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উড শিক্ষা সংক্রান্ত যে নির্দেশনামা পেশ করেন তা উডের ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত।

৬. কে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন **?**
উত্তরঃ বড়োলাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। একাজে তাঁকে সহায়তা করেন রাজা রামমোহন রায়।

৭. কলকাতা মাদ্রাসা কে , কবে প্রতিষ্ঠা করে **?**
উত্তরঃ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস।

৮. কে পার্থেনন পত্রিকা প্রকাশ করেন ?
উত্তরঃ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডিরোজিও ১৮৩০ সালে পার্থেনন পত্রিকা প্রকাশ করেন ।

৯. কবে , কারা গড়ে তোলেন থিওসফিক্যাল সোসাইটি ?
উত্তরঃ ১৮৫৭ সালে কর্নেল এইচ এস ওলকট , হেলেনা ব্লাভাটস্কি প্রমুখের উদ্যোগে আমেরিকায় এটি গড়ে ওঠে ।

১০. আর্যসমাজ - এর প্রতিষ্ঠাতা কে ?
উত্তরঃ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ সালে বোম্বাইয়ে আর্যসমাজ গড়ে তোলেন ।

১১. ইন্ডিয়ান লিগ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
উত্তরঃ শিশিরকুমার ঘোষ ।

১২. ' দিকু ' বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ বহিরাগত জোতদার , বণিক , মহাজন , ঠিকাদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী ব্রিটিশ আমলে সুবিধা আদায়ের জন্য আদিবাসী এলাকায় ঢুকে পড়ে । আদিবাসীরা এদের বলত দিকু ।

১৩. পতিদার বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ আদায়কারী মোড়লকে বলা হতো পতিদার ।

১৪. শতদিবসের সংস্কার বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৮৯৮ সালে চিনা সম্রাট কোয়াংসু ঘোষিত এক সংস্কার কর্মসূচি টানা ১০০ দিন ধরে চলেছিল । একে বলা হয় শতদিবসের সংস্কার ।

১৫. ৪ মে চিনে ছাত্ররা কার নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় ?
উত্তরঃ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেন - তু - শিউ - র নেতৃত্বে চিনে ছাত্ররা বিক্ষোভে শামিল হয় । ইংরেজ আমলে গুজরাটে ' পতি বা গ্রামের যৌথ মালিকানাধীন জমির জ

১৬. প্রার্থনা সমাজ কে গড়ে তোলেন ?
উত্তরঃ মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ ১৮৬৭ খ্রিঃ গড়ে তোলেন । প্রার্থনা সমাজ ।

১৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কার সম্পাদনায় , কবে প্রকাশিত হয় ?
উত্তরঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে।

১৮. কে , কবে শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেন ?
উত্তরঃ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিসাব্দে ।

১৯. কে , কবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ?
উত্তরঃ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ ।

২০. কে , কোথায় , কবে মে ফোর্থ আন্দোলন শুরু করেন ?
উত্তরঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ৪ ঠা মে চেনতু শিউ - এর নেতৃত্বে ।

২১. কে , কবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন ?
উত্তরঃ ১৮০০ খ্রিঃ লর্ড ওয়েলেসলি গড়ে তোলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (চতুর্থ অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. কার উদ্যোগে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ? (ক) ক্লাইভ (খ) কার্টিয়ার (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস (ঘ) কর্নওয়ালিশ ।
উত্তরঃ (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস

২. সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন জারি করেন— (ক) ওয়ারেন হেস্টিংস (খ) লর্ড বেন্টিঙ্ক (গ) লর্ড ওয়েলেসলি (ঘ) লর্ড রিপন ।
উত্তরঃ (খ) লর্ড বেন্টিঙ্ক

৩. নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন— (ক) লর্ড বেন্টিঙ্ক (খ) লর্ড রিপন (গ) লর্ড লিটন (ঘ) লর্ড নর্থব্রুক।
উত্তরঃ (ঘ) লর্ড নর্থব্রুক ।

৪. ইলবার্ট বিলের সঙ্গে কোন শাসকের নাম জড়িত ? (ক) লর্ড রিপন (খ) লর্ড লিটন (গ) লর্ড কার্জন (ঘ) লর্ড বেন্টিঙ্ক ।
উত্তরঃ (ক) লর্ড রিপন

৫. কাকে ' বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক ' বলা হয় ? (ক) রামমোহন রায়কে (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (গ) বঙ্কিমচন্দ্রকে (ঘ) শরৎচন্দ্রকে ।
উত্তরঃ (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে

৬. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়— (ক) ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (খ) ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে

৭. তুহাফ - উল - মুয়াহিদ্দিন নামে পুস্তকটি রচনা করেন— (ক) ডিরোজিও (খ) সৈয়দ আহমদ খান (গ) বিদ্যাসাগর (ঘ) রামমোহন রায় ।
উত্তরঃ (ঘ) রামমোহন রায় ।

৮. কে কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দেন ? (ক) রামমোহন (খ) বিদ্যাসাগর (গ) বঙ্কিমচন্দ্র (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
উত্তরঃ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৯. কার উদ্যোগে শুদ্ধি আন্দোলন গড়ে ওঠে ? (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ (খ) স্বামী বিবেকানন্দ (গ) দয়ানন্দ সরস্বতী (ঘ) কেশবচন্দ্র সেন ।
উত্তরঃ (গ) দয়ানন্দ সরস্বতী

১০. বিধবাবিবাহ আইন কত খ্রিস্টাব্দে পাশ হয় ? (ক) ১৮৫৬ খ্রি . (খ) ১৮৫৭ খ্রি . (গ) ১৮৫৮ খ্রি . (ঘ) ১৮৬০ খ্রি .।
উত্তরঃ (ক) ১৮৫৬ খ্রি .

১১. নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় - (ক) ১৯১৫ . (খ) ১৯২০ . (গ) ১৯২২ খ্রি . (ঘ) ১৯২৪ খ্রি.।
উত্তরঃ (খ) ১৯২০ .

১২. ' সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ' নীতি ঘোষণা করেন— (ক) স্ট্যালিন (খ) এটলি (গ) ম্যাকডোনাল্ড (ঘ) মাউন্টব্যাটেন ।
উত্তরঃ (গ) ম্যাকডোনাল্ড

১৩. ভাইকম সত্যাগ্রহের অন্যতম নেতা ছিলেন— (ক) কেলাপ্পান (খ) ড . আম্বেদকর (গ) পি.সি. জোশি (ঘ) কেশব মেনন ।
উত্তরঃ (ঘ) কেশব মেনন ।

১৪. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিল— (ক) হিন্দু প্যাট্রিয়ট (খ) সোমপ্রকাশ (গ) ইন্দুপ্রকাশ (ঘ) সমাচার দর্পণ ।
উত্তরঃ (ঘ) সমাচার দর্পণ ।

১৫. ' চুইয়ে পড়া নীতি ' - র প্রবর্তক হলেন— (ক) মেকলে (খ) রামমোহন রায় (গ) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (ঘ) চার্লস উড ।
উত্তরঃ (ক) মেকলে

১৬. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়— (ক) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (গ) ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে

১৭. মেকলের ' মিনিট ' পেশ করা হয়— (ক) ১৮২৮ খ্রি . (খ) ১৮৩০ খ্রি .(গ) ১৮৩৪ খ্রি . (ঘ) ১৮৩৫ খ্রি .।
উত্তরঃ (ঘ) ১৮৩৫ খ্রি .।

১৮. সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন— (ক) কেশবচন্দ্র সেন (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) জ্যোতিরাও ফুলে (ঘ) নারায়ণ গুরু ।
উত্তরঃ (গ) জ্যোতিরাও ফুলে

১৯. ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়— (ক) ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে (ক) ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (ঘ) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ।

২০. তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন— (ক) মাও জে দং (খ) মাও সে তুং (গ) হুং সিউ চুয়াং (ঘ) সান ইয়াৎ সেন ।
উত্তরঃ (গ) হুং সিউ চুয়াং

২১. ভারতের ইরাসমাস বলা হয় - (ক) রামমোহনকে (খ) সৈয়দ আহমেদ খানকে (গ) ডিরোজিওকে (ঘ) বিবেকানন্দকে ।
উত্তরঃ (ক) রামমোহনকে

২২. চিনের উপর একুশ দফা দাবি আরোপ করেছিল— (ক) আমেরিকা (খ) জাপান (গ) রাশিয়া (ঘ) ইংল্যান্ড ।
উত্তরঃ (খ) জাপান

২৩. ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন— (ক) আলেকজান্ডার ডাফ (খ) স্বামী বিবেকানন্দ (গ) রাজা রামমোহন রায় (ঘ) মেকলে ।
উত্তরঃ (গ) রাজা রামমোহন রায়

২৪. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন— (ক) রামমোহন রায় (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) কেশবচন্দ্র সেন (ঘ) ডিরোজিও ।
উত্তরঃ (ঘ) ডিরোজিও ।

২৫. ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা বলা হয়— (ক) উডের ডেসপ্যাচকে (খ) মেকলে মিনিটকে (গ) হান্টার কমিশনকে (ঘ) চার্টার আইনকে ।
উত্তরঃ (ক) উডের ডেসপ্যাচকে

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (চতুর্থ অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. চিনের উপর আরোপিত ' অসম চুক্তি ' বলতে কী বোঝায় ? এই অসম চুক্তি বা বৈষম্য মূলক চুক্তিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো ।
অথবা , চিনের উপর আরোপিত বিভিন্ন অসম চুক্তিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো ।
উত্তরঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিংবংশের শাসনকালে ব্রিটেন , ফ্রান্স , জার্মানি , মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র , জাপান , রাশিয়া প্রভৃতি দেশ যে অসম একতরফা শোষণাত্মক মূলক যে চুক্তি আরোপ করেছিল তাই ' অসম চুক্তি ' বা ' বৈষম্যমূলক চুক্তি ' নামে পরিচিত । ইউরোপীয় শক্তিগুলির চিনের ওপর অসম চুক্তি আরোপের ফলে চিনের সরকার সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । এই চুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিভিন্ন রকম সুবিধা আদায় করেছিল কিন্তু সেই সুবিধাগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো মনোভঙ্গি তাদের ছিল না । যার ফলে চিনের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই যে চিনের ওপর ইউরোপীয় দেশগুলির আরেপিত চুক্তি এই চুক্তিকে অনেকে ' Century of Humiliation ' বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন । পাশ্চাত্য শক্তিগুলি চিন থেকে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদগুলি আরোহণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । আর চিনে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ।

অসম চুক্তিগুলির পরিচয় : বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিনের ওপর আরোপিত চুক্তিগুলি সম্পর্কে নানারূপ বৈশিষ্ট্যের সম্মুখীন হয়ে নানা আলোচনা করে বলেছেন

- 1. চিনের ওপর যে অসম চুক্তি আরোপিত হয়েছিল তা পশ্চিমি শক্তিবর্গের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ভিত্তিক স্বাক্ষরিত হয়নি । এক্ষেত্রে দেখতে হবে চিন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অর্থাৎ ব্রিটেন , ফ্রান্স , জার্মানি , জাপান , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল । এই পরাজয়ের কারণে ব্রিটেন সহ ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের চাহিদাগুলি চিনের নিকট থেকে আদায় করতে থাকে বা চিনের ওপর অসম চুক্তিগুলি আরোপিত করে । এক্ষেত্রে চিনা সরকারের মতামত গ্রাহ্য করা হয়নি ।
- 2. পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কাছে চিনের পরাজয় ঘটার কারণে সেই দেশগুলি চিনের বিভিন্ন অংশগুলির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে যার ফলে চিনা সরকারের ক্ষমতা ও তার দেশের ওপর সে অধিকার তা সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে ফেলে ।
- 3. ব্রিটেন সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি চিনের আধিপত্য দখল করে চিনের ওপর অসম চুক্তি নিরূপণ করে এর ফলে চিনের যে ক্ষমতা , অধিকার হারিয়ে ফেলে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে । চিনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নানা সংকট দেখা যায় । চিন ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ।
- 4. পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে চিনের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে চিনের ওপর সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া ঠিক নয় । দুই তরফের মতামতে যুদ্ধ ঘোষিত হয় । তাতে চিন পরাজয় হয় ঠিকই কিন্তু চিনের পরাজয়ের কারণে অসম চুক্তি তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তা ঠিক নয় । চিনকে পরাজয়ের কারণ বশত বিপুল পরিমাণে অর্থ সম্পাদন করতে হয় ।
- 5. চিনের পরাজয়ের কারণে শুধুমাত্র অর্থই দিতে হয় তা নয় , অর্থ ছাড়াও চিনের ' হংকং বন্দর ' ব্রিটেনকে এবং ' ম্যাকাও বন্দর ' পোর্তুগালকে দান করে দিতে হয় ।
- 6. চিন উন্নতশালী ও সমৃদ্ধশালী দেশ অসম চুক্তির কারণে চিনের প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদগুলি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দখলে আসে । এর ফলে এই পশ্চিমি দেশগুলি বাণিজ্যের কাজে এই সকল সম্পদ ব্যবহার করে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে আর চিনের আর্থিক সংকট দেখা দেয় ।
- 7. অসম চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন সহ ইউরোপীয় দেশগুলি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে থাকে আর চিনকে শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করতে হয় । তাই বাণিজ্যের অসম প্রতিযোগিতায় চিন হেরে যায় ।

চিন সকল দিয়ে যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাওজে দং এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে চিনে প্রজাতান্ত্রিক সংগ্রাম সাধিত হয় । যার ফলে PRC সংঘটিত হয় এবং অসম চুক্তিগুলির অবলুপ্তি ঘটে ।

২. ঊনবিংশ শতকে বাংলার সমাজজীবনে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করো ।
অথবা , সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করো ।
উত্তরঃ বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ । মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছেন , " বিদ্যাসাগরের মনীষা প্রাচীন ঋষিদের মতো , কর্মদক্ষতা ইংরেজদের মতো এবং হৃদয়বত্তা ছিল বাঙালি জননীর মতো । "

- **1.** কৌলীন্য প্রথার প্রতিবাদ : সেসময় কুল বা বংশ রক্ষার জন্য হিন্দুসমাজে বালিকা কন্যার সঙ্গে কুলীন বৃদ্ধের বিয়ে দেওয়া হতো । এতে মেয়েটির জীবনে নেমে আসত অকাল বৈধব্য । বিদ্যাসাগর কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন । এই প্রথার সুযোগে কুলীনরা কীভাবে মেয়েদের সর্বনাশ করছে , তিনি তা প্রমাণ করেন ।
- **2.** বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগ : হিন্দু বিধবাদের করুণ দশা বিদ্যাসাগরকে খুবই ব্যথিত করে । তিনি হিন্দুশাস্ত্র বিশেষত ' পরাশর সংহিতা ' থেকে প্রমাণ দেন , বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত । তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করেন ।
- **3.** বিধবাবিবাহ আইন পাশ : বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৫ সালে ১০০০ ব্যক্তির সই সহ আবেদন সরকারের কাছে পৌঁছয় । ১৮৫৬ সালে বড়োলাট লর্ড ডালহৌসি বিধবাবিবাহ আইন পাশ করেন । এটি বিদ্যাসাগরের অন্যতম সাফল্য ।
- **4.** বিধবাবিবাহের আয়োজন : বিদ্যাসাগর নিজের উদ্যোগে বিধবাবিবাহের আয়োজন করেন । সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৫৬ সালে ১০ বছরের বিধবা কালীমতী দেবীকে বিবাহ করেন । নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে তিনি অষ্টাদশী ভবসুন্দরীর বিবাহ দেন ।
- **5.** বাল্যবিবাহের বিরোধিতা : ঊনবিংশ শতকে হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল । বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোর প্রচার ও সোচ্চার প্রতিবাদ শুরু করেন । এর ফলে ব্রিটিশ সরকার মেয়েদের বিয়ের বয়স ১০ বছর ধার্য করে দেয় ।
- **6.** বহুবিবাহের বিরোধিতা : এসময় সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল । বর্ধমানের মহারাজার সাহায্যে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ একটি আবেদনপত্র ১৮৫৫ সালে সরকারের কাছে পাঠানো হয় । এজন্য বিদ্যাসাগর সহ কয়েকজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় । পরবর্তীকালে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দু'টি পুস্তিকা প্রকাশ করে বিদ্যাসাগর প্রমাণের চেষ্টা করেন , বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় । তাঁর চেষ্টায় বহুবিবাহের প্রকোপ কমে যায় ।

৩. ভারতের শিক্ষা , সমাজ সংস্কারক হিসেবে রামমোহনের অবদান ব্যাখ্যা করো ।
উত্তরঃ ভূমিকা : আধুনিক ভারতে যেসব সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রাজা রামমোহন রায় । তাঁকে ' আধুনিক ভারতের জনক ' বলা হয় । তিনি ছিলেন ভারতীয় ' নবজাগরণের অগ্রদূত ' । মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাকে ' রাজা ' উপাধি দেন ।

রামমোহনের শিক্ষা সংস্কার : ভারতের অতীত ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাবধারার সমন্বয় ঘটানোই ছিল রামমোহনের শিক্ষাচিন্তার লক্ষ্য ।

- **1.** পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমর্থন : রামমোহন রায় দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকে । সমর্থন করতেন । তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠিতে (১৮২৩) ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের অনুরোধ জানান রামমোহন রায় ।
- **2.** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন : স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফকে তিনি ' জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন ' গড়ে তোলায় সাহায্য করেন (১৮৩০) । ১৮২২ সালে কলকাতায় ' অ্যাংলো হিন্দু স্কুল ' গড়ে তোলেন । ১৮১৭

সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনে তিনি সহায়তা করেন । ১৮২৬ সালে রামমোহন বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ।

- **3.** বাংলা গদ্যের জনক **:** রামমোহনকে বলা হয় ' বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক ' । তিনি ১৮১৫-২৩ এর মধ্যে প্রায় ২৩ টি গ্রন্থ রচনা করেন । এর মধ্যে আছে— বেদান্ত সার , সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক , ব্রাহ্মণ সেবধি ইত্যাদি ।
- **4.** সংবাদপত্র প্রকাশনা **:** রামমোহন বাংলা , ইংরেজি , ফরাসি ভাষায় বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— ' সম্বাদ কৌমুদী ' এবং ফারসিতে প্রকাশিত ' মিরাৎ - উল - আখবর ' ।

রামমোহনের সমাজ সংস্কার **:**

- **1.** জাতিভেদ বিরোধিতা **:** হিন্দু ধর্মে প্রচলিত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন রামমোহন । তিনি ' বজ্রসূচি ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে প্রচার করেন যে জাতিভেদ শাস্ত্রসম্মত নয় ।
- **2.** সতীদাহ প্রথা বিলোপ **:** হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে মৃত স্বামীর চিতায় জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হতো । ভয়াবহ এই ' সতীদাহ প্রথা'র বিরুদ্ধে প্রচার চালান রামমোহন । তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ।
- **3.** নারীকল্যাণ **:** রামমোহন মেয়েদের মর্যাদা রক্ষায় নানা উদ্যোগ নেন । তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে দেখান , বাবা এবং স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েদেরও সমান অধিকার আছে । কৌলীন্য প্রথার অবসান , নারীর বিবাহ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নে সচেষ্ট হন রামমোহন ।

মূল্যায়ন **:** আধুনিক ভারত গঠনে রামমোহনের ভূমিকা স্মরণীয় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে , " রামমোহন রায় ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা করেন । " তাই তিনি রামমোহনকে ' ভারত পথিক ' বলেছেন ।

৪. আলিগড় আন্দোলনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।
উত্তরঃ সূচনা **:** ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকালে হিন্দুসমাজ ব্রিটিশ শাসন ও সভ্যতাকে স্বাগত জানিয়ে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে কিন্তু ভারতের মুসলিমরা প্রথম থেকেই এদেশে ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি । এই পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান । তাঁর নেতৃত্বেই পরবর্তীতে আলিগড় আন্দোলনের সূচনাও হয়েছিল ।

আন্দোলনের উদ্দেশ্য **:** মূলত ভারতীয় মুসলিম সমাজকে আলোকিত করে কুসংস্কার মুক্ত করা এবং মুসলিম ও ইংরেজদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই ছিল আলিগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার **:** মুসলিম সমাজে যুক্তবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য 1864 খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে সৈয়দ আহমেদ একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই বছরই ট্রান্সলেশন সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করেন । এরপর 1875 খ্রিস্টাব্দে আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা কালক্রমে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় ।

সমাজ সংস্কার **:** মুসলিম সমাজের পুনরুদ্ধারে সৈয়দ আহমেদ খানের ভূমিকা ছিল এইরকম— :

রক্ষণশীলতার বিরোধিতা **:** মুসলিমদের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তিনি মুসলিম সমাজকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান ।

কোরানের গুরুত্ব প্রচার **:** তাঁর মতে , পবিত্র কোরানই জনগণের আধার এবং মুসলিমদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ । তাঁর মতে , ধর্মের কোনো ব্যাখ্যা যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরোধী হলে তা পরিত্যাগ করতে হবে । তিনি জানান— পবিত্র কোরানে ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি ।

নারীমুক্তি : নারীস্বাধীনতার ও নারীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে এবং পর্দা প্রথা , বহুবিবাহ ও তালাক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন ।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা : সৈয়দ আহমেদ ইংরেজ আনুগত্য এবং জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে মুসলিমদের দূরত্ব বজায় রাখার কথা ঘোষণা করেন । মূলত শিক্ষায় ও সংখ্যায় হিন্দুদের আধিপত্যের আশঙ্কা থেকে তার এই ধরনের চিন্তাধারার উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন ।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি : স্যার সৈয়দ আহমেদ ভারতের স্বায়ত্তশাসন ও ইংল্যান্ড ও ভারতে একসঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার দাবি প্রথম দিকে করলেও পরবর্তীতে কার মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটে । কারণ তিনি পরবর্তীতে জাতীয় কংগ্রেস থেকে সমস্ত মুসলিম সমাজকে সরে দাঁড়ানোর আবেদন করেছিলেন ।

মূল্যায়ন : আলিগড় আন্দোলনের দ্বারা ভারতের মুসলিম সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল । তবে একথা সত্যি যে আলিগড় আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক পৃথক পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যেও এই আন্দোলনকে দায়ী করেছেন ।

৫. ১৯৫০ - এর দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট চিনের প্রভাব নিরুপণ করো ।
উত্তরঃ সূচনা : চিনের উত্থান কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে তা নয় , আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও কমিউনিস্ট চিনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট চিনের প্রভাব :
চিনের শক্তিবৃদ্ধি : দ্বিমেরুযুক্ত রাজনীতি অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি নিয়ে সাম্যবাদী চিন শক্তিশালী হয়ে ওঠে । আবার পরবর্তীতে চিন অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই নিজ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন ।

চিনকে নেতৃত্বভার প্রদান : রাশিয়া চিনকে শিল্প ও সামরিক দিক দিয়ে সাহায্য দান করেছিল । তার কারণই হলো সাম্যবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা । এছাড়া রাশিয়া চিনকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতৃত্ব ভার প্রদান করেছিল ।

চিন সোভিয়েতে মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা : আমেরিকায় যে বোষ্টন নীতি ছিল সেই নীতিকে সামাল দেওয়ার জন্য চিন সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে ওঠে । চিন যে যুদ্ধ পরাস্ত হয়েছিল সোভিয়েত তাকে আর্থিক , প্রায়োগিক ও সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করেছিল ।

চিন ও সোভিয়েত উভয় রাষ্ট্রের বিরোধ : স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপ্রধান হন নিকিতা ক্রুশ্চেভ । তিনি পূর্বের নীতির পরিবর্তন করেন । তিনি শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নীতি প্রদান করেন । এরফলে চিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে । যার ফলে চিন ও সোভিয়েতের মধ্যে বিরোধ বাধে । এছাড়া চিনকে সকল রকম সাহায্য দিতে বন্ধ করা । যেমন – আর্থিক , সামরিক ইত্যাদি এর ফলে বিরোধ আরও চরমে ওঠে ।

চিন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের তিক্ত সম্পর্ক : চিন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কোনো দিনই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না । তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিনকে সমর্থন করেছিল । দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্যবাদী বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় এবং কোরিয়া ভিয়েতনামের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে চিন ভিয়েতনামের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে চিন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক নীতি গ্রহণ করে , যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ।

এশীয় রাজনীতির প্রভাব : আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট চিনের উত্থানের ফলে এশীয় রাজনীতিতে আবহাওয়ার কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সমৃদ্ধ দেশ চিন তাই চিনকে বাদ দিয়ে শান্তিসাম্য স্থাপন সম্ভব নয় ।

তৃতীয় বিশ্ব ও চিনের মৈত্রী সম্পর্ক : তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক খুবই গভীর ছিল। ভারত , পাকিস্তান , শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি ১২ টি দেশ চিনকে মর্যাদা প্রদান করে। এছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকা দেশগুলিকে চিন আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

বিশ্বশান্তি রক্ষা : চিন বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। চিন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ভারত , ইন্দোনেশিয়া , কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানায়। এছাড়া চিন পঞ্চশীল নীতি , দশশীল নীতি প্রভৃতিকে সমর্থন জানায়।

চিনের সামরিক শক্তি : কোরিয়া সংকটের সময় চিন আমোরিকার নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে আবার ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষ নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে পরাজিত করে।
পরিশেষে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিন যেমন- তার দেশের সম্পদ অন্য দেশকে দিয়ে সাহায্য করেছে ঠিক তেমনি অন্য দেশ থেকে সম্পদ নিয়ে নিজের দেশকে উন্নত করেছে। চিন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়েছে।

৬. বাংলায় নবজাগরণের প্রকৃতি অলোচনা করো। এর সীমাবদ্ধতা কী ছিল ?
উত্তরঃ সূচনা : অষ্টাদশ শতকে বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনকে ঐতিহাসিকগণ নবজাগরণ আখ্যা দিয়েছেন। এইসময় ইংল্যান্ডের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাংলার সংস্পর্শের ফলে এই জাগরণ শুরু হয় যা বাংলার সমাজ , ধর্ম , সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ইতালির নবজাগরণের সাথে তুলনা করে অনেকে বাংলার এই জাগরণকে ' Bengal Renaissance ' বা ' বঙ্গীয় নবজাগরণ ' নামে অভিহিত করেছে।

নবজাগরণ : উনিশ শতকের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা , জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা , ধর্মীয় উদারতা , সমাজ সংস্কার ও আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয় যা উনিশ শতকে বাংলার সমাজ - সংস্কৃতিতে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটায়। এই অগ্রগতিকেই ঐতিহাসিকেরা বাংলার নবজাগরণ বলে উল্লেখ করেছেন।

নবজাগরণের প্রকৃতি ও চরিত্র : বাংলার নবজাগরণের চরিত্র বিচারে পাশ্চাত্যের উদারপন্থী ভাবধারা , প্রাচ্যের পুনরুজ্জীবনবাদ বা ঐতিহ্যবাহী ভাবধারা এবং সমন্বয়বাদী ভাবধারার পরিচয় লক্ষ করা যায়।

- **1.** শহরকেন্দ্রিকতা : বাংলার এই নবজাগরণের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল কলকাতানির্ভর , কখনো তা পার্শ্ববর্তী শহরতলিতে কিছুটা দেখা গেলেও সমগ্র বাংলা জুড়ে এর কোনো প্রভাবই লক্ষ করা যায়নি।
- **2.** সরকারপ্রীতি : নশ শতকের এই নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত বেশিরভাগ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষ সামাজিক সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বললেই চলে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন— " ইংরেজদের দেওয়া সবচেয়ে বড়ো উপহার হলো আমাদের উনিশ শতকের নবজাগরণ। " তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠাকে এজন্য ' গৌরবময় ভোর ' বলে উল্লেখ করেছেন।
- **3.** সীমাবদ্ধতা : বাংলার এই নবজাগরণ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও কিছু ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। জওহরলাল নেহরুর মতে , ঔপনিবেশিক শাসনের জ্ঞানদীপ্তি শুধু উচ্চবর্গের হিন্দুদের ওপরই প্রতিফলিত হয়েছিল। সাধারণ জনগণের মধ্যে এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি।
- **4.** হিন্দু জাগরণবাদ : বাংলার নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাগরণবাদে পর্যবসিত হয়। তাই অনেকে মনে করেন যে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের ভূমিকা ছিল খুবই গৌণ।

মন্তব্য : বঙ্গীয় নবজাগরণের মূলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতা থাকলেও ব্রিটিশ রাজত্বে তার প্রাণশক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তবুও এই নবজাগরণ বাংলার স্তব্ধ হয়ে যাওয়া জীবনে এক নতুন গতি সঞ্চার করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৭. চিনের চৌঠা মে - এর আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ করো। এই আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো।
উত্তরঃ সূচনা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে চিনে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নতুন প্রগতিশীল আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল সাম্রাজ্যবাদী ও থেকে ১৯১৯ খ্রি : ৪ মে - র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।
সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান না ঘটলে চিনের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়।

এই ভাবনা আন্দোলনের কারণ :

- **1.** ইউয়েন - সি - কাই - এর নৃশংসতা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউয়েন - সি - কাই চিনের রাষ্ট্রপতি হয়ে সম্পূর্ণ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চিনের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপমানজনক বিভিন্ন সন্ধি স্থাপন করলে চিনা জনসাধারণ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।
- **2.** কুয়োমিন তাং দল নিষিদ্ধ : ১৯১৩ খ্রি : চিনা রাষ্ট্রপতি কুয়োমিন তাং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে চিনা জনগণের মধ্যে প্রবল হতাশার সৃষ্টি হয়।
- **3.** বুদ্ধিজীবী - ছাত্রদের ভূমিকা : চিনা বুদ্ধিজীবী ও ছাত্ররা বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা চিনে ৪ মে - র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেন।
- **4.** ইউথ পত্রিকার ভূমিকা : ১৯১৫ খ্রি : চেন - তু - শিউ ' ইউথ ম্যাগাজিন ' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে জরাজীর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত চিন্তাভাবনা দূর করে নতুন প্রগতিশীল বাস্তববাদী ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।
- **5.** প্রত্যক্ষ কারণ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চিন জাপানের একুশ দফা দাবি সহ সব অসম চুক্তি এবং শান্টুং প্রদেশে জাপানি কর্তৃত্ব বাতিলের দাবি জানায়। কিন্তু ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ চিনের কথায় কর্ণপাত না করায় চিনা প্রতিনিধিরা খালি হাতে ফিরে আসেন। অবশেষে ১৯১৯ খ্রি : ৪ মে চেন - তু - শিউর ডাকে চিনে হাজার হাজার ছাত্র শুরু করে ঐতিহাসিক ৪ মে আন্দোলন।

আন্দোলনের ফলাফল :

- **1.** দেশাত্মবোধ - এর উদ্ভব : ৪ মে - র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চিনা জনগণের মধ্যে দেখা দেয় গভীর দেশাত্মবোধ যা চিনা জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।
- **2.** আধুনিকতার উদ্ভব : ৪ মে - র আন্দোলন চিনের প্রাচীন ভাবধারার অবসান ঘটিয়ে পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাবধারার জন্ম দিয়েছিল যা চিনকে দ্রুত আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর করেছিল। এইভাবেই চিন নবজাগরণের দিকেও অগ্রসর হয়েছিল।
- **3.** সরকারের নতি স্বীকার : ৪ মে - র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে চিন সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।
- **4.** কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা : ৪ মে - র আন্দোলনের চাপেই চিনে কুয়োমিন তাং দলের পুনর্গঠন হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান ঘটে।
- **5.** ব্যাপকতা : ৪ মে - র আন্দোলনে চিনের হাজার হাজার মানুষের যোগদান আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন (পঞ্চম অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন (পঞ্চম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | **HS Class 12 History Suggestion :**

১. মর্লে - মিন্টো সংস্কার আইনের প্রধান শর্ত কী ছিল ?
উত্তরঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া।

২. কে , কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন ?

উত্তরঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ - এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন ।

৩. মুসলিম লিগ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
উত্তরঃ ঢাকার নবাব সলিম উল্লাহ মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা করেন ।

৪. ব্রিটিশ ভারতের কয়েকটি বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের নাম লেখো ।
উত্তরঃ হায়দ্রাবাদ , কাশ্মীর , মহীশূর ।

৫. কেন গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন ?
উত্তরঃ ১৯২২ আন্দোলন চলাকালীন উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় কিছু আন্দোলনকারী একদল পুলিশকে পুড়িয়ে মারে । সহিংস আচরণের জেরে ক্ষুব্ধ গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন ।

৬. কবে ' চোদ্দো দফা দাবি ' ঘোষিত হয় ? এর উদ্দেশ্য কী ছিল ?
উত্তরঃ ১৯২৯ সালে মুসলিম লিগের দিল্লি অধিবেশনে লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না তার চোদ্দো দফা দাবি পেশ করেন । উদ্দেশ্য ছিল ভারতে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা ।

৭. ভাইকম সত্যাগ্রহ কবে শুরু হয় ?
উত্তরঃ কেরালা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ সালের ২ মার্চ ত্রিবাঙ্কুরের ভাইকম মন্দিরে দলিতদের প্রবেশের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু করে সেটাই ভাইকম সত্যাগ্রহ ।

৮. ১৯১৬ সালের লখনউ কংগ্রেসের গুরুত্ব উল্লেখ করো ।
উত্তরঃ এই অধিবেশনে চরমপন্থী নেতৃবর্গ পুনরায় দলে ফিরে আসায় নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ঐক্য রচিত হয় । এতে কংগ্রেসের শক্তি বাড়ে ।

৯. মন্টেগু চেমসফোর্ড আইনের একটি শর্ত লেখো ।
উত্তরঃ এই আইনে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা এবং আয় যথাযথভাবে বন্টিত হয় ।

১০. গোলটেবিল বৈঠকের পর কী নামে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয় ?
উত্তরঃ ১৯৩৩ সালে সরকার ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাবসমূহ ' নামে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ।

১১. মলে - মিন্টো আইনের দু'টি অসংগতি উল্লেখ করো ।
উত্তরঃ প্রথমত , এই আইনে ভারতে কোনো দায়বদ্ধ প্রশাসন গঠনে জোর দেওয়া হয়নি । দ্বিতীয়ত , নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্ব পেত না ।

১২. রাওলাট কমিশন কাকে বলে ?
উত্তরঃ ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ঠেকাতে ১৯১৮ সালে স্যার সিডনি রাওলাট - এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয় । এটাই রাওলাট কমিশন ।

১৩. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কয়েকজনের নাম লেখো ।
উত্তরঃ মুজাফ্ফর আহমেদ , ধরণী গোস্বামী , পি সি জোশি , অমৃত শ্রীপাদ ডাঙ্গে , গঙ্গাধর অধিকারী প্রমুখ ।

১৪. স্বত্ববিলোপ নীতির দু'টি শর্ত লেখো ।
উত্তরঃ কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবেন না । ফলে সেই রাজ্য কোম্পানির অধীনে চলে যাবে ।

১৫. কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা প্রথম স্বত্ববিলোপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?
উত্তরঃ সাঁতারা , ঝাসি , নাগপুর প্রভৃতি ।

১৬. ভারতে সর্বপ্রথম কোথায় ' বিভাজন ও শাসন ' নীতি কার্যকর হয় ?
উত্তরঃ পাঞ্জাবের সেনাবাহিনীতে জন লরেন্স সর্বপ্রথম এই নীতি প্রয়োগ করেন ।

১৭. ' সিমলা দৌত্য ' বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ আগা খাঁ - র নেতৃত্বে ১৯০৬ খ্রিঃ ১ অক্টোবর ৩৫ জন অভিজাত মুসলিম সিমলায় বড়োলাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেন । মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি মিস্টোকে দেওয়া হয় । এটিই সিমলা দৌত্য নামে পরিচিত ।

১৮. রাওলাট আইনের একটি শর্ত লেখো ।
উত্তরঃ এই আইন অনুসারে ইংরেজ বিরোধী যাবতীয় প্রচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ।

১৯. লখনউ চুক্তির ২ টি শর্ত লেখো ।
উত্তরঃ প্রথমত , কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ একত্রে সরকারের কাছে শাসন সংস্কারের দাবি জানাতে একমত হয় । দ্বিতীয়ত , মুসলিম লিগের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবির সঙ্গে কংগ্রেস একমত হয় ।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন (পঞ্চম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়— (ক) ১৯১৯ (খ) ১৯২০ (গ) ১৯২১ (ঘ) ১৯২২ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ক) ১৯১৯

২. সাইমন কমিশন ভারতে আসে— (ক) ১৯২৫ (খ) ১৯২৬ (গ) ১৯২৭ (ঘ) ১৯২৮ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ঘ) ১৯২৮ খ্রিঃ ।

৩. রাওলাট আইনকে কে " উকিল নেহি , দলিল নেহি , আপিল নেহি " বলে মন্তব্য করেন ? (ক) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) মহাত্মা গান্ধি (গ) মহম্মদ আলি জিন্না (ঘ) বিপিনচন্দ্র পাল ।
উত্তরঃ (খ) মহাত্মা গান্ধি

৪. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কে ' কাইজার - ই - হিন্দ ' উপাধি ত্যাগ করেন ? (ক) মহাত্মা গান্ধি (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) মহম্মদ আলি জিন্না (ঘ) চিত্তরঞ্জন দাশ ।
উত্তরঃ (ক) মহাত্মা গান্ধি

৫. প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রধান কোন দলটি যোগদান করেনি ? (ক) কমিউনিস্ট পার্টি (খ) হিন্দু মহাসভা (গ) মুসলিম লিগ (ঘ) কংগ্রেস ।
উত্তরঃ (ঘ) কংগ্রেস ।

৬. নবান্ন নাটকের রচয়িতা— (ক) ভবানী ভট্টাচার্য (খ) অমলেন্দু চক্রবর্তী (গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য ।
উত্তরঃ (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য

৭. মর্লে - মিন্টো শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়— (ক) ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (খ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে

৮. ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কোন তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ? (ক) ১৩ এপ্রিল (খ) ২৩ জানুয়ারি (গ) ১৭ জুলাই (ঘ) ১২ সেপ্টেম্বর ।
উত্তরঃ (ক) ১৩ এপ্রিল

৯. রাওলাট আইন কবে পাশ হয় ? (ক) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (খ) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

১০. কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন ? (ক) সাঁতারা (খ) নাগপুর (গ) হায়দ্রাবাদের নিজাম (ঘ) মারাঠা নেতা ।
উত্তরঃ (গ) হায়দ্রাবাদের নিজাম

১১. মুসলিম লিগ গঠিত হয়— (ক) ১৯০৬ (খ) ১৯০৭ (গ) ১৯০৮ (ঘ) ১৯০৯ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ক) ১৯০৬

১২. মুসলিম লিগের প্রথম অধিবেশন বসে— (ক) দিল্লিতে (খ) কলকাতায় (গ) ঢাকায় (ঘ) লাহোরে ।
উত্তরঃ (গ) ঢাকায়

১৩. মুসলিম লিগের প্রথম সভাপতি ছিলেন – (ক) মহম্মদ আলি জিন্না (খ) সলিম উল্লাহ (গ) আগা খ (ঘ) আবুল কালাম আজাদ ।
উত্তরঃ (খ) সলিম উল্লাহ

১৪. রাওলাট কমিশনের অপর নাম হলো— (ক) সিডিশন কমিশন (খ) সাইমন কমিশন (গ) অ্যাকওয়ার্থ কমিশন (ঘ) শিল্প কমিশন ।
উত্তরঃ (ক) সিডিশন কমিশন

১৫. মুসলিম লিগের কোন অধিবেশনে পাকিস্তান দাবি করা হয় ? (ক) লাহোর (খ) লখনউ (গ) মাদ্রাজ (ঘ) কলকাতা ।
উত্তরঃ (ক) লাহোর

১৬. “ The Indian Musalman's'- গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন ? (ক) সৈয়দ আহমেদ হান্টার (খ) রিজলে (গ) উইলিয়াম (ঘ) ডেনিসন রস ।
উত্তরঃ (গ) উইলিয়াম হান্টার

১৭. কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি ওঠে ? (ক) দিল্লি (খ) লাহোর (গ) গুজরাট (ঘ) কলকাতা ।
উত্তরঃ (খ) লাহোর

১৮. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন— (ক) মন্টেগু(খ) চেমসফোর্ড (গ) লর্ড কার্জন (ঘ) লর্ড মিন্টো।
উত্তরঃ (ঘ) লর্ড মিন্টো

১৯. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ হয় কার সময়ে ? (ক) লর্ড লিটন - (খ) লর্ড রিপন (গ) লর্ড নর্থব্রুক (ঘ) লর্ড ময়রার সময়ে ।
উত্তরঃ (ক) লর্ড লিটন

২০. ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন— (ক) মন্টেগু (খ) ক্লিমেন্ট এটলি (গ) ওয়েলিংটন (ঘ) ম্যাক ডোনাল্ড ।
উত্তরঃ (ঘ) ম্যাক ডোনাল্ড

২১. কত খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের দ্বারা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে ? (ক) ১৮৫৮ খ্রি . (খ) ১৮৬১ খ্রি . (গ) ১৮৯২ . (ঘ) ১৯১০ খ্রি .
উত্তরঃ (ক) ১৮৫৮ খ্রি .

২২. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুসারে ' ভাইসরয় ' উপাধি পান- (ক) ব্রিটিশ সম্রাট (খ) ভারত সচিব (গ) গভর্নর (ঘ) গভর্নর জেনারেল ।
উত্তরঃ (ঘ) গভর্নর জেনারেল ।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | ঔপনিবেশিক ভারতের শাসন (পঞ্চম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের পটভূমি ব্যাখ্যা করো । এই আইনের ত্রুটিগুলি কী ছিল ?
উত্তরঃ পটভূমি : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন , জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর বিরোধ এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদীদের উত্থানের মতো ঘটনায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড বালফোর এক কৌশলী আপস নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন । তিনি লর্ড কার্জনের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টোকে ভারতের গভর্নর জেনারেল করে পাঠান । এইসময় ভারত সচিব ছিলেন লর্ড মর্লে । লর্ড মর্লে ও লর্ড মিন্টো এক শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা কংগ্রেসের নরমপন্থী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে ও নরমপন্থী - চরমপন্থী বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী করতে এবং কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হন । তাঁদের উদ্যোগে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর ভারতের শাসন সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি খসড়া আইন পেশ করা হয় । ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এই খসড়া আইন আইনের রূপ পায় । এই আইন মর্লে - মিন্টো আইন , ১৯০৯ নামে পরিচিত ।

আইনের বৈশিষ্ট্য : ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে - মিন্টো শাসন সংস্কার আইনের প্রকৃত নাম ছিল ভারত শাসন আইন । এই আইনের দু'টি দিক ছিল ।
(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ ,
(খ) আইন পরিষদ ।

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ :

- 1. গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন করে ভারতীয় প্রতিনিধি দল গঠন করা হয় । কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন ব্যারিস্টার লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ । তিনি এই পরিষদে আইন সদস্যরূপে নিযুক্ত হন ।
- 2. বোম্বাই , মাদ্রাজ ও বাংলার গভর্নরদের কার্যনির্বাহী পরিষদে সদস্যসংখ্যা ২ জন থেকে বাড়িয়ে ৪ জন করা হয় ।

আইন পরিষদ : আইন পরিষদে চার ধরনের নির্বাচকমণ্ডলী রাখার কথা বলা হয় । যথা -

- 1. প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি দল ,
- 2. সংখ্যালঘু মুসলিমদের পৃথক নির্বাচনের জন্য নির্বাচক দল ,
- 3. দেশীয় শাসক ও জমিদারদের জন্য প্রতিনিধি দল এবং
- 4. বিশ্ববিদ্যালয় , বণিক সংগঠন প্রভৃতি সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধি দল ।

মলে - মিন্টো সংস্কার আইনের ত্রুটি : ভারতীয়দের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে মলে - মিন্টো আইন পাশ হলেও এই আইনের বিভিন্ন ত্রুটি ছিল । যেমন –
(ক) অধিকারহীনতা : এই আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্য , সামরিক বিভাগ , বিদেশনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কোনো প্রস্তাব আনার অধিকার আইনসভার হাতে ছিল না ।
(খ) দায়িত্বশীলতার অভাব : মলে - মিন্টো আইনের দ্বারা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে নির্বাচিত ভারতীয় জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ কোনো গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি । ফলে এই আইন ভারতে কোনো দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় ।

২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণগুলি কী ছিল ? বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলাফল লেখো ।
অথবা , ১৯৪৩ সালে বাংলায় মন্বন্তর - এর কারণ কী ছিল ?
উত্তরঃ খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়া ১৯৪০-৪১ সালে বাংলায় সীমিত আকারে খাদ্য সংকটে গরিবের সঞ্চয় ফুরিয়ে যায় । ১৯৪২ - এর অক্টোবরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে ধানের ফলন কমে যায় । মারা যায় প্রায় দু'লক্ষ গবাদি পশু । মানুষের সঞ্চিত খাদ্য শেষ হয়ে যাওয়ায় ১৯৪৩ সালে দেখা দেয় মন্বন্তর ।

বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারের তীব্র অর্থনৈতিক শোষণে অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয় । এই মন্বন্তর বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে । এর বিভিন্ন কারণ ছিল—

খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত : ১৯৪২ - এর বন্যায় গ্রামীণ রাস্তাগুলি ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় । ফলে দূর দুরান্তে খাদ্যশস্য পাঠানোয় অসুবিধা দেখা দেয় ।

বার্মা থেকে চাল আমদানি ব্যাহত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বার্মা থেকে কলকাতা তথা বাংলায় চাল আসত । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বার্মা দখল করে নেওয়ায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায় ।

জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা : জাপান যেকোনো সময় বাংলা হয়ে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ করতে পারে , এই আশঙ্কা করেছিল ব্রিটিশ সরকার । এজন্য পোড়ামাটির নীতি অনুসারে বার্মার নিকটস্থ চট্টগ্রাম ছেড়ে আসার সময় সেখানকার নৌকা , মোটর যান , গোরুর গাড়ি প্রভৃতি ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয় । ফলে বাংলার সীমান্তে খাদ্য সরবরাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

চার্চিলের ভূমিকা : বাংলায় খাদ্যাভাবের সময় অস্ট্রেলিয়া , কানাডা , আমেরিকা জাহাজে করে বাংলায় খাদ্যশস্য পাঠাতে চেয়েছিল । কিন্তু যুদ্ধের জন্য জাহাজ লাগবে এই যুক্তিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কোনো জাহাজ দিতে রাজি হননি ।

সেনার জন্য খাদ্য রপ্তানি : বাংলায় খাদ্যভাবের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের সময় সেনাদের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বাইরে পাঠায় । এতে বহু খাদ্য অপচয় হয় । বেড়ে যায় খাদ্যসংকট ।

বাণিজ্য গণ্ডি : ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য গণ্ডি চালু করে । ফলে ব্যবসায়ীরা অন্য প্রদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে পারেনি ।

মজুতদারি : জাপানের আক্রমণের আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ চাল মজুত করে । দুর্ভিক্ষের পরে ৯০ হাজার টন চাল নষ্ট হয়েছিল । খাদ্য সংকটের আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ী চাল কিনে গুদামে মজুত করে এবং দুর্ভিক্ষের সময় চড়া দামে বিক্রি করে ।

সংকটকে উপেক্ষা : বাংলায় খাদ্য সংকট শুরু হলে তা মোকাবিলায় তৎপর হয়নি ব্রিটিশ সরকার । মৃত্যু - মিছিল শুরু হলেও ত্রাণকার্য হয়েছে ধীর গতিতে ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলাফল : মন্বন্তরের বিভিন্ন ফলাফল দেখা যায়—

ব্যাপক প্রাণহানি : মন্বন্তরে মৃতের সংখ্যা ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করেই প্রকাশ করেনি । দুর্ভিক্ষে অন্তত ৪০-৭০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল বলে অনুমান । মৃতদেহ সৎকারের লোক ছিল না । মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মৃত মানুষের মাংসে শকুন , শিয়াল কুকুরেরও অরুচি ধরে ।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় : মন্বন্তরে বাংলায় ঘটে যায় চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয় । সর্বস্বান্ত মানুষকে দুর্ভিক্ষের সময় থালা - বাটি হাতে রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখা যায় । শেষপর্যন্ত অনাহারে রাস্তার ধারে পড়ে থাকত এদের মৃতদেহ ।

মানবিক বিপর্যয় : মন্বন্তরে চূড়ান্ত মানবিক বিপর্যয় দেখা যায় । কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে ডাস্টবিন থেকে মানুষ খাদ্য খেতে শুরু করেছিল । মানুষ তার প্রিয়জনকে মৃত্যুদশায় ফেলে রেখে বাঁচার তাগিদে বাড়ি ছাড়ে । অভাবের জ্বালায় অনেকে স্ত্রী - সন্তানকে বিক্রি করে ।

কমিশন গঠন : দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে সরকার ' দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশন ' গঠন করে । ১৯৪৫ সালে কমিশন রিপোর্ট জমা দেয় । রিপোর্টে সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার সমালোচনা করা হয় ।

সাহিত্য সৃষ্টি : মন্বন্তরের পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য লেখেন ' নবান্ন ' নাটক । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ' অশনি সংকেত ' উপন্যাসে , চিত্তপ্রসাদ তার ' ক্ষুধার্ত বাংলা : ১৯৪৩ - এর নভেম্বরে মেদিনীপুর জেলায় ভ্রমণ – ফুটিয়ে তোলেন দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী বিবরণ ।

গ্রন্থ নিষিদ্ধকরণ : চিত্তপ্রসাদের ' ক্ষুধার্ত বাংলা : ১৯৪৩ - এর নভেম্বরে মেদিনীপুর জেলায় ভ্রমণ ' গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয় । ৫০০০ কপি বাজেয়াপ্ত করে সরকার ।

মূল্যায়ন : পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে গবেষণা আজও চলছে । এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন , এই সময়ের ঘটনা ও তথ্য অনুসরণে পরবর্তীকালে দেশে কোনো বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলে হয়তো আর একটি ' আনন্দমঠ ' সৃষ্টি হবে ।

৩. ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কী প্রভাব পড়েছিল ?
অথবা , ভারতের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী ছিল ?
অথবা , যুদ্ধ - পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট ভারতের কৃষকদের উপর কী প্রভাব ফেলে ?
উত্তরঃ ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব : ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইংল্যান্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । যুদ্ধে ভারতের অর্থসম্পদ ও সেনাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায় ব্রিটিশ সরকার । এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় অর্থনীতিতে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব চোখে পড়ে । এ বিষয়ে নীচে বলা হলো—

আর্থিক সংকট : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের প্রচুর পরিমাণ অর্থ - সম্পদ ব্যয় করা । হয় । যুদ্ধের সময় দেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন কমে যায় । ফলে রপ্তানি হ্রাস পায় , এতে ভারতে দারিদ্র্য বাড়ে ।

ঋণ সংগ্রহ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক দুর্দশা কাটাতে ব্রিটিশ সরকার বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করে । এতে জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩০ শতাংশ বেড়ে যায় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এই ঋণ ছিল ২৭৪ মিলিয়ন পাউন্ড , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এটা ৮৮৪.২ মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছয় ।

মূল্যবৃদ্ধি : যুদ্ধের প্রভাবে কৃষি ও শিল্পপণ্যের উৎপাদন কমলেও পণ্যের চাহিদা কমেনি । ফলে এসময় দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় । ১৯১৪-১৯২০ - এর মধ্যে বস্ত্র , চিনি , লবণ কেরোসিন ইত্যাদির দাম একলাফে দ্বিগুণ হয়ে যায় ।

দরিদ্রদের দুর্দশা : কৃষি উৎপাদন হ্রাস , দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে দেশের দরিদ্র মানুষদের অবস্থা সঙ্গীন হয় । কারণ জিনিসের দাম বাড়লেও তাদের মজুরি বাড়ানো হয়নি । ফলে শ্রমিকরা তাদের উপার্জন দিয়ে এবং কৃষকরা কৃষিপণ্য বিক্রি করে জীবন কাটাতে ব্যর্থ হয় ।

কর বৃদ্ধি : কৃষক ও শ্রমিকদের কথা চিন্তা না করে ব্রিটিশ সরকার আর্থিক ভার লাঘব করতে কৃষকদের উপর করের বোঝা চাপায় এবং তা জোর করে আদায়ও শুরু হয় ।

কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব : কৃষকদের উপর প্রভাব ছিল এইরূপ—

খাদ্য উৎপাদন হ্রাস : আর্থিক সংকট কাটাতে সরকার খাদ্যশস্যের বদলে কৃষককে রপ্তানিযোগ্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে বাধ্য করে । ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যায় ।

খাদ্যসংকট : কৃষি জমিতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল চাষের ফলে কৃষক পরিবারে দেখা দেয় খাদ্যসংকট । দেশের বহু স্থানে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ।

কর বৃদ্ধি : দেশে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির মধ্যেও সরকার কৃষকের করের বোঝা বাড়িয়ে দেয় । বাড়তি কর আদায় করতে কৃষকদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায় ।

মূল্যায়ন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব অনুভূত হয় । সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হয় গুজরাট সহ পশ্চিম ভারতে । এর প্রতিবাদে গুজরাটে ১১১৮ ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে ।

৪. রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল ? গান্ধিজি কেন এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন ?
উত্তরঃ সূচনা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের বিচারপতি স্যার সিডনি রাওলাটের ' সিডিশন কমিশন ' - এর সুপারিশে 1919 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যে আইন প্রবর্তিত হয় তা রাওলাট আইন নামে পরিচিত ।

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য :
(A) বিপ্লবী আন্দোলন দমন : ভারতবর্ষে সরকার - বিরোধী যে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা দমনের জন্য রাওলাট আইন প্রবর্তিত হয় ।
(B) মুসলিম ক্ষোভের প্রশমন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার পরাজিত তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ ঘটালে এবং তুরস্কের খলিফার ক্ষমতা খর্ব করলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ।
(C) গণআন্দোলন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি , খরা , মহামারি , বেকারত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় , আর এইজন্যে সর্বত্র গণআন্দোলনও ছড়িয়ে পড়ে ।
(D) রাওলাটের আইনের বিভিন্ন দিক / ধারা :

- **1 .** প্রচারকার্যে বাধা দান : সরকার - বিরোধী সব ধরনের কার্য দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় ।
- **2.** বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার : সন্দেহভাজন যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাবে এবং বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক করেও রাখা যাবে ।

- **3.** বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি **:** সরকার যেকোনো ব্যক্তির বাড়ি বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করতে পারবে ।
- **4.** আপিলে নিষেধাজ্ঞা **:** রাওলাট আইনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চতর আদালতে আপিল করা যাবে না ।
- **5.** সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ **:** কোনো সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে পারবে না ।

এই আইনে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া **:**

- **1.** দেশব্যাপী প্রতিবাদ **:** অত্যাচারী রাওলাট আইনকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় । কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই আইনের বিরোধিতায় সকলে গর্জে ওঠে ।
- **2.** আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ **:** রাওলাট আইনের প্রতিবাদে মহম্মদ আলি জিন্না , মদনমোহন মালব্য আইন পরিষদের সদস্য পদত্যাগ করেন । লালা লাজপত রায় বলেন— " এই আইনের ফলেই আবার নতুন করে বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হবে । "
- **3.** গান্ধিজির ভূমিকা **:** গান্ধিজি অত্যাচারী রাওলাট আইনের সমালোচনা করে বলেন যে এই আইনে— " উকিল নেহি , দলিল নেহি , আপিল নেহি । " এই আইনের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাওলাট সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছিলেন । এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন , গান্ধিজি কাইজার - ই - হিন্দ উপাধি ত্যাগ করেন ।

মূল্যায়ন **:** রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা একাধিক প্রতিক্রিয়ামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে এই আইন বহাল রাখে ।

৫. মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার আইন **(1919) -**এর বৈশিষ্ট্য লেখো । এই আইনের বিরোধিতা বা ত্রুটিগুলি আলোচনা করো । এই আইনের ধারাগুলি কী **?**

উত্তরঃ সূচনা **:** ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে একাধিক আইন প্রবর্তন করেছিল । অনুরূপভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতে একাধিক বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ঘটনা এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে - মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের কোনো আশা - আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি । তাই পুনরায় ভারতীয়রা শাসনতান্ত্রিক অধিকারে দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে । আর সেইসময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের জন্য শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার আইন প্রবর্তনের পথে পা বাড়ায় ।

আইন প্রবর্তনের কারণ **:** ১৯১৯ - এর মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার আইন প্রবর্তনের কারণে বলা যায়
মর্লে **-** মিন্টো সংস্কার আইনের ব্যর্থতা **:** মলে - মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের দাবি পূরণ করতে পারেনি এবং ভারতীয় জনবিক্ষোভেরও অবসান ঘটাতে পারেনি ।
চরমপন্থী ও নরমপন্থী কংগ্রেসের মিলন **:** ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়ায় কংগ্রেস পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ।
কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে সমঝোতা **:** ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে পুনর্মিলনও মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার আইনের পথ প্রশস্ত করেছিল ।
ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের দাবি **:** হোমরুল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরালো হতে শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার তার নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার আইন প্রবর্তন করেন ।
মন্টেগু চেমসফোর্ট আইনের ধারা **:** ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু - চেমসফোর্ট সংস্কার আইনের প্রধান ধারাগুলি ছিল এইরকম—
প্রথমত , ভারত সচিবের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত ১০ জন এবং অনধিক ১২ জন করা হয় ।
দ্বিতীয়ত , ভারত সচিবের বেতন , ভাতা ব্রিটিশ সরকার বহন করবে বলে ঠিক হয় ।
তৃতীয়ত , ভারতের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে পাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয় ।
চতুর্থত , ভারতের শাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুই ভাগে ভাগ করা হয় ।
পঞ্চমত , প্রাদেশিক আইনসভার শতকরা ৭০ জন সদস্য নির্বাচিত এবং ৩০ জন সদস্য মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয় ।

ষষ্ঠত , নতুন আইনে কেন্দ্রে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয় ।
সপ্তমত , কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে সমগ্র ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় ।
এই আইনের ত্রুটি : মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কার আইনের দ্বারা যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ত্রুটি লক্ষ করা যায় । যেমন -
ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ : কার্যনির্বাহ পরিষদকে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা হয় । কেন্দ্রে সব ক্ষমতা বড়োলাটের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ভারতবাসীর আশা - আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় ।
প্রতিবন্ধকতা : প্রাদেশিক শাসনকার্য সংরক্ষিত এবং হস্তান্তরিত এই দুই ভাগে • বিভক্ত করে একদিকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব ও অন্যদিকে দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্পণ করার ব্যবস্থা করা হয় । ফলে সুষ্ঠভাবে শাসনকার্য পরিচালনার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় ।
অপর্যাপ্ত : জাতীয় কংগ্রেস মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কারকে অপর্যাপ্ত , অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যকর বলে মন্তব্য করেছিল । অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীরা এই সংস্কার আইনকে একটি সঠিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলেছেন ।
স্বায়ত্তশাসনের অভাব : এই আইনে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি । কেননা প্রদেশের গভর্নর ছিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । তাই বলা যায় , এই আইনের দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের শক্তি আরো মজবুত হয়েছিল ।
ভোটাধিকার : মন্টেগু - চেমসফোর্ট আইনে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়নি , যা একাধারে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানকে ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলেছিল ।

৬. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো । এই ঘটনার গুরুত্ব কী ছিল ?
উত্তরঃ সূচনা : ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে সর্বাধিক পৈশাচিক , ভয়াবহ এবং অমানবিক হত্যাকাণ্ড ছিল 1919 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । এই ঘটনা সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংল্যান্ডের অপশাসনকে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছিল ।
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট :
প্রথমত , প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমনমূলক নীতি ও সীমাহীন অত্যাচার । এইসময় সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ইংরেজ সরকার যে নির্যাতন শুরু করেছিল তা এই ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী ।
দ্বিতীয়ত , প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং শিল্প ধ্বংসের ফলে দেশজুড়ে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় যা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করে ।
তৃতীয়ত , 1919 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন পাশ করা হয় । কিন্তু এই আইন ভারতীয়দের দাবিদাওয়া পূরণে ব্যর্থ হয় যা জনমানসে হতাশার সৃষ্টি করে ।
চতুর্থত , প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য কুখ্যাত রাওলাট আইন পাশ করে । এই আইনের ভয়াবহতা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য অনেকাংশে দায়ী ।
পঞ্চমত , রাওলাট আইনের বিরোধিতা করে গান্ধিজির নেতৃত্বে রাওলাট সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় । এইসময়ে 1919 খ্রিস্টাব্দের 10 এপ্রিল রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে মদত দেবার অপরাধে ড . সৈফুদ্দিন কিচলু ও ড . সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা হলো পাঞ্জাবে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ।
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড : এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবে জেনারেল মাইকেল ও ডায়ার এক সমারিক আইন জারি করেন , এরই প্রতিবাদে 13 এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের বাগানে ঘেরা এক স্থানে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ সমবেত হলে জেনারেল ডায়ার - এর নির্দেশে 1600 রাউন্ড গুলি চালানো হলে সেখানে শতাধিক মানুষ নিহত এবং অজস্র মানুষ আহত হন । এই কলঙ্কিত ঘটনা ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত ।
গুরুত্ব : প্রথমত , জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্ববাসীর কাছে ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল । ব্রিটিশ সরকারের বর্বরতাকে চিহ্নিত করেছিল ।
দ্বিতীয়ত , এই ঘটনার প্রতিবাদে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমবেত হতে শুরু করেছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন । গান্ধিজি লেখেন— " এই শয়তানের সরকারের সংশোধন অসম্ভব , একে ধ্বংস করতেই হবে । "

তৃতীয়ত , এই ঘটনার প্রতিবাদ ভারতের বাইরে ইংল্যান্ডেও হয় । প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যামকুইন মন্তব্য করেন— " One of the worst outrages in the whole of our history " , এর পরিপ্রেক্ষিতে হান্টার কমিশন গঠিত হয় এবং জেনারেল ডায়ারকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ।
চতুর্থত , জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল এই নৃশংস ঘটনা ও অন্যায়ের সুবিচার করা ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশ সমুহ (ষষ্ঠ অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশ সমুহ (ষষ্ঠ অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | **HS Class 12 History Suggestion :**

১. তাম্রলিপ্ত সরকার কোথায় , কার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হয় ? / সর্বাধিনায়ক কে ?
উত্তরঃ মেদিনীপুরের তমলুকে সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে ।

২. ক্যাবিনেট মিশন / মন্ত্রী মিশনের সদস্যদের নাম কী ?
উত্তরঃ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস , পেথিক লরেন্স , এ . ভি . আলেকজান্ডার ।

৩. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ?
উত্তরঃ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ।

৪. ওয়াভেল পরিকল্পনা বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৯৪৫ সালের ১৪ জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে তৎকালীন বড়োলাট ওয়াভেল একটি প্রস্তাব পেশ করেন । এটিই ওয়াভেল পরিকল্পনা ।

৫. হরিপুরা কংগ্রেসে কে কংগ্রেসের সভাপতি হন ?
উত্তরঃ ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসু ।

৬. ক্রিপস প্রস্তাব বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বাধীন একটি কমিশন এদেশে আসে । স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব সংবলিত যে একগুচ্ছ প্রস্তাব কমিশন পেশ করে সেটাই ক্রিপস প্রস্তাব নামে পরিচিত।

৭. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ মাউন্টব্যাটেনের উপদেষ্টা লর্ড ইসমে কর্তৃক ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রেরিত ভারত ভাগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয় । এটাকেই বলে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ।

৮. কাদের মধ্যে হয়েছিল রোম - বার্লিন - টোকিও চুক্তি ?
উত্তরঃ জাপান - ইতালি - জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে রোম - বার্লিন - টোকিও চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ।

৯. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বড়োলাট কে ছিলেন ?
উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ভারতের বড়োলাট ছিলেন লর্ড লিনলিথগো ।

১০. ভিয়েতমিন বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৯৪১ সালে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে হো - চি - মিন গড়ে তোলেন ভিয়েতমিন ।

১১. আভান্তি কী ?
উত্তরঃ একটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার নাম ।

১২. ফুয়েরার এবং ইল - দু - চে কাকে বলা হয় ?
উত্তরঃ যথাক্রমে হিটলার ও মুসোলিনি ।

১৩. ভারত ছাড়ো প্রস্তাব কবে অনুমোদিত হয় ?
উত্তরঃ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট ।

১৪. ডাচ - ইন্দোনেশীয় চুক্তিতে ' লিঙ্গজ্যোতি ' কারা মধ্যস্থতা করে ?
উত্তরঃ ১৯৪৬ সালে ডাচ - ইন্দোনেশীয় চুক্তিতে ব্রিটিশরা মধ্যস্থতা করে ।

১৫. ভারতে কোথায় আজাদ হিন্দ বাহিনী পতাকা উত্তোলন করে ?
উত্তরঃ পূর্ব ভারতে কোহিমায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আজাদ হিন্দ বাহিনী (১৯৪৫) ।

১৬. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তাৎপর্য এককথায় লেখো ।
উত্তরঃ স্বতঃস্ফূর্ত এই গণ - আন্দোলনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয় ও কংগ্রেস হৃত মর্যাদা ফিরে পায় ।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশ সমুহ (ষষ্ঠ অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. ' রশিদ আলি দিবস ' পালিত হয়– (ক) ২ জানুয়ারি (খ) ১২ ফ্রেব্রুয়ারি (গ) ১৬ মার্চ (ঘ) ২২ মে ।
উত্তরঃ (খ) ১২ ফ্রেব্রুয়ারি

২. ক্লিপস মিশন ভারতে আসে— (ক) ১৯৪২ (খ) ১৯৪৫ (গ) ১৯৪৬ (ঘ) ১৯৪৭ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ক) ১৯৪২

৩. রোম - বার্লিন - টোকিও অক্ষচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়— (ক) ১৯৩৫ (খ) ১৯৩৬ (গ) ১৯৩৯ (ঘ) ১৯৩৭ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ঘ) ১৯৩৭ খ্রিঃ ।

৪. আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন – (ক) রাসবিহারী বসু (খ) সুভাষচন্দ্র বসু (গ) জওহরলাল নেহরু (ঘ) কেউই নন ।
উত্তরঃ (ক) রাসবিহারী বসু

৫. ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের পার্ল হারবারের ঘটনার ফলে— ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল । (ক) ইংল্যান্ড (খ) ফ্রান্স (গ) রাশিয়া (ঘ) জাপান ।
উত্তরঃ (ঘ) জাপান ।

৬. স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন— (ক) ম্যান্ডেলা (খ) ড . সুকর্ণ (গ) সুহার্তো (ঘ) হাব্বিবি ।
উত্তরঃ (খ) ড . সুকর্ণ

৭. ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পার্ল হারবারের ঘটনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছিল— (ক) রাশিয়া (খ) চিন (গ) ফ্রান্স (ঘ) জাপানের ।
উত্তরঃ (ঘ) জাপানের ।

৮. তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন— (ক) অজয় মুখোপাধ্যায় (খ) মাতঙ্গিনি হাজরা (গ) চৈতু পাণ্ডে (ঘ) সতীশচন্দ্র সামন্ত ।
উত্তরঃ (ঘ) সতীশচন্দ্র সামন্ত ।

৯. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন— (ক) মাউন্টব্যাটেন (খ) এটলি (গ) ক্যানিং (ঘ) হেস্টিংস ।
উত্তরঃ (ক) মাউন্টব্যাটেন

১০. আজাদ হিন্দ বাহিনী সর্বপ্রথম ভারতের যে শহরটি দখল করে সেটি হলো (ক) কোহিমা (খ) নাগপুর (গ) গৌহাটি (ঘ) দিশপুর ।
উত্তরঃ (ক) কোহিমা

১১. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে— (ক) কলকাতায় (খ) দিল্লিতে (গ) বোম্বাইয়ে (ঘ) মাদ্রাজে ।
উত্তরঃ (খ) দিল্লিতে

১২. ভারতের ' লৌহমানব ' হিসেবে পরিচিত— (ক) মহাত্মা গান্ধি (খ) আবুল কালাম আজাদ (গ) বি . ভি . প্যাটেল (ঘ) সুভাষচন্দ্র বসু ।
উত্তরঃ (গ) বি . ভি . প্যাটেল

১৩. জাপান কত খ্রিস্টাব্দে পার্ল হারবার আক্রমণ করে ? (ক) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (ক) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে

১৪. সুভাষচন্দ্র বসু ফ্রি - ইন্ডিয়া সেন্টার গঠন করেন— (ক) জার্মানিতে (খ) জাপানে (গ) ভারতে (ঘ) আন্দামানে ।
উত্তরঃ (ক) জার্মানিতে

১৫. মন্ত্রী মিশন ভারতে আসে - (ক) ১৯৪২ . (খ) ১৯৪৪ খ্রি .(গ) ১৯৪৫ (ঘ) ১৯৪৬ খ্রি .।
উত্তরঃ (ঘ) ১৯৪৬ খ্রি .।

১৬. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে— (ক) কলকাতায় (খ) দিল্লিতে (গ) বোম্বাইয়ে (ঘ) ইন্দোরে ।
উত্তরঃ (খ) দিল্লিতে

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশ সমুহ (ষষ্ঠ অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করো । ক্রিপস এই মিশনের ব্যর্থতার কারণগুলি উল্লেখ করো ।
উত্তরঃ পটভূমি : ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ব - রাজনীতিতে জটিলতা বাড়ে । জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দিলে যুদ্ধ পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে । এমতাবস্থায় ভারতে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয় । পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার দাবি নিয়ে দু'পক্ষের

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য , আইনজ্ঞ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি কমিশন ভারতে আসে , এটাই ' ক্রিপস মিশন ' নামে পরিচিত ।

সূচনা : ১৯৪২ - এর ২৯ মার্চ একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে ক্রিপস ভারতে আসেন । ভারতের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আলোচনার পর ক্রিপস ভারতীয়দের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন দীর্ঘমেয়াদি সুযোগসুবিধা সমন্বিত একটি খসড়া পেশ করেন । এটাই ' ক্রিপস প্রস্তাব ' নামে পরিচিত ।

ক্লিপস মিশনের প্রস্তাবসমূহ : প্রস্তাবগুলি ছিল—

- 1. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে ভারতীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়োগের কথা বলা হয় ।
- 2. প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নকক্ষ এবং দেশীয় রাজ্যের সদস্যরা দেশীয় রাজা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন ।
- 3. বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য ভারতীয়দের নিয়ে একটি সংবিধানসভা গঠিত হবে ।
- 4. ভারতকে কানাডার মতো ডোমিনিয়ন স্টেটস - এর মর্যাদা দেওয়া হবে ।
- 5. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য পৃথক সংবিধান প্রবর্তন করা হবে ।
- 6. সংবিধান অপছন্দ হলে সেই প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব সংবিধান তৈরি করতে পারবে ।
- 7. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে নিরাপত্তা দেবে ইংরেজ সরকার ।
- 8. সংবিধান রচনার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের নিরাপত্তার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার বহন করবে ।

প্রতিক্রিয়া : ক্রিপস প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনঃপুত হয়নি । দেশভাগের সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে । কারণ :

- 1. এতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা হয়নি ।
- 2. প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ পরোক্ষে জিন্নার দাবি মেনে নেওয়া ।
- 3. মনোনীত সদস্যরা সংবিধান সভায় আসবেন — এই প্রস্তাব কংগ্রেসের পছন্দ হয়নি ।
- 4. ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয়দের কোনো অধিকার ছিল না ।
- 5. প্রস্তাবে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের কোনো কথা বলা হয়নি ।

ব্যর্থতার কারণ :

বিভিন্ন কারণে কংগ্রেস , মুসলিম লিগ , হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দল ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ।

- 1. অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করার প্রস্তাব থাকায় হিন্দু মহাসভা আপত্তি জানায় ।
- 2. প্রস্তাবে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের কথা বলা হয়নি ।
- 3. মুসলিম লিগের পৃথক রাষ্ট্রের দাবির বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল না ।
- 4. ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া হয়নি ।
- 5. বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির দাবিকে উসকে দেওয়া হয়েছিল ।
- 6. দেশীয় রাজ্যগুলিতে জনমত উপেক্ষা করে রাজন্যবর্গের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ।

২. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা কী ? এই পরিকল্পনার ফল কী হয়েছিল ? এই পরিকল্পনার বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কী মনোভাব ছিল ?

উত্তরঃ পটভূমি : হিন্দু - মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং কংগ্রেস ও লিগের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে ভারতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন । তিনি ঘোষণা করেন , ১৯৪৮ - এর জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভারত ত্যাগ করবে ।

মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব / পরিকল্পনা : ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন এদেশে আসেন । সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসকে তিনি দেশভাগের নীতিতে সায় দিতে বলেন । এর আগে ১৯৪৭ - এর ২২ মার্চ দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভারতে এসে মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৩৩ টি বৈঠক করেন । তিনি বুঝতে পারেন যে ভারত বিভাগ ছাড়া সমস্যার সমাধান অসম্ভব । ৩ জুন প্রধান উপদেষ্টা ভি পি মেনন - এর সহযোগিতায় ভারত বিভাগের খসড়া তৈরি করেন তিনি । ওইদিনই এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন জানান , ভারত ও পাকিস্তান দু'টি পৃথক রাষ্ট্র হবে । ১৯৪৭ - এর ১৫

আগস্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন । এই ঘোষণাপত্রটি ' মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব ' নামে বিখ্যাত ।

মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব **:** প্রস্তাবে বলা হয়—

- 1. বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার সময় কোন কোন অঞ্চল ডোমিনিয়নভুক্ত হবে তা ঠিক করবে সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন ' বর্ডার কমিশন ' ।
- 2. দেশীয় রাজ্যগুলি সার্বভৌমত্ব পাবে , প্রয়োজনে যেকোনো সময় ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারবে ।
- 3.কোন ডোমিনিয়নে আসাম , শ্রীহট্ট এবং উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হবে তা গণভোটে স্থির করা হবে ।
- 4. সংখ্যালঘু প্রধান সিন্ধু , ব্রিটিশ বেলুচিস্তান , উত্তর - পশ্চিম সীমান্ত , পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব বাংলাকে নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হবে ।
- 5 পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামে দু'টি স্বাধীন ডোমিনিয়ন গড়ে উঠবে ।
- 6. প্রত্যেক ডোমিনিয়নের গণপরিষদ নিজস্ব সংবিধান তৈরি করতে পারবে । মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল । এগুলি হলো—

আজাদের মত **:** মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন , " দেশভাগ হলো এক দৈব দুর্বিপাক । " তাঁর মতে , ভারতভাগ হলো কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরাজয়ের নিদর্শন ।

প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিমত **:** বল্লভভাই প্যাটেল মনে করেন ভারত ভাগ কংগ্রেসের পরাজয় বা নতি স্বীকার নয় , তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশভাগই ছিল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ । ড : রাজেন্দ্র প্রসাদও মনে করেন , গৃহযুদ্ধের চেয়ে দেশভাগ ভালো । আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই ভারত ভাগ প্রশ্নে কংগ্রেসের অবস্থানকে ' বাস্তবসম্মত ' মনে করেন ।

৩. ভারত ছাড়ো আন্দোলন কেন ব্যর্থ হলো **?** এই আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করো ।
অথবা **,** আগস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি সংক্ষেপে লেখো । এর গুরুত্ব কি ছিল **?**
উত্তরঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ **:** বিভিন্ন কারণে শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল । যথা—

- **1.** উপযুক্ত নেতৃত্বের অনুপস্থিতি **:** ভারত ছাড়ো আন্দোলন গান্ধিজির একক নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল । কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই গান্ধিজি সহ কংগ্রেস শীর্ষ নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল । গান্ধিজির অবর্তমানে আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব সেসময় দেশে ছিল না ।
- **2.** তীব্র দমন নীতি **:** এই আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার তীব্র দমননীতি অনুসরণ করেছিল । দৈহিক নির্যাতন , গ্রেফতার , ঘর পুড়িয়ে দেওয়া , গুলি চালানো— কোনো কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি । :
- **3.** অন্যান্য দলের বিরোধিতা : কমিউনিস্ট দল ভারত ছাড়ো আন্দোলন মেনে নেয়নি । আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ব্রিটিশকে মদত দেয় । মুসলিম লিগ - সহ অন্য দলগুলিও কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি ।
- **4.** অসময়ে সূচনা **:** ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন এই আন্দোলন শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন । আর গান্ধিজি আন্দোলনের ডাক দেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে । সেসময় ইংল্যান্ড যুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল ।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্ব **:** যেসব কারণে আগস্ট আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ তা হলো :

- **1.** স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব **:** ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় । ব্রিটিশ শাসনকে যে কোনোভাবে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সংকল্প এই আন্দোলনে স্পষ্ট হয় ।
- **2.** জাতীয় বিপ্লব **:** ৪২ - এর আন্দোলন প্রসঙ্গে নেহরু বলেছেন , " নেতা নেই , সংগঠন নেই , উদ্যোগ নেই অথচ একটা অসহায় জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর কোনো উপায় না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল— এ দৃশ্য বিস্ময়ের । "

- **3.** ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যুঘন্টা **:** ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই ছিল গণবিদ্রোহ । ঐতিহাসিকদের মতে , এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান খুব বেশি দূরে নেই । বলা হয় , এই আন্দোলন ব্রিটিশের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছিল ।
- **4.** জাতীয় ঐক্যবোধ **:** এই আন্দোলনের ফলে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ও জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে । এর পরিণতিতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নড়ে গিয়েছিল । কার্যত আন্দোলনের চাপেই ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয় ।

৪. নৌ **-** বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব লেখো ।
উত্তরঃ সূচনা **:** ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই বিদ্রোহের পশ্চাতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণগুলি ছিল –

- **1.** নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ **:** দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের নৌ - সেনাদের অতি নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ করা হতো । এর বিরুদ্ধে নৌ - সেনাদের প্রতিবাদে সরকার কর্ণপাত না করায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল ।
- **2.** বেতন বৈষম্য **:** সমযোগ্যতা সত্ত্বেও ভারতীয় নৌ - কর্মচারীদের ব্রিটিশ কর্মচারীদের মতো বেতন দেওয়া হতো না । বেতনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ভারতীয় নৌসেনাদের ক্ষুব্ধ করে তোলে ।
- **3.** পদোন্নতির সুযোগ না থাকা **:** ভারতীয় নৌ - কর্মচারীদের কোনোদিনই পদোন্নতি হতো না । অফিসাররা ছিলেন সকলেই শ্বেতাঙ্গ । এছাড়া ভারতীয় নৌসেনাদের চাকরির মেয়াদ শেষে পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা ছিল না । সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে এই স্বল্পতা ভারতীয় নৌসেনাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করে।
- **4.** ব্রিটিশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার **:** জাতি বিদ্বেষগত কারণে ব্রিটিশ কর্মচারীদের দেশীয় নৌকর্মচারীদের উপর দুর্ব্যবহারও নৌ - বিদ্রোহের অপর একটি কারণ ।
- **5.** দক্ষিণ এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম **:** নৌসেনারা ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরিত ভারতীয় নাবিকদের প্রত্যাবর্তন - এর দাবি জানায় । এই স্থানে কর্মসেনাদের এই দাবি না মানায় তারা বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায় ।
- **6. I.N.A** সেনাদের বিচার **:** আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতিদের লালকেল্লায় বিচার তদানীন্তন ভারতীয় সেনাদের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করে যার চরম অভিব্যক্তি ঘটে নৌ - বিদ্রোহের মাধ্যমে ।

বিদ্রোহের সূচনা **:** ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৮ ফেব্রুঃ বোম্বাই - এর নৌ - প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ' তলোয়ার ' জাহাজের ১৫০০ জন নাবিক অখাদ্য আহার গ্রহণে অস্বীকার করে । ঐদিনই জাহাজের যত্রতত্র ' জয়হিন্দ ' , ' ইনক্লাব জিন্দাবাদ ' , ' বন্দেমাতরম ' , ' ইংরেজ ভারত ছাড়ো ' ইত্যাদি লেখার অপরাধে বলাই দত্তকে গ্রেপ্তার করা হলে নৌ - বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ।

গুরুত্ব **:** ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিমলগ্নে সংঘটিত নৌ - বিদ্রোহের গুরুত্ব অপরিসীম । ডঃ সুমিত সরকার - এর মতে— " নৌসেনাদের অভ্যুত্থান আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিযুদ্ধের থেকেও ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ । "

- **1.** ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকট **:** নৌবিদ্রোহের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলে যায় এবং ইংরেজরা অনুধাবন করেন ভারতীয় নৌসেনাদের উপর ভরসা করে বেশিদিন রাজত্ব চালানো সম্ভব নয় ।
- **2.** সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি **:** নৌ - বিদ্রোহের দ্বারা হিন্দু - মুসলিম নৌসেনা ও সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই - এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় ।
- **3.** বীরোচিত সংগ্রাম **:** নৌ - বিদ্রোহের তীব্রতা ও বিস্তার লক্ষ করে সুমিত সরকার সহ অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে , নৌ - বিদ্রোহ ছিল বীরোচিত সংগ্রাম যা ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সংকেত দিয়েছিল ।
- **3.** ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত **:** গবেষক রজনীপাম দত্তের মতে নৌ - বিদ্রোহের ফলে আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করেছিল ।

মূল্য **:** ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে নৌ - বিদ্রোহ ছিল শেষ উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম । রজনীপাম দত্তের মতে " নৌ নাবিকদের অভ্যুত্থান , সাধারণ মানুষের সমর্থন এবং বোম্বাই - এর শ্রমিক শ্রেণির নায়কোচিত সিদ্ধান্ত ভারতের নবযুগের সংকেত দিয়েছিল যা ছিল ভারতীয় ইতিহাসে এক বৃহত্তম দিক চিহ্ন । "

৫. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান পর্যালোচনা করো।
উত্তরঃ সূচনা : ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের শেষ পর্বে একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং অন্যদিকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলাকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যমণ্ডিত

- **1.** জাতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র : অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে নেতাজি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নিজেকে সংযুক্ত করেন। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে 1937 এবং 1938 খ্রিস্টাব্দে পরপর দু'বার তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত এবং নির্বাচিত করা হয়।
- **2.** সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ : তার বিশ্বাস ছিল শান্তিপূর্ণ আলাপ - আলোচনার মাধ্যমে ইংরেজরা কোনো দিনই ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। তাই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার প্রয়াস চালান। এই জন্যে বিশ্বযুদ্ধকালে 1940 খ্রিস্টাব্দে ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় যদিও ব্রিটিশের কড়া প্রহরা এড়িয়ে জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে পড়েন।
- **3.** বৈদেশিক সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা : ভারত থেকে কাবুল হয়ে বার্লিনে যাওয়ার পথে নেতাজি মস্কোতে কিছুদিন অবস্থান করেন। মস্কোয় তিনি রুশ নেতাদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

এরপর জার্মানির বার্লিনে পৌঁছে প্রায় 20 জন প্রবাসী ভারতীয়কে নিয়ে গড়ে তোলেন ' Free India Centre '। এর কিছুদিন পরেই সেখানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে গঠন করেন ' Indialigion '। এরপর তিনি হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবনট্রপ - এর কাছে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ব্রিটিশ বিরোধী জাপানের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস লাভ করার জন্যে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা : 1943 খ্রিস্টাব্দে 21 অক্টোবর নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করার কথা ঘোষণা করেন যার লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত করা। © I.N.A- এর নেতৃত্ব গ্রহণ জাপানে ব্যাংককে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা INDIAN NATIONAL ARMY ' বা ' আজাদ হিন্দ ফৌজ ' - এর পরিচালনার মূল দায়িত্ব 1943 খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের পর তিনি গান্ধি বিগ্রেড , আজাদ বিগ্রেড , নেহেরু বিগ্রেডে বিভক্ত করে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পুনর্গঠন করেন।

ভারত অভিযান : 1943 খ্রিস্টাব্দে 23 অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর আজাদ হিন্দের সেনারা তাইপিং থেকে যাত্রা শুরু করে পাহাড় , পর্বত , নদী টপকে 406 মাইল পায়ে হেঁটে ভারত সীমান্তের দিকে পাড়ি দেন। অবশেষে কোহিমা পর্যন্ত এসে ভারতের মাটিতে তিরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজি 1946 খ্রিস্টাব্দে 6 এপ্রিল ' দিল্লি চলো ' - এর ডাক দেন। এছাড়া তিনি ঘোষণা করেন— " তোমরা আমাকে রক্ত দাও , আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। "
মূল্যায়ন : নেতাজি চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন তাই গান্ধিজি আজাদ হিন্দ বাহিনীর মূল্যায়নের বলেছিলেন— " যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের আশু লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি তবুও তারা এমন কিছু করেছে যে জন্যে তারা গর্ববোধ করতে পারে। "

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ (সপ্তম অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ (সপ্তম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. কেন্নানের বেষ্টনী নীতি বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জর্জ এফ . কেন্নান এক প্রবন্ধে রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং রাশিয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্য যে নীতি পেশ করেন সেটাই কেন্নানের বেষ্টনী নীতি।

২. লেভারে প্ল্যান বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ভিয়েতমিনদের সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ফরাসি সেনাপতি যে নতুন পরিকল্পনা নেন সেটাকেই বলা হয় নেভারে প্ল্যান ।

৩. কারা চিনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন ?
উত্তরঃ চৌ - এন - লাই , চু - তে , মাও - সে - তুং , লিও - কাও - চি প্রমুখের উদ্যোগে চিনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় ।

৪. ইয়াল্টা সম্মেলন কেন ডাকা হয় ?
উত্তরঃ এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যগুলি ছিল– (ক) যুদ্ধ - পরবর্তী সময়ে জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা (খ) পোল্যান্ডকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যা মীমাংসা করা (গ) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন ।

৫. ব্যালফুর ঘোষণাপত্র কী ?
উত্তরঃ ইংরেজ বিদেশ সচিব আর্থার ব্যালফু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন । এতে বলা হয় , প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য জাতীয় বাসভূমি গড়ে তোলায় সচেষ্ট হবে ব্রিটিশ সরকার ।

৬. কমিকন কীভাবে গড়ে ওঠে ?
উত্তরঃ মার্শাল পরিকল্পনার পাল্টা হিসেবে ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিকন (Council for Mutual Economic Assistance বা COMECON) নামে একটি আর্থিক সহায়তা পরিষদ গড়ে তোলে ।

৭. জোটনিরপেক্ষ নীতি বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী জোট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন জোট এর বাইরে থেকে নিরপেক্ষ অবস্থানের নীতিকেই বলা হয় জোটনিরপেক্ষ নীতি ।

৮. বার্লিন অবরোধ বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ বার্লিনে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাশিয়া ১৯৪৮ - এর ২৪ জুলাই বার্লিনে প্রবেশের সড়কপথগুলিতে অবরোধ শুরু করে । এটাই বার্লিন অবরোধ নামে বিখ্যাত ।

৯. ভিয়েতনামের যুদ্ধ বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ইন্দোচিনে হো - চি - মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামবাসীর দীর্ঘ লড়াই ভিয়েতনামের যুদ্ধ বলে পরিচিত । ১৯৪৫–৭৫ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল এই যুদ্ধ ।

১০. পঞ্চশীল নীতি কাকে বলে ?
উত্তরঃ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ - এন - লাই ১৯৫৪ সালে দ্বিতীয়বার ভারতে এসে দ্বিপাক্ষিক পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ৫ টি নীতি স্থির করেন । এটাকেই বলা হয় পঞ্চশীল নীতি ।

১১. লং মার্চ বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৯৩৬ - এর ১৬ অক্টোবর মাও - সে - তুং এবং চু - তের উদ্যোগে কমিউনিস্টদের ঐক্য বৃদ্ধির জন্য কিয়াংসি প্রদেশ থেকে শেনসি পর্যন্ত ৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করার ঘটনা লং মার্চ নামে বিখ্যাত ।

১২. কেন মার্শাল পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল ?
উত্তরঃ এর উদ্দেশ্য ছিল– (ক) রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিরোধ করা । (খ) ইউরোপের আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠা (গ) মার্কিন বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং (ঘ) কমিউনিস্টদের অগ্রগতি প্রতিহত করা ।

১৩. বুলগানিন কেন বিখ্যাত ?
উত্তরঃ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন বুলগানিন ।

১৪. সুয়েজ সংকট কেন দেখা যায় ?
উত্তরঃ মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসেরের ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করাকে কেন্দ্র করেই সুয়েজ সংকট দেখা দেয় ।

১৫. ভিয়েত কং বলতে কী বোঝো ?
উত্তরঃ ১৯৬০ খ্রিঃ উভয় ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী সামরিক বাহিনীকে বলা হতো ভিয়েত কং ।

১৬. **LAFP** এর সম্পূর্ণ নাম
উত্তরঃ Liberation Armed Force (PLAF) I The People's --

১৭. ট্রুম্যান নীতি গৃহীত হয় কেন ?
উত্তরঃ রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার রোধে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান নীতি ঘোষণা করেন ।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ (সপ্তম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. ‘ মাই লাই ’ ঘটনাটি ঘটে - (ক) ইন্দোনেশিয়ায় (খ) জাপানে (গ) ভিয়েতনামে (ঘ) কিউবাতে ।
উত্তরঃ (গ) ভিয়েতনামে

২. ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন - (ক) মার্কসবাদী (খ) সমাজবাদী কিউবার রাষ্ট্রপতি (গ) সাম্যবাদী (ঘ) পুঁজিবাদী ।
উত্তরঃ (খ) সমাজবাদী কিউবার রাষ্ট্রপতি

৩. ‘ দিয়েন - বিয়েন - ফু'র ঘটনা ঘটেছিল— (ক) কোরিয়ায় (খ) ভিয়েতনামে (গ) মিশরে (ঘ) আলজেরিয়ায় ।
উত্তরঃ (খ) ভিয়েতনামে

৪. আধুনিক মিশরের জনক - (ক) নাসের (খ) কাস্ত্রো (গ) মাও সে - তুং (ঘ) ভুট্টো ।
উত্তরঃ (ক) নাসের

৫. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় – (ক) ১৯৪৩ খ্রি : (খ) ১৯৪৪ (গ) ১৯৪৫ (ঘ) ১৯৪৬
উত্তরঃ (গ) ১৯৪৫

৬. ইয়মকিপুর যুদ্ধ (১৯৭৩ খ্রি .) কাদের মধ্যে সংঘটিত হয় ? (ক) সিরিয়া - মিশর (খ) আরব - ইজরায়েল (গ) আরব - সিরিয়া (ঘ) আরব - আমেরিকা
উত্তরঃ (খ) আরব - ইজরায়েল

৭. হ্যারি ট্রুম্যান ছিলেন মার্কিন – (ক) পররাষ্ট্র সচিব (খ) বিদেশমন্ত্রী (গ) অর্থমন্ত্রী (ঘ) রাষ্ট্রপতি ।
উত্তরঃ (ঘ) রাষ্ট্রপতি ।
(ঘ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ।

৮. মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল— (ক) রাশিয়া (খ) আমেরিকা (গ) ব্রিটেন (ঘ) ইতালি ।
উত্তরঃ (খ) আমেরিকা

৯. কবে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ - এর কথা ঘোষিত হয় ? (ক) ১৯৫৬ (খ) ১৯৫৮ (গ) ১৯৬০ (ঘ) ১৯৫৯ ।
উত্তরঃ (ক) ১৯৫৬

১০. ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- (ক) সুকর্ণ (খ) নগুয়েন গিয়াপ (গ) বাও দাই (ঘ) হো - চি - মিন -
উত্তরঃ (ঘ) হো - চি - মিন ।

১১. বার্লিন অবরোধ হয়েছিল – (ক) ১৯৪৪ (খ) ১৯৪৬ (গ) ১৯৪৫ (ঘ) ১৯৪৮ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (গ) ১৯৪৫

১২. দিয়েন - বিয়েন - ফু'র যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল— (ক) ভিয়েতনাম (খ) ফ্রান্স (গ) ইন্দোনেশিয়া (ঘ) রাশিয়া ।
উত্তরঃ (ক) ভিয়েতনাম

১৩. বান্দুং সম্মেলনে চিনের প্রতিনিধিত্ব করেন— (ক) মাও - সে - তুঙ (খ) চৌ - এন - লাই (গ) সান ইয়াৎ - সেন (ঘ) চেন - তু - শিউ ।
উত্তরঃ (খ) চৌ - এন - লাই

১৪. প্রতিষ্ঠার সময়ে ন্যাটোর সদস্যসংখ্যা ছিল— (ক) ৯ (খ) ১১ (গ) ১২ (ঘ) ২৪ টি দেশ ।
উত্তরঃ (গ) ১২

১৫. পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করেন— (ক) মাও জেদং (খ) জওহরলাল নেহরু (গ) জিমি কার্টার (ঘ) মার্শাল টিটো ।
উত্তরঃ (খ) জওহরলাল নেহরু

১৬. মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ছিল— (ক) ১৬ (খ) ২০ (গ) ২২ (ঘ) ২৫ ।
উত্তরঃ (ক) ১৬

১৭. ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত বিরোধী যে সামরিক চুক্তি হয়েছিল তা হলো— (ক) ন্যাটো (খ) ব্রাসেলস (গ) সিমেটো (ঘ) ওয়ারশ ।
উত্তরঃ (ক) ন্যাটো

১৮. কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল— (ক) আমেরিকা (খ) ব্রিটেন (গ) ফ্রান্স (ঘ) রাশিয়া ।
উত্তরঃ (ঘ) রাশিয়া ।

১৯. ২৭ দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল কোন সম্মেলনে ? (ক) বান্দুং (খ) বেলগ্রেড (গ) তেহরান (ঘ) নতুন দিল্লি।
উত্তরঃ (খ) বেলগ্রেড

২০. গণপ্রজাতন্ত্রী চিন প্রতিষ্ঠিত হয় - (ক) ১৯৪৫ (খ) ১৯৪৭ (গ) ১৯৪৮ (ঘ) ১৯৪৯ খ্রিঃ ।
উত্তরঃ (ঘ) ১৯৪৯ খ্রিঃ ।

২১. সিয়াং ফু ঘটনাটি ঘটে – (ক) ১৯৩৬ খ্রিঃ (খ) ১৯৪০ : (গ) ১৯৪২ : (ঘ) ১৯৪৫ খ্রিঃ ।

উত্তরঃ (ক) ১৯৩৬ খ্রিঃ

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ (সপ্তম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. সুয়েজ সংকট কেন দেখা দিয়েছিল ? অথবা , সুয়েজ সংকটের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো । এই সংকটে ভারতের কী ভূমিকা ছিল ?
উত্তরঃ মিশরের উত্তর - পূর্বে ইংরেজ ও ফরাসিদের তত্ত্বাবধানে সুয়েজ খাল খনন করা হয় ১৮৫৯ সালে । ১৮৬৯ সালে এটা দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে জাহাজ চলতে শুরু করে । ইউনিভার্সাল সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি নামে এক সংস্থাকে ৯৯ বছরের দীর্ঘমেয়াদি লিজে খালের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় । তবে মেয়াদ পূরণের আগে মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খাল এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাটির জাতীয়করণ করেন । ফলে সুয়েজ খালকে ঘিরে তৈরি হয় সমস্যা । এটাই ' সুয়েজ সংকট ' ।

সুয়েজ সংকটের গুরুত্ব / তাৎপর্য :

- **1.** সুদৃঢ় আরব ঐক্য : সুয়েজ সংকটকে ঘিরে পশ্চিম - বিরোধী মনোভাব আরব দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে । মিশর ও সিরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠিত হয় ' সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ' । নাসের হন তার প্রথম রাষ্ট্রপতি ।
- **2.** নাসেরের মর্যাদা বৃদ্ধি : আরব জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাসেরের মর্যাদা বেড়ে যায় । তিনি আধুনিক সালাদিন ' অভিধা পান । মিশর ও সিরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (UAR । প্রথম রাষ্ট্রপতি হন নাসের ।
- **3.** ব্রিটেন - ফ্রান্সের কর্তৃত্ব হ্রাস : সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে যে দ্বিতীয় আরব - ইজরায়েল যুদ্ধ হয় তার জেরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কর্তৃত্বের অবসান হয় । পদত্যাগ করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেন । অন্যদিকে , আলজেরিয়াও ফ্রান্সের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ফিরে পায় ।
- **4.** শত্রুতা বৃদ্ধি ঃ সুয়েজ সংকটের জেরে মিশর - ইজরায়েলের শত্রুতা বৃদ্ধি পায় । ইজরায়েলকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতা বাড়ে ।
- **5.** সুয়েজে মিশরের কর্তৃত্ব ঃ সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করার পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক দুনিয়া স্বীকৃতি দেয় । ফলে সুয়েজ খালের উপর মিশরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ।

সুয়েজ সংকট সমাধানে ভারতের ভূমিকা : ভারত সুয়েজ খাল ব্যবহার করত । সেজন্য এই সমস্যা সমাধানে ভারতের স্বার্থ জড়িত ছিল ।

- **1.** প্রাথমিক প্রচেষ্টা : ভারত মনে করত , সুয়েজ খাল মিশরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তবে এও জানিয়ে দিয়েছিল , খাল যারা ব্যবহার করে তাদের পরামর্শও মিশরের মেনে চলা উচিত ।
- **2.** বিদেশমন্ত্রীর মাধ্যমে : ১৯৫৬ সালে লন্ডন সম্মেলনে মিশরের কোনো প্রতিনিধি যোগ দেননি। ভারতের প্রতিনিধিবিদেশমন্ত্রীকৃষ্ণমেননদু'পক্ষের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন । কৃষ্ণ মেনন পাঁচ দফা পরিকল্পনা পেশ করেন । তিনি সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের পাশাপাশি মিশরের উপর খাল রক্ষার পরামর্শ দেন ।
- **3.** প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে : ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উসকানিতে মিশরের উপর ইজরায়েলের আক্রমণের নিন্দা করে ভারত । প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এটিকে ' নগ্ন আক্রমণ ' বলে সমালোচনা করেন ।
- **4.** জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ : জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসেবে মিশরে সেনা পাঠায় ভারত । যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে এবং বিদেশি সৈন্য অপসারণের বিষয়ে জাতিপুঞ্জে আলোচনা চলাকালে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. বিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো ।
অথবা , ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের উত্থানের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করো ।

উত্তরঃ সূচনা : সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে চিনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব , যা চিনের একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে । গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে ৪ মে (১৯৪৯) আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছিল তার ফলেই ১৯৪৯ - এ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে । |
চিনা কমিউনিস্ট দলের উদ্দেশ্য : চিনা কমিউনিস্ট দলের উদ্দেশ্য ছিল—

- 1. চিনে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের অবসান ।
- 2. চিনের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা করা এবং
- 3. চিনা সমরনায়কদের (war lords) বিলোপ সাধন ।

কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর চিনে কমিউনিস্ট ও কুয়োমিনটাং দলের মধ্যেকার যুদ্ধকালীন সমঝোতা নষ্ট হয় । কুয়োমিনটাং দল ও চিনা কমিউনিস্ট বাহিনীর মধ্যে জাপান অধিকৃত চিনের ভূখণ্ড দখল করা ও ফেলে যাওয়া বিপুল সমরাস্ত্র লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় । উত্তর , দক্ষিণ ও মধ্যচিনের ১৮ টি যুক্তাঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকায় কমিউনিস্টরাই এই দ্বন্দ্বে এগিয়ে যায় ।

লং মার্চ : মাঙ - জে - দঙের নেতৃত্বে চিনা কমিউনিস্টরা দক্ষিণ - পূর্ব চিনের ' কিয়াং - শি ' প্রদেশ থেকে উত্তরে ' শেন - সি ' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয় । এই পদযাত্রা ইতিহাসে লং মার্চ (১৯৩৪ খ্রি :) নামে পরিচিত ।

পদযাত্রার বর্ণনা : ৩৭০ দিন ধরে (১৯৩৪ খ্রি : ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫ খ্রি : ২০ অক্টোবর) পায়ে হেঁটে সুদীর্ঘ ২৫০০ কিমি পথ অতিক্রম করে পদযাত্রীরা ' শেন - সি ' প্রদেশে পৌঁছায় । সরকারি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে তারা পায়ে হেঁটে অগ্রসর হয় । তবে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৮ হাজার জন শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিল ।

লংমার্চের গুরুত্ব : লং মার্চ নানা কারণে চিনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ । যেমন— 1. এই দীর্ঘ পদযাত্রা চলাকালীন কমিউনিস্ট নেতারা চিনের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন । 2. কষ্টকর দীর্ঘ পদযাত্রার মধ্য দিয়ে চিনা কমিউনিস্টরা কষ্ট সহিষ্ণুতার শিক্ষা পেয়েছিল । 3. এই দীর্ঘ পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে চিনের মাটিতে লালফৌজের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশিত হয়েছিল ।

চিনা প্রজাতন্ত্র গঠন : চিনের মূল ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ হয়ে চিয়াং কাইশেক ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেন । আর চিনের মূল ভূখণ্ডে মাও জে দ - এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চিন । প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন মাও জে দঙ এবং প্রধানমন্ত্রী হন চৌ - এন - লাই ।

কমিউনিস্টদের সাফল্যের কারণ : মাও - জে - দহ - এর সাফল্যের কারণ হলো 1. কুয়োমিং তাং সরকারের দুর্নীতি ও অযোগ্যতা । 2. চিয়াং - কই - শেক শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটাতে পারেননি এবং বস্ত্রশিল্পে শিশুশ্রমিক বন্ধের ব্যবস্থা নেননি । 3. কৃষকদের দারিদ্র্য দূরীকরণে কুয়োমিং তাং সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি । এছাড়া কমিউনিস্ট সেনাপ্রধান লিন বিয়াও , চৌ তেই (Chu Teh) চি - এন - এই (ch - en - yi) প্রমুখ কুয়োমিং তাদের চেয়ে অনেক দক্ষ ও দূরদর্শী ছিলেন ।
উপসংহার : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাও জে দ - এর নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়শক্তি হিসেবে নয়া চিনের অভ্যুদয় আধুনিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ।

৩. ঠান্ডা লড়াইয়ের পটভূমি অথবা কোন পরিস্থিতিতে ঠান্ডা লড়াই - এর উদ্ভব হয় ?
উত্তরঃ ঠান্ডা লড়াইয়ের পটভূমি :
ত্বলশেভিক বিপ্লবের বিরোধিতা : ঠান্ডা লড়াই মূলত ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পরে শুরু হলেও এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের হাত ধরে । কারণ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবকে দমন করতে আমেরিকা ষড়যন্ত্রের সমর্থনে রাশিয়ায় সেনা পাঠায় ।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্ন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নে জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে মতভেদ শুরু হয় । এই মতভেদ পরবর্তীতে ঠান্ডা লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ।

মার্কিন সেনাদপ্তর পেন্টাগনের প্রভাব : মার্কিন সামরিক দপ্তর পেন্টাগনের সদস্যগণ ছিলেন সাম্যবাদ বিরোধী । সুতরাং তাঁরা মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন ।

পারস্পরিক সন্দেহ : কিছু ঐতিহাসিকের মতে , পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া মিলিতভাবে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল । কিন্তু যুদ্ধ শেষে কোনো সাধারণ শত্রুর অবর্তমানে তাদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস আবার তীব্র হয় ।

ফুলটন বক্তৃতা : কিছু ঐতিহাসিকের মতে , ১৯৪৬ - এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে ফুলটন নামক স্থানে বক্তৃতায় আমেরিকাকে সতর্ক করে বলেন যে উত্তরে বার্লিন শহরের বিস্তৃত এলাকা এখন সোভিয়েত রাশিয়ার লৌহ যবনীকার অন্তরালে আচ্ছাদিত । এখন যদি সতর্ক না হওয়া যায় তাহলে রাশিয়া সম্পূর্ণ ইউরোপকে গ্রাস করবে ।

ট্রুম্যান নীতি : গ্রিস , তুরস্ক ও ইরানে রুশ অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিলে এদেশগুলিকে রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান গ্রিস ও তুরস্ক সহ বিশ্বের যে কোনো দেশে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন । এই ঘোষণা ট্রুম্যান নীতি নামে পরিচিত ছিল ।

মার্শাল পরিকল্পনা : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন মার্শাল ইউরোপে আর্থিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন যা মার্শাল পরিকল্পনা নামে খ্যাত । তবে এই পরিকল্পনায় রাশিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় ।

জার্মান সমস্যা : জার্মানিকে কেন্দ্র করে ক্রমেই ঠান্ডা লড়াই ব্যাপক আকার ধারণ করে । সমগ্র জার্মানির ঐক্যবদ্ধতার সমাধান না করে সমগ্র জার্মানি দু'টি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করেন । দুই জার্মনির দু'ধরনের আর্থ - রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠান্ডা লড়াইয়ের খোরাক জোগাতে থাকে ।

রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া : মার্শাল পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া তার মিত্র দেশগুলিকে নিয়ে গড়ে তোলে কমিকন । এরপর রাশিয়া বার্লিন অবরোধ করলেও মিত্রশক্তির তৎপরতায় অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় যা উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের সূচনা করে ।

বিভিন্ন জোট : উভয়পক্ষই এরপর থেকে নিজেদের প্রভাব বুদ্ধিতে সচেষ্ট হয় । ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র NATO গঠন করে । পক্ষান্তরে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিকন গঠিত হয় । এছাড়া দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে SEATO ।

মূল্যায়ন : পরিশেষে বলা যায় যে কেবলমাত্র ইউরোপে নয় ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে । এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় বার্লিন সংকট , কোরিয়া সংকট ও কিউবা সংকটের মধ্য দিয়ে ।

৪. সুয়েজ সংকটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । অথবা , সুয়েজ সংকট সৃষ্টির কারণগুলি লেখো । আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর ফলাফল বা গুরুত্ব কী ছিল ?

উত্তরঃ সূচনা : মিশর দেশের উত্তর - পূর্ব দিকে ইংরেজ ও ফরাসিদের তত্ত্বাবধানে খনন করা একটি খাল হলো সুয়োজ খাল মিশরের সাথে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সুয়েজ খালের জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয় যা ইতিহাসে সুয়েজ সংকট নামে পরিচিত ।

সুয়েজ সংকটের কারণ :
ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের দায়িত্ব : আরব - ইজরায়েল দ্বন্দ্ব চলাকালে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইজরায়েলে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করায় আরব অসন্তুষ্ট হয় । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ খালের ওপর অধিক নির্ভরশীল ছিল । এইসময় মার্কিন বিদেশমন্ত্রী ডালেস যখন সুয়েজখাল ব্যবহারকারী দেশগুলিকে নিয়ে এক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেন সেইসময় ব্রিটেন ও ফ্রান্স সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি । পরবর্তীতে জাতিপুঞ্জে মিশর এই প্রস্তাব তুলে ধরলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ খালের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় , যা নাসেরের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না ।

বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প : রাষ্ট্রপ্রধান নাসের চেয়েছিলেন মিশরের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নীলনদের ওপর আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করতে । কিন্তু তা তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন , তা বিশ্বব্যাঙ্ক দিতে রাজি হলেও আমেরিকা ও ব্রিটেনের প্ররোচনায় বাতিল হয়ে যায় । ফলে নাসের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন ।

নাসেরের পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব : মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান দামাল আবদেল নাসের কখনোই চাননি ইজিপ্টে ইংল্যান্ডের সৈন্যরা অবস্থান করুক । তাই তিনি ইংল্যান্ডকে চাপে রাখার জন্যে সোভিয়েত সামরিক শক্তির সাহায্যে জরুরি বলে মনে করেন । এই লক্ষ্যে তিনি একসঙ্গে জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন ও ইঙ্গ - মার্কিন গোষ্ঠীর বিরোধিতা শুরু করেন ।

সুয়েজ খাল জাতীয়করণ : ক্ষুব্ধ নাসের সুয়েজ খাল এবং সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানির জাতীয়করণ করেন এবং ঘোষণা করেন— এই সুয়েজ খাল থেকে আদায় করা অর্থ আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে খরচ করা হবে । কোম্পানির বিদেশি অংশীদারদের প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । আন্তর্জাতিক যোগসূত্র হিসেবে সবদেশের জাহাজ জলপথ ব্যবহার করতে পারবে । এর ঠিক তিনমাস পর 1956 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের গোপন প্ররোচনায় ইজরায়েল মিশর আক্রমণ করে ।

সুয়েজ সংকটের ফলাফল : 1956 খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ সংকট আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । গুরুত্ব ও ফলাফলগুলি হলো—

- **1.** আরব দুনিয়ার পশ্চিমি বিদ্বেষ : প্রথম আরব - ইজরায়েল যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমি শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থে নানাভাবে ইজরায়েলকে সাহায্য স্ট করেছিল । এমতাবস্থায় সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে মিশরের ওপর ইঙ্গ - ফরাসি আক্রমণ শুরু হলে মিশর সহ গোটা আরব দুনিয়ায় পশ্চিম বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয় ।
- **2.** শত্রুতা বৃদ্ধি : সুয়েজ খাল মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে শত্রুতাকে চরমে নিয়ে যায় । ইজরায়েলকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি আরো জটিল হয়ে ওঠে ।
- **3.** পশ্চিমি শক্তিবর্গের মতভেদ : সুয়েজ সংকট পশ্চিমি দুনিয়ায় ঐক্যে ফাটল ধরায় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিশরে ইঙ্গ - ফরাসি আক্রমণকে সমর্থন করেনি ।
- **4.** সোভিয়েত ইউনিয়নের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি : সুয়েজ সংকট থেকে পুরো ফায়দা তোলে সোভিয়েত ইউনিয়ন । আরব - ইজরায়েল সংঘর্ষে নৈতিকভাবে আরবদের পাশে থাকায় আরব দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ।
- **5.** মিশরের কর্তৃত্ব : মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে আন্তর্জাতিক দুনিয়া স্বীকৃতি দিলে সুয়েজ খালের ওপর মিশরের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

৫ ট্রুম্যান নীতি কী ? মার্শাল পরিল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল ?
উত্তরঃ ট্রুম্যান নীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্ব পরস্পর বিরোধী দু'টি পৃথক শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায় । এর একদিকে ছিল আমেরিকা এবং অপরদিকে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া । ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসের এক বক্তৃতায় আশ্বাস দেন যে যদি কোনো মুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা কোনো বিদেশি রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তা হলে আমেরিকা তাদের সাহায্য করবে । রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের এই ঘোষণা ট্রুম্যান নীতি ' নামে পরিচিত ।
মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য : মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের আর্থিক পুনরুজ্জীবন - এর এই উদ্দেশ্যগুলি ছিল এই রকম ।

অর্থনৈতিক উজ্জীবন : মার্শাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক পুনরুজ্জীবন । এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৮-৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট ১২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয় । এই আর্থিক সাহায্য পাবার ফলে ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনীতি পূর্বের ন্যায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।

অর্থ অনুমোদন : মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্রপতি টুম্যান কর্তৃক ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে মার্কিন কংগ্রেসে ১৭ বিলিয়ন ডলার অর্থ মঞ্জুরের জন্য বিল উত্থাপন করা হলে ১৩ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করা হয় ।

পরিকল্পনা গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে ইউরোপের ছোটো - বড়ো মিলে ১৬ টি দেশ মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল । এই পরিকল্পনা গ্রহণকারী দেশগুলি একত্রিত হয়ে ' European Economic Co - operation ' বা EEC নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে ।

রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে রাশিয়া যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল সেই কারণেই মূলত মার্শাল পরিকল্পনায় ঋণ গ্রহণের পথ খোলা থাকলেও রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলটোভ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি । এছাড়া মার্শাল পরিকল্পনা ছিল ' ডলার সাম্রাজ্যবাদের ' পরিকল্পিত রূপ । এর দ্বারা আমেরিকা সাহায্য গ্রহণ করা দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে যা রাশিয়া কখনোই চাইত না ।

পূর্ব ইউরোপের বয়কট নীতি : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত ছিল ।

৬. পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতিকরণের উদ্দেশ্য কী ছিল ? বিভিন্ন দেশে এর কী প্রভাব পড়েছিল ?
অথবা , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া কীভাবে পূর্ব ইউরোপে তার প্রাধান্য স্থাপন করেছিল ? অথবা , পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে রুশিকরণ নীতি / সাম্যবাদের বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করো ।
উত্তরঃ সূচনা : 1945 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইউরোপে বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে এক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্ব ইউরোপে এক সামরিক ও রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল । এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া । এইসময়ে রাশিয়ার স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লাল ফৌজ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে । এই ঘটনা আন্তর্জাতিক ইতিহাসে রুশিকরণ নীতি নামে পরিচিতি ।

রুশিকরণ নীতির উদ্দেশ্য : যেসকল আর্থ - সামরিক ও আদর্শগত কারণে রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদী নীতি বিস্তার করেছিল সেগুলি ছিল এইরকম—

- **1.** নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্য : রাশিয়া আক্রমণকারী শক্তিগুলি বারংবার পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে দিয়েই রাশিয়ায় প্রবেশ করত । আর এই কারণেই স্ট্যালিন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেই নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে রুশিকরণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন ।
- **2.** সাম্যবাদের প্রসারে : রাশিয়া নিজেদের সাম্যবাদী আদর্শ বিশ্বজুড়ে বিস্তারের লক্ষ্যে পূর্ব ইউরোপ দিয়ে সাম্যবাদী বিস্তার নীতির সূচনা করেছিল । স্ট্যালিন চেয়েছিলেন পুঁজিবাদী নীতির অবসান করে সমাজতান্ত্রিক নীতির বিস্তার ঘটাতে ।
- **3.** অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল তার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে সেখানকার সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ।
- **4.** সামরিক উদ্দেশ্য : স্ট্যালিন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে সেখানকার সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে সমগ্র রাশিয়ায় এক শক্তিশালী নিরাপত্তার বলয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

রুশিকরণ পদ্ধতি এবং তার প্রভাব :

- **1.** রুশ সংবিধানের বিস্তার : স্ট্যালিনের রুশিকরণ নীতির অন্যতম ফলাফল ছিল রুশ সংবিধানের বিস্তার । পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের সংবিধানগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে রুশ সংবিধানের অনুকরণ করতে শুরু করেছিল ।
- **2.** নির্বাসিত সরকারের উচ্ছেদ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের যেসকল দেশ নির্বাসনের ফলে নিজ শাসন চালাতে শুরু করেছিল সেখানে রুশিকরণ নীতির ফলে রাশিয়ার শাসন পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল।
- **3.** গণভোটের মাধ্যমে প্রচলন : রুশিকরণ নীতির দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করে নিয়ন্ত্রিত গণভোটের মাধ্যমে তা প্রবর্তন করা হয় । অর্থাৎ সোভিয়েত সংবিধানের অনুকরণে এই সংবিধান রচনা করা হতো ।
- **4.** সামরিক প্রভাব : পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী ওরুশনির্ভর করার জন্য 1952 খ্রিস্টাব্দে একটি সামরিক সংহতি কমিটি গঠিত হয় । রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বুলগানিন ছিলেন এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট ।

৭. ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝো । ঠান্ডা লড়াইয়ের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করো ।
উত্তরঃ সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিধর দুই রাষ্ট্র রাশিয়া এবং আমেরিকা নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে একদিকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট ও অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট গড়ে তোলে সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই দ্বিমেরুকরণের রাজনীতি ঠান্ডা লড়াই - এর সৃষ্টি করে । এম . এস . রজেম - এর মতে , ঠান্ডা লড়াই ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব , আদর্শের সংঘাত , জীবনধারার বিরোধ থেকে উদ্ভূত ।

ঠান্ডা লড়াই - এর প্রধান বৈশিষ্ট্য—

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তীতে একদিকে আমেরিকা এবং অপরদিকে রাশিয়া হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকে সমগ্র বিশ্বে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলে শুরু হয় ঠান্ডা লড়াই ।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের দ্বন্দ্ব : রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমর্থনলাভের জন্য দ্বন্দ্ব উদ্ভব ঘটায় দ্বিমেরু রাজনীতির ।

রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত বিভেদ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও সাম্যবাদের পক্ষে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় ।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি : উভয় রাষ্ট্রেই নিজ নিজ সামরিক শক্তির প্রদর্শনের লক্ষ্যে বিভিন্ন শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে যা সমগ্র বিশ্বে এক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে ।

আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা : দু'পক্ষেরই অনুগত কোনো রাষ্ট্র কোনো অঞ্চলে যুদ্ধরত হলে ঐ যুদ্ধকে ঐ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখতে উভয়েই তৎপর হয়ে ওঠে ।

ঠান্ডা লড়াই : এর প্রভাব
ঠান্ডা লড়াই - এর আবর্তে জড়িয়ে পড়া : দু'টি শক্তিশালী রাষ্ট্র রাশিয়া ও আমেরিকা নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের ঠান্ডা লড়াই - এর পরিবেশ তৈরি করলে কখনোই নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি অথচ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে ঠান্ডা লড়াই - এর আবর্ত থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি ।

আমেরিকা ও রাশিয়ার আধিপত্ত বিস্তারের প্রচেষ্টা : ধনতান্ত্রিক আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার মধ্যে ইউরোপকে কেন্দ্র করে ঠান্ডা লড়াই - এর যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া মহাদেশের মধ্যে । দুই

কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ , সুয়েজ সংকট , আরব - ইজরায়েল বিরোধ , ভিয়েতনাম সংকট , ইরাক - ইরান যুদ্ধ , ইরাক - কুয়েত লড়াই , পাকিস্তান - ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি হলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

শক্তিজোটগুলির প্রভাব : রাশিয়া ও আমেরিকার ঠান্ডা লাড়াইকে কেন্দ্র করে উভয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ স্বার্থে গড়ে তুলেছিল একাধিক সংগঠন । দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংস্থা MEDO , মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিরক্ষা সংস্থা SEATO , সেন্ট্রাল টিটি অরগানাইজেশন প্রভৃতি ঠান্ডা লড়াইকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল ।

অব - উপনিবেশীকরণ (অষ্টম অধ্যায়)

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর | অব - উপনিবেশীকরণ (অষ্টম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. নেহরু মহলানবিশ মডেল কাকে বলে ?
উত্তরঃ প্রখ্যাত ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদ পি . সি . মহলানবিশ ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া বা মডেল তৈরি করেন । প্রধানমন্ত্রী নেহরু সামান্য সংশোধনের পর এটি প্রয়োগ করেন । এটাকেই বলা হয় নেহরু - মহলানবিশ মডেল ।

২. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও সময় লেখো ।
উত্তরঃ এই পরিকল্পনার সময়কাল ১৯৬১–৬৬ খ্রিঃ । লক্ষ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা । খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ।

৩. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ২ টি গুরুত্ব লেখো ।
উত্তরঃ প্রথমত , অর্থনীতিতে গতি আসে । দ্বিতীয়ত , জাতীয় আয় ৬.২১ শতাংশ হারে । বৃদ্ধি পায় ।

৪. হোমি জাহাঙ্গির ভাবা'র পরিচয় দাও ।
উত্তরঃ নেহরুর সময়কালে ভারতের পারমাণবিক গবেষণার মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন ভাবা । ১৯৪৮ সালে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় শক্তি কমিশন গড়ে ওঠে ।

৫. **SAARC-** এর সম্পূর্ণ নাম কী ?
উত্তরঃ South Asian Associasion for Regional Co - Operation .

৬. অব - উপনিবেশীকরণ কাকে বলে ? এর প্রথম প্রয়োগ কে করেন ?
উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করে । এই ঘটনাকেই বলা হয় অব - উপনিবেশীকরণ । সর্বপ্রথম জার্মান বিশেষজ্ঞ মরিৎস জুলিয়াস বন ১৯৩২ সালে এই শব্দটি প্রয়োগ করেন ।

৭. কী কারণে উপনিবেশবাদের অবসান হলো ?
উত্তরঃ প্রথমত , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - পরবর্তী সময়ে ফ্রান্স , ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের আর্থিক প্রতিপত্তি কমে যাওয়ায় উপনিবেশগুলি ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না । দ্বিতীয়ত , উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন করে দেওয়ার বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা চাপ দিচ্ছিল ।

৮. আলজেরিয়া কবে স্বাধীনতা পায় ? প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী ?
উত্তরঃ ফ্রান্সের কবল থেকে ১৯৬২ সালে মুক্ত হয় আলজেরিয়া । প্রথম রাষ্ট্রপতি হন আহম্মদ বেন বেল্লা ।

৯. বাংলা ভাষার জন্য কবে পূর্ববঙ্গে চূড়ান্ত আন্দোলন হয় ? এতে কারা শহিদ হন ?
উত্তরঃ বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গে জোরদার আন্দোলন হয় । আন্দোলনে পাক পুলিশের গুলিচালনায় প্রাণ দেন মহম্মদ সালাউদ্দিন , আব্দুল জববার , আবুল বরকত ও রফিকউদ্দিন ।

১০. কবে হয়েছিল সিক্কাক - এর যুদ্ধ ? যুদ্ধে কে হেরে যায় ?
উত্তরঃ ১৮৩৬ সালে আলজেরিয়ার লড়াকু নেতা আল - কাদিরের গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে ফরাসি বাহিনীর যুদ্ধ হয় । সিক্কাক - এর যুদ্ধে আল - কাদির হেরে যান ।

১১. পাকিস্তানের পার্লামেন্টের ক'টি কক্ষ ? কী কী ?
উত্তরঃ পাক আইনসভার ২ টি কক্ষ । উচ্চকক্ষ সিনেট এবং নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদ নাম

১২. কার নেতৃত্বে , কবে ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গড়ে ওঠে ?
উত্তরঃ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে যোজনা কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন গড়ে তোলা হয় ।

১৩. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
উত্তরঃ প্রথমত , এর মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির স্থবিরতা গতিশীল হয়ে ওঠে । দ্বিতীয়ত , দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতি যাত্রা শুরু করে ।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো | অব - উপনিবেশীকরণ (অষ্টম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. ইন্দোনেশিয়া কাদের উপনিবেশ ছিল ? (ক) স্পেনীয়দের (খ) ব্রিটিশদের (গ) পোর্তুগিজদের (ঘ) ডাচদের ।
উত্তরঃ (ঘ) ডাচদের ।

২. স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি হন— (ক) ম্যান্ডেলা (খ) ড . সুকর্ণ (গ) সুহার্তো (ঘ) হাব্বিবি ।
উত্তরঃ (খ) ড . সুকর্ণ

৩. শ্রীলঙ্কার আগের নাম ছিল— (ক) লাক্ষাদ্বীপ (খ) সিংহল (গ) মালদ্বীপ (ঘ) লঙ্কাদ্বীপ ।
উত্তরঃ (খ) সিংহল

৪. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে - (ক) ১৩ আগস্ট (খ) ১৫ আগস্ট (গ) ১৪ আগস্ট (ঘ) ১৬ আগস্ট ।
উত্তরঃ (গ) ১৪ আগস্ট

৫. কায়েদ - ই আজম বলা হতো— (ক) আগা খাঁ - কে (খ) জিন্নাকে (গ) চিরাগ আলিকে (ঘ) সলিম উল্লাহকে।
উত্তরঃ (খ) জিন্নাকে

৬. পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন— (ক) জিন্না (খ) আয়ুব খান (গ) ভুট্টো (ঘ) কেউই নন ।
উত্তরঃ (ক) জিন্না

৭. ভারতীয় অর্থনীতিকে বলা হয়- (ক) মিশ্র (খ) সমাজতান্ত্রিক (গ) পুঁজিবাদী (ঘ) সাম্যবাদী ।
উত্তরঃ (ক) মিশ্র

৮. সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— (ক) ঢাকায় (খ) ব্যাঙ্গালোরে (গ) ইসলামাবাদে (ঘ) কাঠমান্ডুতে ।
উত্তরঃ (ক) ঢাকায়

৯. অব উপনিবেশীকরণ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন— (ক) ই . এইচ . কার (খ) জুলিয়াস বন (গ) জে . এল . নেহরু (ঘ) ড . সুকর্ণ ।
উত্তরঃ (খ) জুলিয়াস বন

১০. ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল— (ক) ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (খ) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে

১১. ১৯৯০ - এর দশকে অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি প্রবর্তিত হয় কোন প্রধানমন্ত্রীর সময়ে ? (ক) মনমোহন সিং (খ) পি.ভি. নরসিমা রাও (গ) রাজীব গান্ধি (ঘ) বাজপেয়ী ।
উত্তরঃ (খ) পি.ভি. নরসিমা রাও

১২. আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত হয়— (ক) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ।
উত্তরঃ (খ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে

১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধাননেতা ছিলেন— (ক) শেখ মুজিবুর (খ) মহম্মদ আলি জিন্না (গ) তাজউদ্দিন আহমেদ (ঘ) মহাত্মা গান্ধি ।
উত্তরঃ (ক) শেখ মুজিবুর

১৪. অব - উপনিবেশীকরণের ফলে উত্থান ঘটে— (ক) প্রথম বিশ্বের (খ) দ্বিতীয় বিশ্বের (গ) তৃতীয় বিশ্বের (ঘ) পঞ্চম বিশ্বের ।
উত্তরঃ (গ) তৃতীয় বিশ্বের

১৫. ইন্দোচিনে কাদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ? (ক) ব্রিটেনের (খ) ফ্রান্সের (গ) ডেনমার্কের (ঘ) রাশিয়ার ।
উত্তরঃ (খ) ফ্রান্সের

১৬. আলজেরিয়া কাদের উপনিবেশ ছিল ? (ক) দিনেমারদের (খ) পোর্তুগালের (গ) ফরাসিদের (ঘ) আমেরিকার
উত্তরঃ (গ) ফরাসিদের

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর | অব - উপনিবেশীকরণ (অষ্টম অধ্যায়) - দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস সাজেশন | HS Class 12 History Suggestion :

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । এই যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল ?
উত্তরঃ ভূমিকা : বাংলদেশ হলো ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র অনেক রক্ত ঝরিয়ে অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উত্থান ঘটে । ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান । ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকে পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ থাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত । পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি আর পাকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যাবেশি । পূর্ব পাকিস্তানের নাম হয় বাংলাদেশ । স্বাধীনতা লাভের কিছু কাল পরেই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট : ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল । কিন্তু বাঙালিরা স্বাধীনতার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলছিল । অবশেষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের শহিদের ফলে এই বিপ্লবের অবসান ঘটে । ↑

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পিছনে আছে ঐতিহাসিক ঘটনা । ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ - উদ্ - দৌলা ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন । এর ফলেই বাংলায় স্বাধীনতার অবসান হয় । সেই সময় ইংরেজদের আধিপত্য বেশি থাকায় ইংরেজদের শাসনে বাঙালি জাতিকে থাকতে হতো । ইংরেজরা দুশো বছর শাসন চালিয়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ করে চলছিল । তার ফলে এই সকল মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ জাগায় সংগ্রাম গড়ে ওঠে ।

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত : বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরেও বাঙালিদের স্বাধীনতা লাভ করার পরেও বাঙালিদের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষণ চালাত । যার ফলে বাঙালিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা প্রতিরোধের জন্য নিজের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে মুক্তিযুদ্ধ করে ।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মজম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে ঘোষণা করে । এরপর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ উন্মোচিত হয় । ' সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ' এর মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় । আবার ছাত্র নেতারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়ার কারণে তারা তীব্র প্রতিবাদ জানায় তাদের ভাষা বাংলা করার জন্য । ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে । এর ফলে বাঙালিরা আরও ক্রুদ্ধ হয় স্বাধিকার আদায়ের জন্য । এরপর ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দাবি জানায় । তারপর ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করানো হয় । এরপর সারা বাংলা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে স্বাধীনসংগ্রাম গড়ে ওঠে ।

সরকার গঠন : তাজাউদ্দীন আহমদ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুজিবনগর - এ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন হয় । বাংলাদেশের সরকারের রাষ্ট্রপতি হন মুজিবুর রহমান । উপরাষ্ট্রপতি হন সৈয়দ নজরুল আর প্রধানমন্ত্রী হন তাজাউদ্দীন আহমদ । প্রধান সেনাপতি হন কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী । মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় সরকার গঠনের মাধ্যমে ।

মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিবাহিনী গঠন : প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে । পুলিশ , ছাত্র - জনতা , সামরিক - বেসামরিক মানুষদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় । মুক্তিবাহিনী গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে । "

সহযোগিতা : মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে । বিভিন্ন অস্ত্র , সেনাবাহিনী কূটনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে । মুক্তিযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় । পাকিস্তানে বিমান হামলার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশকে ।

চূড়ান্ত পর্যায় : বাংলাদেশের পক্ষে জগজিৎ সিং আরোরা আর পাকিস্তানের পক্ষে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে মুক্তি যুদ্ধের অবসান ঘটায় । আর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রূপ পায় ।

ভারতের ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় , বহুলোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে । পাকিস্তানিদের আক্রমণ , হত্যালীলা ধ্বংসলীলা প্রভৃতি ভারতকে ভাবিয়ে তুলেছিল । তাই সেসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধি নির্দ্বিধায় সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় । পূর্ববঙ্গকে তিনি সেনাবাহিনী , শরণার্থীদের আশ্রয় , অস্ত্রশস্ত্র , যুদ্ধ কৌশল , কূটনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন । সকল রকম সাহায্য পেয়ে পাকবাহিনীকে পূর্ববঙ্গের যোদ্ধারা পরাস্ত করে ।

পরিশেষে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল ছাত্র , কৃষক , শ্রমিক , বুদ্ধিজীবিরা মিলিত হয়ে সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সার্থকতা লাভ হয়েছে ।

২. ‘ উপনিবেশবাদ ’ ও ‘ অব - উপনিবেশবাদ ' কাকে বলে ? অব - উপনিবেশীকরণের রাজনৈতিক তাৎপর্য আলোচনা করো।
অথবা , বি - উপনিবেশীকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। বি - উপনিবেশীকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তরঃ উপনিবেশবাদ : ল্যাটিন শব্দ ‘ Colonia ’ থেকে ইংরেজি ‘ Colony ’ শব্দের উৎপত্তি। ‘ Colonialism'- এর অর্থ উপনিবেশবাদ। বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণ অর্থে , ঔপনিবেশিক শক্তি এবং উপনিবেশের মধ্যে বৈষম্যমূলক সম্পর্ককে বলে উপনিবেশবাদ। ' এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সেস ’ নামক গ্রন্থে উপনিবেশবাদ বলতে ভৌগোলিক এলাকায় আধিপত্যের পাশাপাশি সেখানকার রাজনীতি এবং অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে , কোনো ভূখণ্ড এবং সেখানকার জনগোষ্ঠীর উপর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে বলে উপনিবেশবাদ।

অব - উপনিবেশবাদ : জার্মান বিশেষজ্ঞ মরিস জুলিয়ান বন সর্বপ্রথম Decolonialism বা অব - উপনিবেশবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিকে বলে অব - উপনিবেশীকরণ। ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনতা থেকে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা পাওয়ার ঘটনাকে বলে অব - উপনিবেশবাদ।

অব - উপনিবেশীকরণের রাজনৈতিক তাৎপর্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প্রাধান্য লুপ্ত হওয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। যথা—

1. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার : বিভিন্ন উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি প্রসারিত হয়। ইউরোপের বাইরে ছোটো রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আঞ্চলিক সম্পর্কও আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়।
2. তৃতীয় বিশ্ব গঠন : অব - উপনিবেশবাদের প্রভাবে এশিয়া , আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এগুলিই তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত।
3. জাতিপুঞ্জের সদস্য বৃদ্ধি : সদ্য স্বাধীন দেশগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন ১৯৭ টি সদস্যের ১০০ টি - ই ছিল সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র। এর ফলে জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।
4. জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহ : বিশ্বের পুরনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা ছিন্ন করে জাতিভিত্তিক অসংখ্য রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।
5. ঠান্ডা লড়াই - এর প্রসার : সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে বিশ্বযুদ্ধ - পরবর্তী ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রভাব পড়ে। আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে সৃষ্ট ঠান্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে এদের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। এরা ক্রমে ঠান্ডা লড়াইয়ের বৃত্তে ঢুকে পড়ে।
6. ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র : বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অঞ্চলের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্য , লাতিন আমেরিকা , দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষমতার নতুন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ , ভারত - চিন যুদ্ধ এর নিদর্শন।

৩. আফ্রিকা , আলজেরিয়ায় কীভাবে স্বাধীন ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়ে জাতীয় পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়েছিল ?
অথবা , আলজেরিয়ার চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভ উল্লেখ করো ? স্বাধীনতালাভের পরবর্তীতে আলজেরিয়ার বিকাশ কর্মসুচি ও জাতি সংগঠনের পরিচয় দাও ?
উত্তরঃ সূচনা : আধুনিককালে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের যেসব অঞ্চলে নিজেদের উপনিবেশ ও শাসন প্রতিষ্ঠা করে তার অন্যতম ছিল আফ্রিকা মহাদেশ। আফ্রিকা মহাদেশে আধিপত্যকারী ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে অন্যতম ছিল ফ্রান্স। আফ্রিকায় ফ্রান্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ ছিল আলজেরিয়া।

আলজেরিয়ার স্বাধীনতা লাভ : দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে আলজেরিয়া ফরাসিদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ছিন্ন করতে সক্ষম হয়।

আন্দোলনের সূচনা : দীর্ঘ ফরাসি শাসন ও শোষণের পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আলজেরিয়ায় মুক্তি সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করে। আলজেরিয়ার জঙ্গি জাতীয়তাবাদী সংগঠন ' National Lebaration Front ' গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সেদেশের ফরাসি শক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী নেতা বেনবেল্লা সারা দেশে আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। —

স্বাধীনতা লাভ : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি বাহিনীর দমন নীতিও তীব্রতর হতে থাকে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্যাগোল আন্দোলন থামানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়ায় পরিকল্পিত গণভোটের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। শেষপর্যন্ত ফ্রান্স ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়াকে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ' National Lebaration Front'- এর প্রধান নেতা আহমেদ বেনবেল্লা আলজেরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

আলজেরিয়ার বিকাশ কর্মসূচি ও জাতি সংগঠন : আলজেরিয়া ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত আলজেরিয়ায় জাতি সংগঠন ও বিকাশ কর্মসূচিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা—

প্রথম পর্যায় : প্রথম পর্বে ১৯০০-১৯৫৪ পর্যন্ত আলজেরিয়ায় ব্যাপক ঔপনিবেশিক শোষণ চলে। যদিও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আলজেরিয়াবাসী নিজেদের অধিকার ও শিক্ষা সম্পর্কে এইসময় সচেতন হতে থাকে যা আলজেরিয়াবাসীকে ফরাসি ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হতে সাহায্য করে। ঔপনিবেশিক শাসনের বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তারা ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্বে ১৯৫৪ থেকে ৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসি শক্তির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এইসময় ' National Lebaration Front- এর প্রধান নেতা বেনবেল্লা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবন - মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক আলজেরিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে , যার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বেনবেল্লা।

তৃতীয় পর্যায় : তৃতীয় পর্যায় ১৯৬২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় আট লক্ষ ফরাসি শেতাঙ্গ আলজেরিয়া ছেড়ে ফ্রান্সে ফিরে যায়। অবশ্য প্রথম তিন বছরের মধ্যেই বেনবেল্লাকে পদচ্যুত করে তার হৌয়োরি বৌমভিয়েন দেশের ক্ষমতা দখল করে। তাঁর আমলে আলজেরিয়ায় কৃষি ও শিল্পায়নের উন্নতি ঘটলেও এইসময় দেশে ইসলামিক মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

মূল্যায়ন : স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে আলজেরিয়ার অর্থনীতি ছিল খুবই অনুন্নত। কিন্তু স্বাধীন আলজেরিয়া সরকার আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়ে দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি করে।

৪. স্বাধীন ভারতের তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তরঃ সূচনা : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারতবাসীর সামনে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা। ড . এস . গোপাল ' স্বাধীনতার ঊষালগ্নে ' এই সংকটকালকে বিষন্ন প্রভাত ' বলে অভিহিত করেছেন। এইসময়ে ভারতবাসীর দারিদ্র্য , অনাহার , বেকারত্ব , শিক্ষার অভাব , চিকিৎসার অভাব প্রভৃতি বিষয় ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতাকেই প্রকট করে তুলেছিল। এই অর্থনৈতিক সংকটের অবসানে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের বহুমুখী আর্থিক সমস্যা সমাধানে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলি ছিল এইরকম—

লক্ষ্য : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ ও দেশ বিভাগের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া আর্থিক সংকট দূর করা। উন্নয়নমূলক কর্মসূচি , কৃষি , ও শিল্পের উন্নয়নের দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

গুরুত্ব : ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পরিকল্পনার ফলে ভারতের জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ , মাথাপিছু আয় ১০.৮ শতাংশ , কৃষি উৎপাদন ২২ শতাংশ এবং শিল্প উৎপাদন ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : ১৯৫৬-৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণ সাধন ও বেসরকারি উদ্যোগ উভয় ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব প্রদান করেন।

লক্ষ্য : এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এছাড়া ভারী শিল্প , কুটির শিল্প বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করারও প্রয়াস চালানো হয়েছিল এই পরিকল্পনায়।

গুরুত্ব : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেও এই পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই পরিকল্পনায় জাতীয় আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদ্যুৎ শিল্প , ভারী শিল্প এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : ১৯৬১-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও গুরত্ব ছিল নিম্নরূপ—

লক্ষ্য : এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিবছর জাতীয় আয় অন্তত ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা এবং খাদ্য উৎপাদনে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা। শিল্প ও রপ্তানির চাহিদা মেটাতে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্ব বাড়ানো হয়। এছাড়া বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন করা ইত্যাদি।

গুরুত্ব : বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল একথা বলা যায়। কারণ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিনের ভারত আক্রমণ , ১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত - পাক যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা এক্ষেত্রে অনেকটাই দায়ী বলে মনে করা হয়।

৫. অব - উপনিবেশীকরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উত্তরঃ ভূমিকা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া , আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অব - উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তীব্র সংগ্রামের শেষে এসব উপনিবেশ বিদেশি শাসন হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয় অর্থাৎ উপনিবেশগুলিতে অব - উপনিবেশীকরণ বা উপনিবেশবাদের অবসান ঘটতে শুরু করে। এই ঘটনার অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য অপরিসীম।

অব - উপনিবেশীকরণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য : এর বিশেষ অর্থনৈতিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

- **1.** অর্থনৈতিক দুর্বলতা : স্বাধীনতা লাভের আগে ঔপনিবেশিক শক্তির দখলে থাকা উপনিবেশগুলির অর্থ ও সম্পদ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলে। ক্রমাগত শোষণের ফলে এরা আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ফলে অব - উপনিবেশীকরণের পরও অর্থের অভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
- **2.** নয়া উপনিবেশবাদ : সদ্য স্বাধীন দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক সহায়তা দান করে এসব দেশে প্রতিপত্তি বিস্তার করে। ফলে রাজনৈতিকভাবে অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও , এই দেশগুলি বৃহৎ শক্তির অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের কোপে পড়ে।

- **3.** আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি **:** সদ্য স্বাধীন উপনিবেশগুলির মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বেড়ে যায় । বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে এই দেশগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলে । এসব সংগঠন মূলত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জোর দেয় । কয়েকটি সংগঠন হলো— SAARC , ASEAN .

অব **-** উপনিবেশীকরণের সামাজিক তাৎপর্য **:** এর বিভিন্ন সামাজিক তাৎপর্য আছে—

- **1.** বর্ণবৈষম্যবাদের অবসান **:** এশিয়া , আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশে কৃষ্ণাঙ্গরা এতদিন শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল । অব - উপনিবেশীকরণের পর সারা পৃথিবীতে বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে । দক্ষিণ আফ্রিকা , দক্ষিণ - পশ্চিম আফ্রিকা , রোডেশিয়া থেকে বিদায় নেয় বর্ণবৈষম্যবাদ ।
- **2.** এলিট গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি **:** ঔপনিবেশিক শক্তির অবসানের পর সদ্য স্বাধীন দেশগুলির শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় শিক্ষিত ও ধনী এলিট গোষ্ঠীর হাতে । আন্দোলনকারী দরিদ্র মানুষ ক্ষমতালাভে ব্যর্থ হয় । ফলে এলিটভুক্তদের সঙ্গে দরিদ্র মানুষের সামগ্রিক বিভাজন দেখা দেয় ।

৬. স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা আলোচনা করো ।
অথবা , ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো ।
অথবা , পাকিস্তানের বিভাজন ও বাংলাদেশের উত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো ।
উত্তরঃ পাকিস্তানের বিভাজন ও বাংলাদেশের উত্থান **:** ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় তার পশ্চিম অংশ পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব দিকের অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয় । পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চনার প্রেক্ষিতে বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভ জমা হতে থাকে ।

পূর্ববঙ্গের প্রতি বনা **:** পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা মহম্মদ আলি জিন্নাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন । তাঁরা মনে করতেন , পাকিস্তান গড়ে উঠলে হিন্দুদের অধীনতা মুক্ত হয়ে তারা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করতে পারবেন , যদিও বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক বৈষম্য চাপিয়ে দেয় । পূর্ব পাকিস্তানের দাবি পূরণের বিষয়ে পাক প্রশাসন উদাসীনতা দেখায় । ফলে বঞ্চনার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ৯৮-১৬ শতাংশ , পুরো পাকিস্তানে ৫৬.৪০ শতাংশ ছিল বাংলাভাষী । কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে জিন্না উর্দুকে স্বীকৃতি দেন । এর ফলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হয় । ১৯৫২ সালে পাক পুলিশের গুলি চালনায় ভাষা আন্দোলনের ৪ সমর্থক প্রাণ হারান । এর পর দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ।

রাজনৈতিক বৈষম্য **:** পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে রেখেছিল । খাজা নজিমুদ্দিন , সুরাবর্দিকে নানা অজুহাতে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় । পূর্ববঙ্গের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না বললেই চলে ।

১৯৭০ **-** এর দুর্যোগ **:** ১৯৭০ সালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩ লক্ষের বেশি মানুষ মারা যায় । এসময় ত্রাণকার্য পরিচালনায় পাক রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান তৎপর হননি বলে অভিযোগ । সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করে ।

মুজিবুর রহমানের উত্থান **:** ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামি লিগ ১৬২ টির মধ্যে ১৬০ টি আসনে জয় পায় । দলনেতা শেখ মুজিবুর রহমানই সরকার গঠনের অধিকার পান । অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ব্যক্তি হওয়ার পাশাপাশি দ্বিতীয় স্থানে থাকা পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলি ভুট্টোর বিরোধিতায় মুজিবুরকে সরকার গড়তে বাধা দেওয়া হয় । ফলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় ।

ঐতিহাসিক ভাষণ **:** আওয়ামি লিগকে সরকার গড়তে না দেওয়ার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘটের ডাক দেন মুজিবুর রহমান । ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে মুজিবুর বলেন , “ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । ” বাঙালি জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র উন্মাদনা ।

গণহত্যা : ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে পাক বাহিনী ব্যাপকভাবে বাঙালিদের হত্যা করে। এর পোশাকি নাম দেওয়া হয় ' অপারেশন সার্চলাইট '।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম : ওই দিন মধ্যরাতে শেখ মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় তীব্র গণ - আন্দোলন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়ানোয় বিপাকে পড়ে পাক সরকার। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন পাক বাহিনীর প্রধান জেনারেল এ কে নিয়াজি। এর ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।